জয়চাঁদের চিঠি।

সূচনা।

সাত বৎসর পূর্ব্বে জয়চাঁদ পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; তিনি নানা স্থান হইতে আমাকে যে ১১ খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জানিবার শুনিবার অনেক কথা আছে বলিয়া সম্প্রতি উহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

আজ কাল জয়চাঁদ কখন কলিকাতা, কখন বা চন্দননগরে অবস্থিতি করিতেছেন; ইতিমধ্যে আরও কয়খানি পত্র লিখিয়াছেন। উঁহাকে অনুরোধ করাতে তিনি পত্র গুলি প্রবাহের স্রোতে ভাসাইয়া দিতে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনানুসারে স্থানের ও ব্যক্তির কল্পিত নামকরণ করিয়াছেন;—আর দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত পত্র কয়খানি স্মৃতি হইতে লিখিয়া দিয়া কহিয়াছেন, "উহাতে সকল ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত হয় নাই।"

পাঠক! আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। জয়চাঁদ প্রকৃত নাম নহে, লেখকের স্বকপোল-কল্পিত নাম মাত্র।

শ্রীবামন দেব।

প্রথম চিঠি।

ভাই বামন !

রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমরা বিদ্যাপতি ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কনিষ্টবল বাহাদুর অঙ্গদের মত টিকিট ঘরের দ্বার রক্ষা করিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাবু কোথায় ?' সে 'কেঁউ' 'কেউ' করিয়া দৌড়িয়া আসিল, নিকটে আসিয়া আমার মুখ পানে তাকাইয়া 'বাবু তোমরা কোন্ লাগে ? কাহে ওয়াস্তে ঢুঁড়্তা হায় ?' ইত্যাদি বচনে অঙ্গে বিষ ছড়াইয়া দিতে লাগিল। আমি কহিলাম, 'তোমরা পাশ এজাহার দেনেকো নেই আয়া।' সে আর কথা না কহিয়া রুল বগলে দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা গরম মেজাজে পায়চারি করিতে লাগিল।

টিকিট ঘরের পাশের ঘরে গাহনা বাজনা হইতেছিল। পেঁচারাম কহিল, 'জয়বাবু, বেস গাচ্ছে, একটু শুনে আসি চলুন।' দূরে শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছে, গাড়ী আসিবার বিলম্ব নাই, তাহাতে মুখপাতেই কনিষ্টবল মহাশয় কথায় অঙ্গ জল করিয়া দিয়াছেন ; পেঁচারামের সে বোধ নাই—তাহার গাহনা শুনিবার সক্ হইল। পেঁচাকে বলিলাম, 'বিলক্ষণ ! তোমার কোন বুদ্ধি নাই ?' এমন সময়ে গাড়ী আসিয়া

দূরস্থ চিহ্নের (Distant Signal) কাছে 'কু' 'কু' করিয়া উঠিল। আমি ব্যাকুল হইয়া সেই ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিলাম, 'বাবু! টিকিট দেবেন কখন?' ঘরের ভিতর হইতে কে উত্তর করিল, 'এখনও সময় হয় নাই।' ভাবিলাম তাহাদের সময় হয় নাই—সময় হইলে আর সেখানে থাকিবে কেন।

ইত্যবসরে কনিষ্টবল আসিয়া 'হট' বলিয়া আমাকে হটাইয়া দিয়া কহিল, 'বাবু গাড়ী আয়া'; বাবু উত্তর করিলেন 'আচ্ছা'। অনুমান করি, গাহনা বাজনার শব্দে কনিষ্টবল তাহা শুনিতে পায় নাই; সে ঝিলি-মিলি তুলিয়া 'গ্রীন্ (Green) দেতেঁ হ্যে' বলিয়া চলিয়া গেল।

সে ঝিলি-মিলি খুলিবা মাত্র আমি দেখিলাম, সেই ঘরের ভিতর একটা স্ত্রীলোক গান করিতেছে, টিকিট বাবু সঙ্গত্ করিতেছিলেন, আর একজন হাতে ও মাথায় বেতালা তাল দিতেছে। 'ডান পিঠের' আশ্রয়-স্থান বলিয়া ষ্টেসনে এরূপ অবৈধ কাজ ঘটিয়া থাকে, রেলওয়ে কোম্পানিও অল্প বেতনে 'চৌকষ' লোক পায় না বলিয়া এরূপ পাপাচারের সংবাদ পাইয়াও হয় ত প্রতিকারে উদ্যোগী নহে।

বাবু উঠিয়া আসিলেন— আমার দিকে তরল চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন। তখন তাঁহার চোক দুটী রাঙ্গা,

কলেবর অবশ, পা টলিতেছে, মাথা নড়িতেছে, একটা মার্কা মারা কেপ মাথায় দিয়া টিকিট ঘর হইতে আমাদের দুই খানি টিকিট দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারি! ষ্টেসনের কর্ত্তা! ধন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে, তাহারা এমন বন-চরকেও কতকটা বশীভূত করিয়া আনিয়াছে!

এদিকে ট্রেন আসিয়া লাগিল। পেঁচারাম একটা খালি পাশের কাম্‌রা দেখিয়া উঠিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিলাম। তাহার পাশের কাম্‌রায় একখানি চাদর টাঙ্গান রহিয়াছে,—মনে করিলাম কেহ পরিবার লয়ে যাচ্ছেন। আমরা বসিবার পূর্ব্বেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল। 'খালি গাড়ী পাওয়া গেছে বাঁচা গেছে' বলিয়া পেঁচা গাড়ীর পাশের দিকে বিছানা পাতিল ও যেমন শয়ন করিল, অমনি তাহার নাক ডাকিতে লাগিল। আমি অপর পাশে পরদার দিকে পিছন করিয়া বসিলাম, নিদ্রা আইসে নাই, জাগিয়া আছি। অল্পক্ষণ পরে গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়ার শব্দ শুনিলাম। পাছুদিকে চাহিয়া দেখি যে, পরদা নাই, একজন বাবু কামরার দ্বিতীয় বেঞ্চে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন।

বাবু দেখিতে ফিট গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, (কলিকাতার বড়মানুষের আহ্লাদে ছেলের মত) দিব্য গোঁফ, চোখ

দুটী বড় বড়, পরিধান একখানি চাওড়া কালাপেড়ে (সাটী), গায়ে একটী কাশ্মীরার কামিজ, কামিজের উপর একছড়া মোটা আলবার্ট চেন্। বাবুর বয়স বোধ হয় ২২। ২৩ বৎসর হইবে।

বাবু তামাক খাইতে খাইতে আমার দিকে অনেক-বার চাহিয়া দেখিলেন—সে উপেক্ষার চাহনি। ক্ষণেক পরে বেঞ্চের নিচু হইতে একটী তার জড়ান বোতল ও একটী টম্বুল বাহির করিয়া গেলাসে মদ ঢালিয়া যথা যোগ্য জলমিশ্রিত (dilute) করিলেন ও 'কামিনি! তোমার ত ভয় গেছে, আর কেন—উঠ' বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিলেন। আমার পিছনের বেঞ্চ হইতে 'উঁ' করিয়া কে সাড়া দিল। সেখানে কেহ শুইয়াছিল—দেখি নাই। দেখিয়াছিলাম যেন কতকগুলি সাদা কাপড় পড়িয়াছিল। কামিনী 'উঁ' করিয়া উঠিয়া বসিল, আমার দিকে চাহিয়া মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিল ও মুখ ফিরাইল; এখনকার রিফাইণ্ড্ (refined) মেয়েরা যেরূপ অপর পুরুষকে দেখিলে মাথায় কাপড় দেয় সেইরূপ করিয়া দিল। সেই অবসরে কামিনীকে দেখিলাম। তাহার পর তাহার আবছায়াও দেখিতে লাগিলাম।

কামিনী কামিনী বটে! বাতীর আলোকে গায়ের রং টুকু টুকু টুকু করিতেছিল, যেমন বড় চোক দুটী

তেমনি টানা ভুরু, যেমন টিকল নাকটী তেমনি পাতলা রাঙ্গা ঠোট দুখানি, যেমন নিটোল গাল তেমনি ছোট মধ্যে চাপা খাঁজকাটা দাড়ী টুকু, যেমন পরিমিত পরিস্কার কপাল তেমনি পরিস্কার টিপ্ তাতে, যেমন অন্য অন্য অঙ্গসৌষ্ঠব তেমনি পরনে লালবাগানে উত্তম কাশীপেড়ে ছাপদাটী হাপধুতি। হাতে দুগাছি সোনার বালা, কানে বোধ হ'ল জোড়াকত মাকুড়িও আছে। কামিনীর পূর্ণ যৌবন, আজকালের অকাল যৌবন নহে। এই কামিনী—আর এই পুরুষ! কামিনীর 'ভয় গিয়াছে,' পুরুষ মদ ঢালিতেছে—আমি ভাবিতেছি ব্যাপার কি?

পুরুষ মদের গেলাস কামিনীকে বাড়াইয়া দিলেন; কামিনী আঁচল দিয়া মুখ চাপিয়া আবদার স্বরে কহিল—'না,' সে খাইবে না। বাবু জেদ করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। কামিনী কহিল, 'ছি ছি! একটু লজ্জা করেনা! ঐ একটী ভদ্রলোক বসে আছেন।' বাবু তৎক্ষণাৎ আর একটু মদ ঢালিয়া গেলাস হাতে 'মহাশয়' বলিয়া আমার দিকে এই ভাবে তাকাইলেন যে আমি উহা গ্রহণ করি! আমি কি ভাবিতেছিলাম তাহা আর কি বলিব? বাবুর সম্বোধনে নীরবে কেবল হাত নাড়িয়া উত্তর করিলাম 'না'। 'Then excuse me—good health' বলিয়া

বাবু উহা গ্রহণ করিলেন। কামিনী আমার দিকে চাহিয়া ছিল, আমার হাত নাড়াতে মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইল। বাবু আবার তাহাকে সুরাপান করাইলেন, তিনি নিজেও সেবন করিলেন। আমি শয়ন করিলাম।

ষ্টেসনে গাড়ী আসিয়া লাগিলে বাবু মুখ বাড়াইয়া থাকেন, আর কেহ সে কামরায় উঠিতে পারেনা। তাহাতে আমাদেরও উপকার হইল, আমাদের গাড়ীতেও কেহ উঠিল না।

ক্রমে বাবু ও কামিনীর মস্তিষ্কে সুরা চড়িল। কামিনী গান ধরিল—একটী পুরাণ গীত—'কি দিব, কি দিব তোমায়, মনে ভাবি আমি।' বাবু গাইলেন 'ওরে আমার প্রাণধন কামিনীরতন।' কামিনী আবার গাইল 'দেখ ভুলনা এ দাসীরে।' বলিতে কি, কামিনী বেশ গায়, কিন্তু ভাই, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিয়াছে, তাই শুনিতে ভাল লাগিল না।

যাহাই হউক বাবুর তাহা বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। তিনি বলিলেন 'আমি তোমায় কখন ভুলিব না, ভুলি যদি তখন দেখ, যা হয় করো, আমায় ফাঁসি দিও—'

কামিনী কহিল, 'ছি! ছি! ছি! কর কি? তোমার একটু মাত্র লজ্জা নাই!' বাবুর জেদ বাড়িয়াছে; বলিলেন, 'আমি তোমায় ভুলিব না, যদি ভুলি—বল

ফাঁসি দেবে—বল দেবে—দেবে—দেবে।' কামিনী ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিল 'তা দেব।' বাবু কহিলেন তবে 'এখনি দাও—'

আমার ইচ্ছা হইল, সেই আবদারে ছোকরার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় দিই; আবার ভাবিলাম আমার কোন কথার আবশ্যক কি? মনে করিলাম, গার্ডকে ডাকিয়া দেখাই ও উহাদিগকে স্থানান্তর করিয়া দিই; কিন্তু পরের অনিষ্ট সাধনে তৎপর হওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া আবার নিরস্ত হইলাম। বুঝিলাম, কামিনী কুলকামিনী ছিল, এক্ষণে পাপ পদবীতে আরূঢ়া হইয়াছে।

তাহাদের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ও তাহাদের ছবি মনে করিতে করিতে নিদ্রা গেলাম, সৌভাগ্য—স্বপ্ন দেখিলাম না।

প্রভাত হইলে পর পেঁচারাম উঠিল, [illegible] নিকট জানিয়া আমায় উঠাইল। আমি উঠিয়া দেখিলাম, আবার পরদা টাঙ্গান রহিয়াছে; পেঁচাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আবার কাহারা আসিয়াছে?' সে উত্তর করিল 'কেন ও ত রাত্রি হইতেই রহিয়াছে।' আমি আর কোন কথা ভাঙ্গিলাম না।

ষ্টেসনে আসিয়া ট্রেন লাগিল—আমরা নামিলাম। আমি কিয়দ্দূর চলিয়া আসিয়াছি, এমন

সময় পশ্চাৎ হইতে পেঁচারাম দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, 'জয়বাবু, একটু এগোও, আমার একটী বন্ধু পরিবার লয়ে নেমেছেন, তাঁদের মালপত্র গুলো তুলিয়া আনিব—একখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দিয়া আসিতেছি।' পেঁচারাম চলিয়া গেল। আমি গেটের কাছে রহিলাম। সকল (passenger) আরোহী বাহির হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে দেখিলাম, পেঁচারাম ও তাহার সমভিব্যাহারে আর একটী বাবু ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী অবগুণ্ঠনবতী আসিতেছে। তাহারা নিকটস্থ হইল। পেঁচারামের বন্ধুর অবগুণ্ঠন থাকিলে ভাল হইত, তাহা হইলে তাহাকে আর চিনিতে পারিতাম না। সে সেই বাবু—যিনি অনুগ্রহ করিয়া রাত্রে আমায় মদের গেলাস দেখাইয়াছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী কামিনী তাহার আর সন্দেহ কি? তথাপি তাহাকে না দেখিয়া সুধু সন্দেহ রাখিতে ইচ্ছা হইল না। পেঁচা নিকটে আসিয়াই কহিল, 'জয়বাবু, এই এঁরা এয়েছেন' বলিয়া চলিয়া গেল, আমি কোন কথাই কহিতে পারিলাম না—আর তখন কি বা বলিতাম। আমার সৌভাগ্য, বাবু আমাকে চিনিতে পারেন নাই।

তাহারা গিয়া গাড়ীতে উঠিল। অবগুণ্ঠনবতী মাথার কাপড় ফেলিয়া মুখ খুলিল—দেখিলাম—সে

কামিনী সেই কামিনীই বটে। আমি আর সেখানে না দাড়াইয়া অন্য একখানা গাড়ীতে উঠিলাম। ইত্যবসরে 'অবশ্য আসিব' বলিতে বলিতে পেঁচারাম আসিয়া আমার গাড়ীতে উঠিল। সে কহিতে লাগিল, 'জয়-বাবু! ফটিকের সহিত আপনার আলাপ নাই—ওরা মস্ত লোক—আজ সন্ধ্যার পর চলুন আলাপ করাইয়া দিব।' পেঁচারাম ফটিকবাবুর যে পরিচয় দিল, তাহা এ পত্রে তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তোমাকে বলিব—কিন্তু সে কথা সাক্ষাতে হওয়াই যুক্তি-সিদ্ধ।

যাহা হউক ভাই—আমার শুভক্ষণে যাত্রা করা হয় নাই—নইলে কেবল কুৎসিত কাণ্ড দেখিতেছি কেন!

ইতি মধুপুর।

দ্বিতীয় চিঠি।

ভায়া হে!

বড় বিপদে পড়িয়াছি! পেঁচারাম মধুপুরে ফটিক বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়া আর বাসায় আইসে নাই, আমি তাহার অপেক্ষায় দুই তিন দিন ছিলাম। পরে অগত্যা একাকী যাত্রা করিলাম।

জংসন ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী লাগিল—গাড়ী

সেখানে প্রায় তিন কোয়ার্টার থামে। অধিকাংশ যাত্রীরা নামিয়া মুখ হাত ধুইতে গেল—আমি গেলাম না। তখন আমার কাম্‌রায় আর কেহ ছিল না। ক্রমে সময় হইলে প্রথম ঘণ্টা হইল, যাত্রিরা যে যাহার গাড়িতে উঠিতে লাগিল—তখন গুটিকত রেলের বাবু প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর বেড়াইতে ছিলেন। (ওহে তাহারা গাড়ীতে গাড়ীতে দেখিয়া বেড়ায়!) দ্বিতীয় ঘণ্টা দিবার পূর্ব্বেই একজন বৃদ্ধ ও তাহার সঙ্গে একটী বৃদ্ধা আর একটী যুবতী আমার গাড়ীতে উঠিতে আসিল। তাহারা দীনবেশী, পল্লীগ্রামের লোক বলিয়া বোধ হইল, গাত্রের বসন গুলি অত্যন্ত মলিন, কিন্তু তাহারা বাঙ্গালী, আমার কোন আপত্তি ছিল না, দ্বার খুলিয়া দিলাম। বৃদ্ধ গাড়ীতে উঠিয়াছে, বৃদ্ধা উঠিতেছে এমন সময় সেই রেলের বাবুদের মধ্যে একজন আসিয়া কহিল, 'মেয়েরা এ গাড়ীতে উঠিও না, তোমরা মেয়েদের গাড়ীতে উঠ গিয়া, বরং এস আমি বসাইয়া দিয়া আসি।' বৃদ্ধা অবগুণ্ঠন মধ্য দিয়া বৃদ্ধের দিকে চাহিল, বৃদ্ধ কহিল 'বেস ত বাবু বল্‌ছেন, তোমরা সেই খানে যাও।' বৃদ্ধা ও যুবতী চলিয়া গেল।

তুমি যদি সে যুবতীকে দেখিতে, বলিতে, দরিদ্রের ঘরে সে লক্ষ্মী জন্মিয়াছে। বাস্তবিক তাহার যেমন মুখশ্রী তেমনি উজ্জ্বল বর্ণ। তবে ঘসা মাজা নয় বলিয়া

যত টুকু মলিন হইতে পারে তত টুকু মলিন। একটি বিশেষ সুলক্ষণ দেখিলাম, তাহার কটাক্ষ গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ—তাহার দেবি-কটাক্ষ! আহা! তাহার বেস মুখ খানি, কচি কাচি গড়ন, কোমল, গম্ভীর।

সেই বাবু মেয়েকামরার দিক্ হইতে ত্রস্তে আসিয়া তার আফিসে কাহাকে কি বলিয়া ব্যাকুলভাবে আমাদের গাড়িতে আসিয়া উঠিল। কহিল, বেস করে বসায়ে দিয়া আসিয়াছি। বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিল; ক্রমে তাহাদের আলাপ পরিচয় হইতে লগিল। তাহাদের কথোপকথনে বুঝিলাম, বৃদ্ধের নাম জনরঞ্জন, বৃদ্ধা তাহার স্ত্রী, যুবতী তাহার একটীমাত্র কন্যা। তাহাদের নিবাস নিশ্চিন্তপুর। বাবু কলিকাতা নিবাসী, তাঁহার বাড়ী আহিরীটোলা, তাঁহার নাম বেনওয়ারী লাল, তিনি রেলওয়ের রিলিভিং ষ্টেসন মাষ্টার, তাঁহার সেখানে আপনার লোক কেহই নাই।

গোটাকতক ষ্টেসন যাইতেই সন্ধ্যা হইল। দূরের গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত কাল হইয়াছে, মাজে মাজে ধোঁয়ার মত বাষ্প উঠিতেছে, আর গাড়ীর সঙ্গে হেমন্তের চতুর্থীর আধ ঘোলা চাঁদ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আলো উজ্জ্বল হইতেছে আর বেনওয়ারী লাল ছট ফট করিতেছে। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল 'বাবু, আপনি

কি এই খানে নামিবেন ?' বেনওয়ারী কহিল, 'হাঁ আমি নামিব।'" তাহার মুখের কথায় বিশেষ জড়তা প্রকাশ পাইল।

ষ্টেসনে গাড়ি আসিতেই বাবু নামিলেন। ষ্টেসনটি ছোট—গাড়ি অধিকক্ষণ দাঁড়ায় না—অমনি ছাড়িয়া দিল; সেই সময় আমার বোধ হইল যেন অন্য গাড়িতে কেহ কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে গাড়ির শব্দ যত কম হইতে লাগিল, ততই সেই আর্ত্তনাদ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। ষ্টেসনে গাড়ি আসিয়া লাগিলেই আমি নামিলাম; দেখিলাম, ফিমেল ক্যারেজের নিকট প্ল্যাটফরমের উপর একজন কাঁদিতেছে, অনেক লোক তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; নিকটে গিয়া চিনিতে পারিলাম, যে কাঁদিতেছিল সে সেই বৃদ্ধের স্ত্রী। রেলওয়েতে এরূপ কত কাণ্ডই হইয়া থাকে! ব্যাপা-রটা কি বুঝিতে আর বাকি রহিল না। দৌড়িয়া আসিয়া বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া গেলাম। বৃদ্ধকে দেখিয়া বৃদ্ধা, 'ও আমার স্মুদো রে' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধও কাঁদিয়া ফেলিল, আর আমার দুটী হাত ধরিয়া, 'বাবা' বলিয়া সজল নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখে আর কথা সরিল না। তাহা-দের বিপদ দেখিয়া আমার বড় ক্লেশ হইল—দুর্জ্জনের

দুরাচারে বড় রাগ হইল। আমি কম্পিত কণ্ঠে, 'ষ্টেসন মাষ্টার কোথায়?' বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলাম। ষ্টেসন মাষ্টার সেই খানে ছিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে?' কি হইয়াছে না বলিয়া কহিলাম, 'পুলিস ইন্সপেক্টরকে তারে খবর দিন, যেন তিনি ফেরৎ ট্রেনে আসিয়া উপস্থিত হন, আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।' আর খবর দিবার জন্য দুইটী টাকাও দিলাম। রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'কি হইয়াছে?' আমি কোন কথা ভাঙ্গিলাম না। আমার বিশেষ বিশ্বাস, রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের অধিক অংশই দুষ্ট লোক। ষ্টেসন মাষ্টার আমার উপর বিরক্ত হইলেন—তা আমি কি করিব? তৎপরে গাড়ি হইতে আমাদের 'লগেজ' বাহির করিয়া সে গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। গাড়ি চলিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে শুনিলাম ইন্সপেক্টর ফেরৎ ট্রেনে আসিতেছেন।

আড়ালে লইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার সুদোর সম্বন্ধে ষ্টেসনে কাহাকেও কোন কথা বলিয়াছে কি না? জানিলাম সে কোন কথাই বলে নাই। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তাহারা যেন ব্যাকুলতা প্রযুক্ত কাহারও সাক্ষাতে কোন কথা না বলে। গাড়ি আঁসিতে যে সময় টুকু ছিল, তাহার মধ্যে কত কৌশল

আঁটিলাম। এক এক বার রাগ হইতে লাগিল, আবার বৃদ্ধার দুঃখ দেখিয়া কান্না আসিতে লাগিল। ফেরৎ ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল.—ইন্সপেক্টর আসিলেন। তাঁহাকে আলাদা লইয়া সমস্ত কথা বলিলাম, আমার পরিচয় দিলাম, আর বলিলাম, যদি তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন, আমি একাকী সমস্ত ঠিক করিতে পারিব। পুলিসের সকল লোক ভাল লোক নয়, কিন্তু সেই ইন্সপেক্টর আমার পরিচয় পাইয়াই হউক, বা স্বভাবতঃ ভাল লোক বলিয়াই হউক, আমার কার্য্য সমাধা করিতে যত্নবান হইলেন। আমরা সকলে সেই ট্রেনে ফিরিয়া চলিলাম, পরের ষ্টেসনে আসিয়া নামিলাম ও কিয়ংক্ষণ লুকাইয়া রহিলাম। ট্রেন চলিয়া গেল, ষ্টেসন ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল, তখন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে একস্থানে বসাইয়া আমি ও ইন্সপেক্টর সৌদামিনীর উদ্দেশে চলিলাম। ষ্টেসনের নাম——।

হায়! হায়! সৌদামিনীর বিপদের চিত্র কেমন করিয়া চিত্রিত করিব? ষ্টেসন মাষ্টারের প্রাইভেট্ কামরায় একটী লেম্প জ্বলিতেছিল, গৃহতলে একখানি সতরঞ্চি পাতা, তাহার উপর দুই জন পুরুষ নানা ভঙ্গিতে বসিয়াছিল। একটি বোতল ও গ্ল্যাস ও কিঞ্চিং খাবার দ্রব্য আর একটি গুড়গুড়ি ছিল। এক-

খান খাটের উপর আর এক জন পুরুষ দ্বারের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পা দোলাইতেছিল ও এক দৃষ্টে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সম্মুখের দেওয়ালে পৃষ্ঠ রাখিয়া একটি রমণী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার কেশ আলু থালু, গাত্রে বস্ত্র ছিল কিন্তু তাহা সহস্র ছিদ্রময়, মুখ রক্ত বর্ণ, জ্বলন্ত নয়ন হইতে অশ্রু বহিতেছিল, দেখিয়াই বোধ হইল যেন পুরুষ রমণীর প্রতি ইতিপূর্ব্বেই অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়া থাকিবে— হাতাহাতি করিয়া পুরুষ বিশ্রাম করিতেছিল, রমণী আত্মরক্ষা হেতু তখনও প্রস্তুত রহিয়াছে।

ইন্সপেক্টর সজোরে দ্বারে আঘাত করিয়া কহিল, 'দোর খোল।' কামিনী অমনি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। পুরুষ থতমত খাইয়া খাটের নীচে লুকাইল। আমি বলিলাম, 'সৌদামিনি! ভয় নাই, দ্বার খুলিয়া দাও।' নাম ধরিয়া ডাকিতেছে—অবশ্য পরিচিত ব্যক্তি,—দ্বার খোলা পরের কথা 'ওগো আমি গেছি গো' বলিয়া সৌদামিনী আবার কাঁদিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, 'ভয় নাই, দ্বার খুলিয়া দাও।' সৌদামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'কেমন করিয়া খুলিব, উহাতে তালা দিয়াছে।' ইন্সপেক্টর আর থাকিতে পারিলেন না—দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া খাটের নীচে হইতে পুরুষকে

টানিয়া বাহির করিলেন। আমি তাহাকে ধরিলাম, তিনিও তাহাকে ধরিলেন। পুরুষ পূর্ব্ব-পরিচিত বেন-ওয়ারী বাবু। তাহার পর ইন্সপেক্টর ষ্টেসনের কনি-ষ্টবলদিগকে ডাকিলেন; দুইজন কনিষ্টবল আসিল। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া সশঙ্কিত হইল, বিশেষতঃ তাহারা এ পাপ কাণ্ডের বিষয় সকল অবগত ছিল— অথচ কাহাকেও বলে নাই, কেন না, ষ্টেসন মাষ্টারের মন যোগাইয়া না চলিলে তাহাদের প্রাপ্য থাকে না। চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

ইন্সপেক্টর কনিষ্টবলদিগকে কহিলেন, শান্তিত বাবুদ্বয়কে বাঁধিয়া চালান দেয়। তাহাদের মধ্যে ষ্টেসন মাষ্টার ছিলেন, ইন্সপেক্টর টেলিগ্রাফ করিলেন, যাহাতে তাহার প্রতিনিধি (relief) আসিয়া পঁহুছে।

তৎপরে আমি ও ইন্সপেক্টর সৌদামিনীকে তাহার পিতা মাতার নিকটে লইয়া গেলাম। সে মা বাপকে দেখিয়া,—তাহারা কন্যাকে পাইয়া, কি করিতে লাগিল তাহা বলা বাহুল্য।

পরদিন এজাহারে প্রমাণ হইল যে বেনওয়ারীলাল সৌদামিনী ও তাহার মাতাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ঐ ষ্টেসন মাষ্টারকে টেলিগ্রাফ করিয়া আইসে। ষ্টেসন মাষ্টার তাহার টিকিট নাই বলিয়া সৌদামিনীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লয়। সৌদামিনীকে নামাইয়া লইবার

সময় বৃদ্ধা নামিতে চাহে—তাহাকে নামিতে না দিয়া দ্বারে চাবি দিয়া গাড়ী চালাইয়া দেয়। সুতরাং বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল উপরেই তাহা বলিয়াছি। তৃতীয় ব্যক্তি ষ্টেসন মাষ্টা-রের ইয়ার, তাহাই কেবল বলা হয় নাই।

সৌদামিনী ও তাহার পিতামাতাকে তীর্থে না যাইতে দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছি। যাহাই হউক, এই বিষম ব্যাপারে পড়িয়া ঐ খানে আমার তিন চারি দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; আজ আগ্রায় আসিয়া পঁহুছিয়াছি।

পেঁচারামের কোন সংবাদ নাই। ইতি

অভিন্ন

শ্রীজয়চাঁদ।

তৃতীয় চিঠি।

প্রিয় বামনদেব,

কাল সন্ধ্যার সময় যমুনাতীরে ৺ জ্যোতিঃপ্রসা-দের বাঁধাঘাটে বসিয়া ছিলাম। সম্মুখ দিয়া কত-যুগের বৃদ্ধা যমুনা ধীর প্রবাহে বহিয়া যাইতেছিল! অদূরে ক্ষিতি হইতে যে ধোঁয়া উঠিতেছিল, আকাশে

শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রমা তাহার উপর কিরণ ঢালিতেছিল,—দূর হইতে বোধ হইতেছিল, যেন শ্বেতবর্ণের পর্ব্বতমালা চৌদিকে বেড়িয়া রহিয়াছে। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে রজতকণা বালুকারাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে ভাসিতেছিল, ছোট ছোট ঢেউগুলি মৃদু সমীরণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ভাসিয়া আসিতেছিল—যেখানে চাঁদের প্রতিবিম্ব ভাসমান সেইখানে আসিলেই চন্দ্রমা যেন প্রত্যেকের শিরে এক একটি করিয়া হীরকের তাজ পরাইয়া দিতেছিল—তাহারা আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়া যাইতেছিল। নিকটের অশ্বত্থবৃক্ষের পাতাগুলি মৃদু শব্দ করিয়া নড়িতেছিল, আর মাঝে মাঝে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। ধরাতল নিস্তব্ধ, কেবল মাথার উপর চকোরী কণ্ঠের লহরী তুলিতেছিল—সেই মধুর লহরী একবার এখানে, একবার ওখানে, কখন স্পষ্ট, কখন অল্প শুনা যাইতেছিল, তাহাতেই যেন নিস্তব্ধ অম্বরতল সঙ্গীত-পূর্ণ বোধ হইতেছিল। আহা, সেই মনোহর সময়ে সেই মনোহর স্থানে বসিয়া আমি অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেছিলাম! এমন সময়ে কে সুললিত কণ্ঠে উচ্চতানে,—

"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।"

গাইয়া উঠিল। আমার প্রাণের ভিতর কি করিয়া উঠিল কি বলিব? সচকিতে চাহিয়া দেখিলাম, পাশের ঘাটে কয়েকজন বাবু আসিয়া বসিয়া ছিলেন—তন্মধ্যে একজন সেই গান করিতে ছিলেন। একমনে গানটী আদ্যোপান্ত শুনিলাম।

তোমার মনে পড়িতে পারে, ঐ গীতি কবিতাটী প্রথমে বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছিল।—ভাবুকতা ও স্বদেশের প্রতি ভক্তি দেখিয়া কবিকে আমরা কতই প্রশংসা করিয়াছিলাম!

আগ্রায় অনেকবার আসিয়াছিলাম, কবিতাটী অনেকবার পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু কাহাকেও উহা গান করিতে শুনি নাই। আজ তাহা শুনিলাম। আহা! কি সুন্দর শুনিলাম—গীতের স্তবকে স্তবকে হৃদয়ের গূঢ়ভাব উদ্বেলিত হইতেছিল। গীত শেষ হইল—হায়, কেন শেষ হইল! কোথায় আমার হৃদয় কবির কল্পনায় উড়িতেছিল—কোথায় গীত শেষ হইলে একবারে যেন আকাশ হইতে ছিঁড়িয়া পড়িল!

যাহা হউক, আমি উঠিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে গিয়া বসিলাম। কেহ কেহ আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহারা আমার অপরিচিত—চিনিতে পারিলেন না।

গায়ককে কহিলাম—"মহাশয়—আমরা শুনি-

য়াছিলাম—'যমুনালহরী' রচয়িতা যমুনাতীরে বসিয়া উহা সঙ্গীত করিলে বড় মিষ্ট লাগে। আমায় বড় মিষ্ট লাগিয়াছে—আপনিই কি উহার রচয়িতা ?" তিনি অতি নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা—উহা আমরাই রচিত বটে—কিন্তু যত ভাল করিয়া গাইবার ইচ্ছা, তত ভাল করিয়া গাইতে পারি না ত। আপনার নাম কি ? কোথায় আসা হইয়াছে ?' আমার নাম বলিলাম—যাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলাম তাহাও বলিলাম। গায়ক কহিলেন, "মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, আপনার নিবাস কোথায় ?" আমার নিবাসও বলিলাম।

আমাদের কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে আর একটী বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছিল—তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তিনি আমাদের অক্ষয় বাবু! কহিলাম—"কি হে অক্ষয়! তুমি কি এখানে আছ ?" অক্ষয়, "জয় বাবু নাকি" বলিয়া সাদরে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর তোমার কথা—তোমার ও আমার পরিবারবর্গের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার কথাও কহিল। অক্ষয়ের এখন বেস হইয়াছে; অক্ষয় এখানকার মুনসেফ, দশজনের মধ্যে মান্য-গণ্য, সকলেরই সহিত বন্ধুতা।

অক্ষয় আমাকে আর আর বাবুদের সহিত আলাপ করাইয়া দিল। শুনিয়া আহ্লাদিত হইবে,—"যমুনা-লহরী" আর কাহার রচনা—আমাদের রবিন্দের রচনা!—রবিন্দ—সেই যে বারাণসীতে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করিতেন—মনে পড়ে কি? কাশী ছাড়িয়া রবিন্দ এখন এখানে আসিয়াছেন।

আমি যাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে ছিলাম, তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া অক্ষয় আমায় তাহার বাটীতে অনিয়াছে। এখানে যে কয়টী ভদ্রলোক আছেন, তাঁহারা অতি সংস্বভাব, উদার—পরস্পরের ভ্রাতৃ-ভাবে সকলে বড়ই সুখে আছেন।

ইতি মধ্যে সিকরি ফতেপুর দেখিতে গিয়াছিলাম, আগ্রা হইতে সিকরি প্রায় ১০—১১ মাইল। ঘোড়ার গাড়ীতে দুই ঘণ্টার মধ্যে গিয়া পঁহুছিলাম; সেই খানের একজন লোক দেখাইয়া শুনাইয়া দিবে বলিয়া আমার সঙ্গে চলিল।

রাজবাটীর উত্তর দিকে একটী বটতলা হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবেশ করিলাম। বড় ফাটক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দুইদিকে ইটের ও পাথরের স্তুপ। সাথী একবার এদিকে একবার অন্য দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিল—'ঐটী বাদসাহের আরদালি-খানা, ঐটী দেওয়ান খানা,—ঐটী টাকশাল, ঐটী

অমুক, ঐটী অমুক।' (উর্দ্দুতে কত কি কহিল—মনে নাই) যাহা যাহা দেখাইল তাহার কিছুই নাই, কেবল ইটের ও পাথরের রাশি। তাহার পর একটী প্রসস্ত প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে পুরাতন ধরণের ঘর বারান্দা, দক্ষিণ দিকে মধ্যস্থলের ঘরটী বৃহৎ ও তাহার দেওয়ালে পাথরের উপর অনেক রকম কাজ করা। সাথী কহিল—"প্রভাতে কর্ম্মচারীরা বাদসাকে সেলাম করিবার জন্য প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া থাকিত, বাদসা ঐ বৃহৎ ঘরে আসিয়া দর্শন দিতেন ও সেলাম লইতেন।" সেই সেলাম বাটীর দক্ষিণে আকবরের অন্দর মহল। অন্দর-মহলে একটী ছোট পুষ্করিণী আছে, উহার উপর দিয়া পারাপার হইবার পথ। দুই পথের সঙ্গম স্থলটি বৃহৎ, সেখানে দাড়াইয়া দেখিলে বোধ হয় যে, চারিটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী পাশাপাশি নির্ম্মিত হইয়াছে—বাস্তবিক তাহা নহে। সন্ধ্যার সময় আকবর ঐ মধ্যস্থলে বসিয়া বেগমদিগকে জলে নামাইয়া দিতেন—তাহাদের, ও কখন কখন তাহাদের সহিত খোজাদিগের, জলক্রীড়া দেখিতেন। পুষ্করিণীর উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে এখনও দুই বেগমের দুইটী বাড়ী রহিয়াছে। পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকেই লুকচুরি খেলিবার ঘর। উহার ভিতর আলো মাত্র নাই—পাথরের থামের উপর

ছাদ,—সম্মুখে যা কিছু আলোক আছে। উহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে পারি নাই। উহাতে প্রবেশ করিতে আশঙ্কা বোধ হইল। পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে ক্রীড়া-বাটী অর্থাৎ পাশা খেলিবার স্থান।

বল দেখি উহা কিরূপ স্থান? তুমি অনুমানে কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারিবে না। ছাতুবাবুর মাঠের মত একটী বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ—উহার পার্শে এখনও ঘর বাড়ী রহিয়াছে। ঐ প্রাঙ্গণে দেড় হাত করিয়া চতুষ্কোণ সাদা ও লাল পাথরের বৃহৎ ছক নির্ম্মিত—মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ মার্বল (marble)। ঐ চৌক ঘরে ঘরে গিল্টিকরা চৌকিতে বেগমেরা গুটী হইতেন—বাদসা ও মন্ত্রী পাশা খেলিতেন। গুটী চালিতে হইলে বাদসা বেগমদিগকে কোলে করিয়া নড়াইয় দিতেন। এরূপ পাশা খেলা কোথাও শুনিয়াছ কি?

লুকচুরি খেলিবার ঘরেরা পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে আক্‌বরের গুরুর বাটী, সেখানে গুরুর কবর রহিয়াছে। গুরুর বাটী শ্বেত পাথর নির্ম্মিত। নেওয়াজ পড়িবার স্থানটী অতি চমৎকার—মসজিদ, প্রাঙ্গণ, আর ঘর গুলি পরিষ্কার ঝক ঝক করিতেছে। যেন উহা এখনও পরিত্যক্ত নহে।

গুরুর বাটীর পূর্ব্ব দিকে একটী প্রাসাদ ও গভীর

কূপ। গ্রীষ্মকালে উচ্চ প্রাসাদের উপর হইতে উহাতে পড়িয়া কত লোক পুরস্কার পাইত। ইহার পরই ময়-দান; তাহার কিয়দ্দূরে প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

পাশা খেলিবার প্রাঙ্গনের পশ্চিম দিকেই বাদ-সাহের আদালত—একটী বৃহৎ গম্বুজ তিনতালা; মধ্যে গোল সিঁড়ি। সর্ব্বোপরের স্তবকে বাদসাহ ও মন্ত্রী বসিতেন—তাহার নীচে, উকিল মুক্তার ইত্যাদি, তাহার নীচে প্রজা থাকিত। এই বিচার স্থলের পর ক্ষেত্র পড়িয়া আছে; তাহাতে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর কবর দেখিলাম। ক্লান্তি বশত আর নিকটে গিয়া দেখিতে পারিলাম না।

সাথিকে সন্তুষ্ট করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া আসিলাম।

তাজ ও সিকেন্দ্রা ত অনেকবার দেখিয়াছ, তাহার আর কি উল্লেখ করিব? কেল্লার ভিতর 'শীশমহলে' প্রবেশ করিয়া মনে মনে হইয়াছিল—'বাদসাহেরা হামাম (স্নান করিবার স্থান) হইতে স্নান করিয়া শীশ-মহলে প্রবেশ করিত ও সেইখানে গাত্রমার্জ্জন করিত, এবং যে দিকে চাহিত সেই দিকেই স্বীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। আরসি ধরিয়া, বা দুই এক খানা আরসি থাকিলে পাছে সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে হয়—তাই ঘরটী কোটি কোটি আরসিময়!

একক্ষণে তোমার পত্র সম্বন্ধে লিখিতেছি ;—তুমি যাহা লিখিয়াছিলে তাহা সত্য। রাত্রি থাকিতে ক্ষত্রিয় ও বণিক কুলকামিনীরা যমুনা-স্নান করিতে গিয়া যমুনাতীরস্থিত সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে অনেক পাপাচার করিয়া থাকে, একথা যথার্থ।

আমাদের দেশে ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজার মত এখানে নানকের মতে কর্ত্তাভজা চলিতেছে। বোধ-হয় তাহার বিষয় তুমি কিছু জান না—সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। স্বামী উপাধিধারী একজন পুরুষ পুষ্পাসনে বসিয়া থাকেন। যুবতী কুলকামি-নীরা তাঁহাকে ফুলের মালা পরাইয়া দেয়, চন্দন মাখাইয়া দেয়, ফুলের পাখায় বাতাস করে, ফুলের গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া সেবন করায়, ফুলময় সকলই, তাহারা আপনারাও ফুলের সাজে বিবিধ রকম সাজিয়া থাকে! কেহ সখি—কেহ সেবিকা (বৈষ্ণবী, বলিতেছি না—কারণ তাহার বিষয় বিশেষ অবগত নহি)—কেহ পা টিপিতে থাকে—কেহ আহার করাইয়া দেয়। স্বামীর উচ্ছিষ্ট দূরে থাকুক, থুথু সেবন করাই সকলের (Matriculation) প্রথম পরীক্ষা। উক্ত রমণীগণের পুরুষ আত্মীয়গণ করযোড়ে দূরে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারা আজ্ঞাবহভৃত্য স্বরূপ। শুক্রবারে স্বামীর উৎসব হয়। সকলের মুখে 'রাধা-

স্বামী, রাধাস্বামী'! বাদ্য সহ সঙ্গীত হইয়া থাকে। রাধা কে দেখি নাই।

বর্ত্তমান স্বামী বৃদ্ধ, খঞ্জ,—মনুষ্যবাহনে যমুনা স্নান করিতে যান। আগ্রার একজন বড়লোক তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়ায়—তাঁহার বেতন অন্যূন ৫০০৲ টাকা! বেতন সমস্ত আনিয়া স্বামীর পদতলে রাখিয়া দেন, স্বামী তাঁহাকে দয়া করিয়া কিয়দংশ দিয়া নিজের সেবার জন্য অবশিষ্ট সমুদায় রাখেন। সকলে বলে—সেই বড়লোকের যা কিছু সেই স্বামীর কৃপায়—তাই তাঁহার স্বামীর প্রতি এত ভক্তি! কি জানি!

এমনি অপদার্থ বঙ্গবাসী—যেখানে থাকিবে সেই-খানেই দলাদলি! দলাদলিতে এখানে একজন সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি একটী হাত ভাঙ্গিয়া শয্যাগত হইয়াছেন!

অল্পদিন হইল—এখানে একটী বড় গর্হিত কাজ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের একজন ভদ্রলোক দেশে আপনার পত্নীকে আঁটিতে পারিতেন না, তাই সঙ্গে করিয়া দেশে দেশে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। দিনকত হইল এইখানে আসিয়া ছিলেন,—জেনানা মিসন ইহার গন্ধ পাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিবির আনাগনায় বউঠাকুরাণীর বিবি হইতে সাধ হইল। হাসির কথা—বউঠাকুরাণীর তখন বয়স যতই হউক—তিনি সাত, আটটী ছেলের মা! বিবির ভজানতে

সুফল ফলিল। বউ আগে হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। একদিন দুই প্রহরের সময় বাবু বাড়ীতে নাই; সেই অবসরে বউ বাটীর বাহির হইয়া পাদরির আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন—আর কে পায়? বাবু টের পাইয়া আর কি করিবেন, ছেলে কয়েকটীর হাত ধরিয়া স্থানান্তর হইলেন। বউটী বিবি হইলেন—যিশুকে পাইয়াছেন—আর কত কি পাইয়াছেন!

ভাই—একটী স্ত্রীলোকের গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছি। মন্দ ভাবিওনা—কোথায় ও কেমন অবস্থায় শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি। প্রভাতে, যেমন বেড়াইতে যাই সেইরূপ, বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাটী ফিরিবার সময় (তখন রৌদ্র উঠে নাই) ত্রীপোলী (বাজার) জনাকীর্ণ দেখিলাম। কি ব্যাপার দেখিতে ইচ্ছা হইল—নিকটে গিয়া দেখিলাম একজন শেঠের বাটীতে বাইনাচ হইতেছে। দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। এখনকার নাচ বাঁধা নাচ, এক-দুই তিন-চার, ফাঁক। যে নাচিতেছিল সে দেখিতে পরিপাটী, তাহার বয়স ১৩। ১৪ হইবে। ভৈরবীতে চাঁছাগলায় গীত ধরিয়াছে, 'কর্ বটিয়া লেনে দে—কর্ বটিয়া লেনে দে।' ঐ গান সেবার কলিকাতায় রাজাবাবুদের বাটীতে শুনিয়াছিলাম, আরও কতবার শুনি-

য়াছি কিন্তু এমন মিষ্ট লাগে নাই। বলিতে কি—দুই এক বার মুখভঙ্গিসহকারে কাতরস্বরে 'করবটিয়া লেনে দে' বলাতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে তাহার নাগরের কান মলিয়া দিই—যেন সে তাহার সেই সুখদ সুষুপ্তির আবেশটুকুতে আর বিঘ্ন না দেয়।

যাক—পেঁচারামের এখনও কোন সংবাদ পাই নাই।—ইতি

চতুর্থ চিঠি।

ভাই বামন,

আগ্রায় পঁহুছিয়া লাবণ্যকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তোমাকে পত্র লিখিবার পরই তাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম, 'ভূপতির কঠিন পীড়া হইয়াছে।' তাই মথুরা বৃন্দাবন না গিয়াই এখানে (আজমীরে) আসিয়াছি। ঈশ্বর প্রসাদে ভূপতি আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

আমি পুষ্কর দেখিতে গিয়াছিলাম। বাল্যকালে পিতার সঙ্গে আর একবার গিয়াছিলাম; তখন এখনকার মত সুগম পথ ছিলনা। চারিদিকে পাহাড়, তাহার মধ্য দিয়া সুঁড়ী রাস্তা—রাস্তায় ব্যাঘ্রের বড় দৌরাত্ম্য, তাই রিবল সাহেব স্থানে স্থানে বাঘ ধরিবার ফাঁদ পাতিয়াছে। অনেক বাঘ মারাও পড়িয়াছে।

পুষ্কর যোগ-সাধনের স্থান বটে, নির্জ্জন—নিস্তব্ধ—বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা নাই—প্রকৃতি পুষ্করের প্রতি প্রসন্ন। পুষ্করিণী-তটে বসিলে বোধ হয় যেন বিধাতা চারিদিগে পাহাড় তুলিয়া সেই স্থানটীকে কলরব পরিপূর্ণ জগৎ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন, এবং যোগীর উপযোগী করিয়াছেন। যিনি দেখেন নাই, তিনি একবার আসিয়া দেখুন। কাল্পনিক চিত্রে বা পরের মুখে পুষ্করের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না।

পুষ্কর যোগীর নিকেতন। তুমি যখন আসিয়াছিলে তখন কি কোন মহাত্মার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তাহইলে ত বলিতে—বোধ করি কাহাকেও দেখ নাই—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিলাম সাবিত্রী পাহাড়ে একজন মহাপুরুষ অবস্থিতি করেন। তিনি প্রতিদিন একস্থানে থাকেন না, পাহাড়ে পাহাড়ে বিচরণ করিয়া বেড়ান। তৎসম্বন্ধে কতকগুলি আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম।

এখানে ননিলাল বসু একজন মহাশয় ব্যক্তি। দশজনকে তাঁহার অন্নদান করা আছে, আর সকলের নিকট তাঁহার যথেষ্ট নাম সম্ভ্রম আছে। তাঁহার পুরোহিত আমাকে যোগীর কথা বলিয়াছেন—তোমায় লিখিতেছি।

ননিবাবুর পুরোহিত তান্ত্রিক, এক প্রকার আশ্রম-

ত্যাগী—পুকুরে গিয়া প্রায়ই মন্ত্র সাধন করেন। একদিন তিনি কোন উৎকট মন্ত্র সাধন জন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণতীরে রাজবাটীর ভিতর জপ করিতেছিলেন। জপের কিয়দংশ বাকি ছিল—বেলা তখন অপরাহ্ণ হইয়াছে। দুইটী অতি বৃহৎকায় কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর আসিয়া হোমের সামগ্রী নষ্ট করিবার উপক্রম করিল। তিনি ভাবিলেন উহারা প্রকৃত কুক্কুর নহে—বিভীষিকা মাত্র—মন্ত্রসাধনে অনেক বিভীষিকা দেখিতে হয়। অনতিবিলম্বে কুক্কুর অন্তর্ধান হইয়া একটা বৃহৎ বৃষ আসিয়া উপস্থিত হইল; তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন উহা বিভীষিকাই বটে, সুতরাং কোন প্রকারে উদ্বিগ্ন হইয়া জপে ভঙ্গ দিলেন না। এমন সময় একজন দীর্ঘকায় পুরুষ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার পরিধানে একখানি ছোট, মলিন বস্ত্র, (কিসের তাহা বুঝিতে পারিলেন না) গাত্রে ছাইমাখা, হাতে একগাছি লাটী, গলায় ছড়া কয়েক রুদ্রাক্ষের মালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ। তিনি উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কেঁউ বেটা কুছ হেয়?" পুরোহিত মহাশয় উত্তর করিলেন না। পুরুষ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পুনঃ উত্তর না পাইয়া আপনা আপনি কহিলেন, "তোম্‌সে ব্রহ্মমন্ত্র সাধন হোনেকি নেহি, কেঁউ বেটা দিক্ হোতে হো।" যাহা হউক, আর না হউক, ব্রাহ্মণের জপে বিঘ্ন ঘটিল।

তাঁহাকে ক্ষুণ্নমন দেখিয়া পুরুষ কহিলেন, "বেটা শোচ মৎ কর্, আজ না হুয়া ত কেয়া হুয়া, ফের্ হোগা; এক কাম করিও, হামারা পাশ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিও, বাতায় দেংগে।" পুরুষ আপনার স্থান বলিয়া দিলেন।

পরদিন পুরোহিত পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরেই, পশ্চাৎ হইতে "আয়া বেটা" বলিয়া যোগী উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত মহাশয় কথার ছলে ব্রহ্মমন্ত্র সাধন বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। বৃত্তান্ত শুনা শেষ হইলে সফলতা দেখিতে চাহিলেন। নিকটে কতকগুলা কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, পুরুষ একটু মৃত্তিকা লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই কাষ্ঠের উপর ফেলিয়া দিলেন— কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিল—পুরোহিত মহাশয় তাহার উত্তাপে নিকটে দাঁড়াইতে পারিলেন না, কিন্তু পুরুষ সেই প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যদিয়া চলিয়া গেলেন! তাহার পর পুরুষ সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন!

ব্রাহ্মণ অনেক অপেক্ষা করিলেন—আর সেই মহা-পুরুষের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। আরও দুই চারিজন সম্ভ্রান্ত লোকের মুখে শুনিলাম পুরোহিতের কথা মিথ্যা নহে; এখন তোমার আমার বিশ্বাস।

গত রাত্রে বৃদ্ধমল শেঠের বাটীতে আমার নিমন্ত্রণ

ছিল। বৃদ্ধমল আমাকে কখন দেখে নাই। তবে ভূপতির সহিত তাহার বড় আত্মীয়তা। আমি এখানে আসিয়াছি শুনিয়া আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল, তাই গিয়াছিলাম।

যাইবার পূর্ব্বে লাবণ্য এক শিশি আতর আনিয়া আমার কাপড়ে মাখাইয়া দিল। কহিল—'বাবা শেঠের বাড়ী যাইবেন একটু আতর লয়ে যান, এখানে আতরের ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত'। মায়ের কথা শুনিতে হইল। আতর স্পর্শ করিলাম—কি উৎকৃষ্ট আতর! কলিকাতায় তাহার ভরি ২০। ২৫ টাকার কম নহে, এখানে ৮ টাকায় পাওয়া যায়। শুনিতে পাই এখানে ৮০ ৲ টাকা ভরির আতর পাওয়া যায়।

শেঠের বাটীতে পঁহুছিয়া দেখিলাম প্রাঙ্গনে নাচ হইতেছে—অনেক লোক সমবেত। পাছে কেহ আমাকে চিনিতে না পারে এই আশঙ্কায় ভূপতি আমার অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, যাইবা মাত্র আমাকে বৃদ্ধমলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। বৃদ্ধমল আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইল।

বল দেখি সে কিসের নাচ দেখিয়াছি? বাইনাচ, খেম্‌টানাচ, ভাঁড়ের নাচ নহে; ঘোড়ার নাচ, পুতুল নাচ—তাও নয়। কুলকামিনীর নাচ! মাড়োয়ারে

শুভকার্য্য উপলক্ষে গৃহস্থ কামিনীরা নৃত্য করিয়া থাকে; সেই নাচ হইতেছিল, তাহাই দেখিয়াছি। বলিবে তাহারা আবার নাচিতে কি জানে? এমন কথা বলিও না—তাহাদের ন্যায় নাচিতে হইলে আমাদের বাইজীদের দম বাহির হইয়া যায়। সে নাচের পদ্ধতি খালি হাত দোলান নহে, অশ্লীল ভাবভঙ্গী নহে, এক দুই তিন ফাঁক্ নহে। তাহাতে কৌশল আছে, বলের প্রয়োজন আছে, শিক্ষা ব্যতীত সে নাচ নাচিবার যো নাই। অবগুণ্ঠনবতী তালে তালে এক একটী করিয়া শরীরের সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ করিতে থাকে, কখন বা গিরোবাজ পায়রার ন্যায় উল্টাইয়া পড়িতে থাকে, তাহারই মধ্যে উঠিতে ও বসিতে থাকে, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে আত্মীয় স্বজনের নিকটে গিয়া পাত্র বিশেষে ইঙ্গিতে বা অঙ্গভঙ্গিতে প্রণিপাত বা আশীর্ব্বাদ বা রঙ্গচ্ছলে মুখচুম্বন করিতে থাকে। একটী যুবতী বৃদ্ধমলের সম্মুখে নাচিতে ছিল, বৃদ্ধমল আমাকে বলিয়াছিল সে রমণী তাহার পুত্রবধূ। সে আসিয়া বৃদ্ধমলকে প্রণিপাত করিয়া গেল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটী বয়স্থা আসিয়া ইসারায় বৃদ্ধমলের মুখচুম্বন করিল। এ কামিনী বৃদ্ধমলের বিহান। বৃদ্ধমল তাহাকে কহিল "ইঁয়াজি বিহান জি! বাবুসাহেব হামরা বড় দোস্ত।" বিহান জি আমারও

সহিত আলগোছে রহস্য করিয়া গেলেন। এই রূপে নাচ চতুর্দ্দিকে চলিতেছিল। অনেক রাত্রি হইল বলিয়া আমাকে চলিয়া আসিতে হইল, সুতরাং আমি শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

এ প্রদেশে কুলবতীরা মঙ্গল কার্য্য উপলক্ষে যখন তখন গান গাইতে গাইতে পথে যাতায়াত করে।

এখানে বিবাহে 'তোরণ মার' প্রথা আছে। অর্থাৎ বর অশ্বারোহণে আসিয়া ফাটক বিদার করত কুমারীর পাণিগ্রহণ করে। পূর্ব্বে রাজপুতানায় অস্ত্র শিক্ষা এত প্রচলিত ছিল যে, অস্ত্রধারী না হইলে কাহারও বিবাহ হইত না। সেই প্রথা অনুসারে এখনও 'তোরণ মার' প্রচলিত রহিয়াছে।

আগামী কল্য সামর (সাকম্বর) দেখিতে যাইব মানস করিয়াছি।—ইতি

পঞ্চম চিঠি।

একহৃদয় বামন!

আজ তোমাকে শাম্ভর (শাকম্ভরের) বৃত্তান্ত বলিব। বিস্তীর্ণ মরুমধ্যে একটী বৃহৎ হ্রদ, দীর্ঘে প্রায় বারো ক্রোশ, ও প্রস্থে প্রায় এক ক্রোশ। ইহার পশ্চিম উত্তর হইতে পূর্ব্ব উত্তর পর্য্যন্ত পাহাড় শ্রেণী,

দক্ষিণদিকে মরু ও মাঝে মাঝে সামান্য শস্য ক্ষেত্র, ও দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে শাম্ভর বা শাকম্ভর ক্ষুদ্র নগরী। পূর্ব্বে এ নগরী ছিল না, এ হ্রদও ছিল না। কথিত আছে হ্রদের পূর্ব্বে ঐ স্থানে বিজন বন ছিল। ঐ বনের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে সিরথুয়া নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল।

প্রায় চারিশত বৎসরের কথা বলিতেছি। সিরথুয়ায় সামান্য কৃষক ও গোচারকগণ বাস করিত। গ্রামের সম্মুখে বনের কিঞ্চিৎ ভিতরে একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ তলে কতকগুলি প্রস্তর সাজান থাকিত, গ্রামবাসীরা সময়ে সময়ে উহা পূজা করিতে যাইত। বনের ভিতর আর কোথায় কিছু ছিল কি না, কেহই জানিত না।

মাণিকচাঁদ নামে এক জন চোহান (ছেত্রী) প্রতি দিন ঐ বনে গরু, মহিষ ইত্যাদি চরাইতে যাইত। কিছুদিন অতীত হইলে পর, একটা ছাবলী গরু বাটীতে আসিয়া দুধ দেওয়া বন্ধ করিল। মাণিকচাঁদের দুর্দ্দান্ত স্বভাবা এক পিতামহী ছিল। মাণিকচাঁদ দুধ চুরি করিয়া খায় ভাবিয়া তাহাকে তাহার পিতামহী ভৎসনা ও তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। মাণিক দুধের কথা কিছুই জানেনা সুতরাং কিছুই বলিতে পারিল না। ক্রমে তাহার পিতামহী দুধ না পাইয়া আর রাগ সম্বরণ করিতে পারিল না, একদিন মাণিককে

অত্যন্ত প্রহার করিল। মাণিকের মনে বড় দুঃখ হইল, সে পরদিন গরু লইয়া চলিতে চলিতে প্রতিজ্ঞা করিল যে, দুধ কোথায় যায় দেখিব। সুতরাং আর সব গরু মহিষ ছাড়িয়া দিয়া সেই ছাবলীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বনের মধ্যে অনেক দূর আসিয়াছে; কত-দূর আসিয়াছে সে তাহা জানে না, এমন সময় দেখিল সম্মুখে একটী পাহাড়, গরু গিয়া সেই পাহাড়ে উঠিয়াছে, সেও গরুর পাছু পাছু উঠিল। গরু গিয়া একটী গাছের তলায় দাঁড়াইল, মাণিকও তাহার পার্শ্বে একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। কোথা হইতে একজন জটাধারী আসিয়া গাভীর বাঁটের নীচে কমণ্ডলু রাখিয়া দিল। বাঁট হইতে আপনা আপনি দুধ বহিয়া পড়িতে লাগিল। কমণ্ডলু পরিপূর্ণ হইলেই গাভী ফিরিয়া গেল। জটাধারী আপনার মুখ হইতে একটী গুটিকা বাহির করিয়া মাটীতে রাখিয়া দিল ও সেই দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে মাণিক হাত বাড়াইয়া সেই গুটিকা তুলিয়া লইল। গুটিকা হাতে করিয়াই মাণিক অবাক হইয়া গেল, তাহাতে সে যেন কত কি বিচিত্র দেখিতে পাইল, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সে তাহা রাখিয়া দিতে গেল। জটাধারীর দুধ পান করা হইয়া গেলে, সে দেখিতে পাইল, ও মাণিককে কহিল "রাখিতে হইবেনা, তুমি লও।' মাণিক একে ভীত,

তাহাতে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'না বাবাঠাকুর, আমার উহাতে প্রয়োজন নাই।' সে তখনও কাঁপিতে লাগিল। জটাধারী মাণিকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিল, 'তবে তুমি আমার সঙ্গে আইস।' মাণিক জটাধারীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কিয়দ্দূর আসিয়াই জটাধারী কহিল, 'এই-খানে একটু অবস্থিতি কর, মহাশক্তি তোমাকে বর দিবেন।' জটাধারী অন্তর্দ্ধান হইল। মাণিক অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিল বর্গভীমা-রূপিণী মহাশক্তির মত এক দেবীরূপ আবির্ভূতা হইয়াছেন—আবার তখনই সেই মূর্ত্তি সম্মুখের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর-স্বরে, 'ঐ ঘোড়া আসিতেছে, উহাতে আরোহণ করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, দেখিও যেন পাছু পানে চাহিওনা' এই কথা বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মাণিক দেখিল সত্য সত্যই এক কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে তাহাতে আরোহণ করিয়া সেই মূর্ত্তির পাছু পাঁছু চলিল। মূর্ত্তি ক্রমে অতি দ্রুতগামী হইল, মাণিক ঘোড়া ছুটাইল, তথাপি মূর্ত্তির নিকটস্থ হইতে পারিল না; এমন সময় মুর্ত্তি অদৃশ্য হইল। মাণিক ঘোড়া আরও ছুটাইল, একে অরণ্য, তাহাতে কোথায় আসিয়াছে, কতদূর আসিয়াছে তাহা জানেনা, তাহাতে আবার সে মুর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইল এই ভাবিতেছিল। অন্যমনস্কতা

বশতঃ তাহার পাগড়ী একটী বৃক্ষ শাখায় লাগিয়া খসিয়া পড়িল। মাড়ওয়ারী বা রাজপুতদিগের পাগড়ী খসিয়া পড়া অত্যন্ত অলক্ষণ, সুধু তাই নহে, পাগড়ী খসিয়া পড়িলেই প্রাণের ভিতর ছাঁত করিয়া উঠে, শতকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়াও শিরে তখনি পাগড়ী তুলিয়া লয়। মানিক সেই দেবী আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া পাগড়ীর জন্য যেমন পাছুপানে চাহিয়াছে, অমনি তাহার ঘোড়া থর থর করিয়া পড়িয়া গেল; কোথায় গেল সে দেখিতে পাইল না। (এই স্থানটীর নাম আশাপূরা হইয়াছে।) মানিক থতমত খাইল; সেই বিহ্বল অবস্থায় পাগড়ী তুলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সিরথুয়ার দিকে ফিরিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সে অরণ্য নাই, গাছপালা নাই, বহুদূর পর্য্যন্ত সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকারে যেন কি ধপ্ ধপ্ করিতেছে, সে তাহা ভাল করিয়া দেখিল না, গ্রামে আসিয়া পিতামহীর ভয়ে একজন প্রতিবাসীর বাটীতে রাত্রি কাটাইল।

প্রভাত হইয়াছে, অন্যদিন লোকজনেরা যেমন মুখহাত ধুইতে বনে যাইত, আজও সেইরূপ গেল, কিন্তু সে বন কোথা? দেখিল, বিস্তীর্ণ তৃণহীন শুভ্রবর্ণ ক্ষেত্র;—দেখিয়া সকলেই অবাক, সেই শ্বেতবর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি হইয়াছে! ক্রমে দুই একজন উহা খনন করিয়া দেখিল,

উহা রৌপ্য। রূপা জানিতে পারিয়া যে যাহা পারিল খুঁড়িয়া লইয়া যাইতে লাগিল, ক্রমে আপনা আপনার মধ্যে মারামারী, কাটাকাটী পড়িয়া গেল, তখন গ্রামের মোড়ল লড়াই থামাইতে চেষ্টা পাইল, তাহাতে নিষ্ফল হইয়া, কে ঐ রজত ক্ষেত্রের বিষয় জানে তাহার অন্বেষণে চারিদিকে লোক পাঠাইল। প্রেরিত দূতের একজনের সঙ্গে মাণিকের আলাপ ছিল, সে ব্যক্তি জানিত যে মাণিক রাত্রিকালে বন দিয়া আসিয়াছিল; সে যাহা জানিত বলিল, আর মাণিক কোথায় আছে তাহাও বলিয়া দিল। তখন গ্রাম সুদ্ধ লোকে মাণিকের নিকট উপস্থিত হইল, মোড়ল তাহার পায়ে গিয়া পাগড়ী রাখিতে উদ্যত হইলে মাণিক যাহা জানিত আদ্যোপান্ত কহিল। 'তবেত রূপার ক্ষেত্র' বলিয়া অপরাপর অনেকে নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্তু মোড়ল কাঁদিতে কাঁদিতে মাণিকের দুটী হাতে ধরিয়া আড়ালে লইয়া গিয়া কহিল, 'বাবা! সর্ব্বনাশ করেছ, কেন এমন বর লইলে, এখনি বাদ-সাহ শুনিতে পাইলে রূপা চুরির দাবিতে গ্রামসুদ্ধ লোকের প্রাণ বিনাশ করিবে; তুমি আবার দেবীর নিকট যাও, তাঁহার বর ফিরিয়া লইতে বল গিয়া।' মাণিক দেখিল, সেই অল্পকাল মধ্যেই কয়েকটা খুণ হইয়া গিয়াছে। দেবীর দর্শন কোথায় পাইবে ভাবিতে

ভাবিতে মাণিক সেই দিকে চলিল। যেস্থানে দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন সেইখানে যাইতেই সেই শক্তি-মূর্ত্তি আসিয়া সাক্ষাৎ দিলেন, আর মাণিকের মুখে কথা না ফুটিতে ফুটিতেই ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বৎস, আবার এখানে কেন? আমি তোমাকে ত রজত খনি দিয়াছি, আবার এখানে কেন?' মাণিক থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, 'উহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে।' কথা শেষ হইতে না হইতেই দেবী কহিলেন, 'বুঝিয়াছি, তোমরা আমার প্রদত্ত ধনরক্ষণে অসমর্থ; যাহা হইক আমার বর বৃথা হইবার নহে, মাণিক তুমি ফিরিয়া যাও, আমি পাকারূপাকে কাঁচা রূপা করিয়া দিতেছি।' দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন বেলা ১ প্রহর হয় নাই, মাণিক গ্রামের দিকে চাহিয়া দেখিল সূর্য্য রশ্মিতে তরল জলের সুন্দর ঢেউ খেলাইতেছে; যেস্থানে সে দেবীর সহিত কথা কহিতেছিল সেই স্থানটী যেন উচ্চ পাহাড়ের ন্যায় হইয়াছে ও যেন দ্বীপাকারে জলে ভাসিতেছে; আর আশ্চর্য্য দেখিল, তাহার তীরে আসিবার জন্য অল্প প্রসস্ত একটী পথ রহিয়াছে। মাণিক সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিল, দেশের দাঙ্গা মিটিয়া গেল।

সিরথুয়ার ঘরওয়া লড়াই থামিল, কিন্তু 'কাঁচা রূপার (কাঁচা চাঁদির)' অর্থ কেহ বুঝিলনা।

বহুকাল পরে মুরসুদাবাদের একজন সুবা (ধনপৎ জী) পুষ্কর যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন হ্রদের জলে কাঁচের দানা দানা মত কি ডুবিয়া আছে, আস্বাদে বুঝিতে পারিলেন উহা লবণ; তখন সিরথুয়া বাসেন্দাগণকে ডাকিয়া হ্রদের ইতিহাস বুঝাইয়া দিলেন—উহা লবণ হ্রদ। তাহারা বাদসাহকে আরজী করিয়া ধনপৎজীকে সেই স্থানের সুবাদার করিয়া লইল। ধনপৎজী দ্বারা হ্রদ হইতে লবণ উঠিতে লাগিল। একমণ লবণ তুলিতে একপয়সারও কম পড়িল, তখন সকলে কাঁচা চাঁদির অর্থ বুঝিতে পারিল। ধনপৎজী সামর নগর প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার বংশাবলী এখনও সামরে চলিয়া আসিতেছে।

কিছুকাল পরে বাদসাহের সহিত, জয়পুর ও যোধপুরের মহারাজদিগের লড়াই হয়, সেই লড়ায়ে মাহারাজরা হ্রদটী আপনাদিগের হস্তগত করিয়া লন। হ্রদে ঐ দুই রাজার অংশ আছে।

লর্ড মেওর সময় গবর্ণমেণ্ট হ্রদটী একবারে ইজারা করিয়া লইয়াছিলেন—এখন উহা গবর্ণমেণ্টের রহিয়াছে। *

* এখন ঐ হ্রদের উপর দিয়া রেলওয়ে হইয়াছে, ঐ রেলে এ পারের মাল ও পারে, এবং ওপারের মাল এপারে সহজে আমদানি রপ্তানি হইতেছে। আবার Customs Line তুলিয়া দিয়া শাম্বর হইতে একবারে আড়তে আড়তে ব্যাপারির নিকট মাল পাঠাইতেছে। আজকাল গবর্ণমেন্ট বাৎসিরক উহাতে ক্রোর টাকা আয়ের উপায় করিয়াছেন।

উল্লিখিত পাহাড়ের নাম মাতাজীর পাহাড়। মাতাজী (বর্গভীমা) এইখানে শাকম্বরী নামে বিখ্যাত—দুর্ভিক্ষে শাক বিতরণ করিয়া শাকম্বরী হইয়াছেন। সামরবাসীরা প্রতিবৎসর ভাদ্র মাসে মাতাজীর পূজা উপলক্ষে ঐ পাহাড়ে সমবেত হয়—অনেক ধুমধাম হয়।

এখন হ্রদের বিবরণ ও উহাতে কেমন করিয়া লবণ প্রস্তুত হয় তাহা বলিতেছি।

হ্রদে সকল সময় জল থাকে না—উহা গভীর নয়। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে তিন চারি ও মাতাজীর পাহাড়ের নিকট পাঁচ ছয় হাত জল হইয়া থাকে। জলের আস্বাদ তিক্ত ও নিমকিন্, অত্যন্ত কটু, লালবর্ণ। বর্ষা স্থগিত হইলে জল যখন ঘোর লালবর্ণ হইয়া আইসে, তখন জলে একবার অঙ্গুলি ডুবাইয়া বাতাস বা রৌদ্র লাগিতে দাও, দেখিবে অল্পক্ষণ মধ্যেই আঙ্গুলের গায়ে শ্বেতবর্ণ লবণের ছোপ লাগিয়াছে। ঐ জলে মৎস্য জন্মে না, একপ্রকার পোকা জন্মে। ঐ পোকা খাইবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে কত প্রকার পক্ষী আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাদের মধ্যে এক প্রকার পক্ষী আইসে, তাহাদের আকার ও অবয়ব প্রায় সারসের ন্যায় কিন্তু উহাদের পালকের রং অতি সুন্দর—কতক সাদা, কতক গোলাপী, কতক বা ঘোর

রাঙ্গা। ঝাঁকে ঝাঁকে যখন পাখীর দল আসিয়া জলে ভাসিতে থাকে, দূর হইতে বোধ হয় যেন হ্রদময় গোলাপী কমল বা রক্তকমল ফুটিয়া আছে। ঐ পাখীর পালক নাকি বিলাতে মহামূল্য ও দুষ্প্রাপ্য, মেমেরা পোষাকি টুপিতে দিয়া থাকেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এইখানের একজন কর্ম্মচারী সাহেব ঐ পালক বেচিয়া অনেক টাকা করিয়াছে। যাহা হউক ঐ পাখী শিকার করিতে অনেক লোক একত্রিত হয়েন। পাখীর নাম এদেশের লোকেরা 'নলুয়া' (Flamingoe) কহে।

শীতের আরম্ভেই জল শুকাইতে থাকে, জল শুকাইতে আরম্ভ হইলেই উহার উপর একপ্রকার রাঙ্গা সর পড়িয়া আইসে; ঐ সর ক্রমে পুরু হইলে উহা হইতে কণা কণা খসিয়া নীচে পড়িতে থাকে। জলের ভিতর থাকিয়া কণা সকল ছোট ছোট কাচের মন্দিরাকারে বাড়িতে থাকে। ক্রমে সকল জল শুকাইয়া গেলে বা অল্প জল থাকিতেও উহা তুলিবার মত হয়, কেবল কোদালে করিয়া টানিয়া তুলিলেই হইল। ক্রমে যত রৌদ্রের তাপ বাড়িতে থাকে, কণায় কণায় মিলিয়া এরূপ কঠিন হইয়া যায় যে, তখন কাটিয়া তোলা সুকঠিন হইয়া উঠে। গ্রীষ্মকালে উহা আর তুলিবার যো থাকে না, তখন উহা পাথরের মত হইয়া যায়।

বোধ হয় তখন উহার আস্বাদের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি 'কেয়ারী' অর্থাৎ বাঁধা দীর্ঘিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, উহাতে গভীর জল বাঁধিয়া রাখাতে লবণ চোক (Salt Crystals) অধিক বড় হয়। সুতরাং উহা দামে বিক্রীত হইয়া থাকে। পাকাটীর বা বাখারির কোন একটী আকার গড়িয়া আজ জলে ডুবাইয়া রাখিয়া আইস—দুই চারি দিন পরে তুলিয়া দেখিবে সমস্তটা লবণের গড়ন হইয়া গিয়াছে। এইরূপে অনেকে লবণের বাড়ী, লবণের তাজ, বাটী, গেলাস, ঘটী ইত্যাদি কত কত সৌখীন জিনিষ তৈয়ার করিয়া লয়।

এখানে দুই প্রকার লবণ তৈয়ার হইয়া থাকে, খাস হ্রদের লবণ ও কেয়ারি লবণ। খাস হ্রদের লবণ দুই বর্ণের, অধিকাংশ নীল ও গোলাপী। কেয়ারি লবণ সাদা, গোলাপী ও নীল অল্পভাগ।

নীল (নীলকণ্ঠী) লবণই মাড়ওয়ারে প্রচলিত। স্থানান্তরে ব্যবসার জন্য সাদা ও গোলাপী প্রেরিত হইয়া থাকে।

হ্রদের তীরে প্রায় চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণের পাহাড়—লবণ স্তূপমাত্র। তাহার কোনটীতে ষাট হাজার, কোনটীতে এক লক্ষ, কোনটীতে দুই তিন লক্ষ মন লবণ জমা করা আছে।

আমি হ্রদ দেখিতেছিলাম, এমন সময় একজন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাহেবটী সুপুরুষ—যুবা—অতি ভদ্র। আমাকে বঙ্গবাসী দেখিয়া আমার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর তাঁহার আপিসের গুটিকতক বাবুর নাম করিলেন। আমাদের শ্যামাপদ এখানে আছে জানিতাম না, তাঁহার মুখে শ্যামাপদের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি এখানে কত দিন থাকিব। আমি বলিলাম, 'আমার থাকিবার স্থিরতা নাই'। তিনি আশ্চর্য্য ভাবে কহিলেন, 'তুমি শ্যামাপদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইবে, সে শুনিলে কি বলিবে?' শ্যামের উপর তাঁহার স্নেহভাব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তখন অপ্রতিভ ভাবে কহিলাম, 'অবশ্য দেখা করিয়া যাইব।' তাহার পর সাহেব কলিকাতার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় হইলেন। সাহেবের নাম—

আমি শ্যামাপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আহা, শ্যাম অতি কষ্টে আছে, এখানে ভাল বাড়ী পাওয়া যায় না। একে পাথরের বাড়ী তাহাতে সঙ্কীর্ণ; সুধু শ্যামের বলিয়া নয়, সমস্ত সহরে সেইরূপ। সহর প্রাচীন, লোকের অবস্থা এখন তত ভাল নয়, পূর্ব্বে অনেক ধনী লোক এস্থানে বাস করিত। যাক, শ্যামের কথা বলিতেছিলাম।—শ্যাম আমাকে দেখিয়া,

আমাকে পাইয়া, যে কোথায় রাখিবে, কি করিবে, কিসে আমার ক্লেশ না হয়, ভাবিয়া আহ্লাদের সহিত অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলাম। তাহার বাটীর সম্মুখে একটু খোলা জমি পড়িয়া আছে, সেইখানে একখানা 'চারপায়াতে' (খাটে) বসিলাম। তাহার পর তোমার কথা, তোমার পরিবারের কথা, আমার বাড়ীর কথা, কত কথাবার্ত্তা হইল।

শ্যামের বেতন অল্প—৬০ টাকা মাত্র। অল্প বেতনে তাহার চলে না। আমার মুখে সাহেবের সহিত তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, 'সাহেব যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলে কি হইবে, আমার ভাগ্য মন্দ, মুখের গ্রাস পরে কাড়িয়া লয়।'

শ্যাম পরিবার লইয়া আছে, শ্যামের মাতা আমায় অত্যন্ত যত্ন করিয়া আহার করাইলেন। আহারান্তে আমি শ্যামের এক প্রতিবাসীর বৈটকখানায় গিয়া শয়ন করিলাম। শ্যামের একটী পুত্র ও একটী কন্যা, তাহাদিগকে লইয়া দিনের বেলা বেস কাটিয়া গেল। শ্যাম আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে গ্রামের চতুর্দ্দিক্ দেখিতে গেলাম। কি দেখিব, দেখিবার কিছুই নাই। গ্রামটী ক্ষুদ্র, এক দিকে হ্রদ আর অন্য দিকে পাহাড়ের মত বালুকারাশি, কোথাও দুই এক খানি অতি ক্ষুদ্র বাগান আছে। গ্রামে দুই জমিদারী, জয়পুরী ও

যোধপুরী। হ্রদ দুই রাজার বলিয়া গ্রামও দুই রাজার। তাহার উপর আবার গবর্ণমেণ্ট তৃতীয় রাজা। বন্দোবস্ত অতিবিশ্রী। গ্রামবাসীরা দুইরাজার আইন কানুনে অতি তিতবিরক্ত—তা হইতেই পারে। দুই দিকের কর্ম্মচারীরা 'যথালাভ,' করিতে চেষ্টা পায়, সুতরাং প্রজাপীড়ন হইয়া থাকে। হ্রদ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের একাধিপত্য।

গ্রামে মিউনিসিপেল বন্দোবস্ত কিছু নাই। পথ নাই বলিলেই হয়, যে একটী মাত্র পথ আছে তাহা কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও পাহাড়ের উপর, কোথাও খানার ভিতর, কোথাও অতি সঙ্কীর্ণ, কোথাও ভাঙ্গা—আঁকা বাঁকা অতি বিশ্রী। আবার সেই পথ ময়লায় পরিপূর্ণ। যে গলি গুলি আছে তাহার মধ্য দিয়া বিষ্ঠা মূত্র বহিয়া যাইতেছে। প্রকাশ্যে কি বলিব, সে গুলি নরকের গলি।

এ দেশের আচার সম্বন্ধে আমার কথা শুনিলে তুমি কি মনে করিবে বলিতে পারিনা। শ্রীকৃষ্ণের দোল (হোরী) উপলক্ষে আচার ব্যবহার বড় ভাল নয়! আমাদের দেশে পিচকারী খেলে সত্য, কিন্তু কে কোথায় আপনার যুবতী—পূর্ণ যুবতী—যুবতী পুত্রবধূকে হিদ্বারে বা প্রাঙ্গনে দাঁড় করাইয়া দেয়, যাহাতে আত্মীয় বা পরিচিত পুরুষেরা আসিয়া উহার

সর্ব্বাঙ্গে পিচকারী মারিতে পারে? আবার তাহাই দেখিয়া আহ্লাদে পুরুষগণকে উৎসাহ প্রদান করে! আমি গত হোরী উপলক্ষে দেখিয়াছি, অতি জঘন্য ব্যাপার। এক রমণীকে সেই আর্দ্র বস্ত্রে অন্যূন দশ বার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছি, পিচকারীর জলে তাহার অঙ্গাভরণ খুলিয়া যাইতেছে, তাহারই উপর পিচকারী মারিতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি সেই কুলবধূর চক্ষের উপর মাটীর বা কাঠের কুৎসিৎ আকার ও গঠন দেখাইয়া অম্লানমুখে অশ্রোতব্য গানে পুরুষেরা উন্মত্ত হইতেছে, রমণীবৃন্দ দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছে ও শুনিতেছে, মুখে একটু কাপড় দিতেছে কিন্তু আবার দেখিতেছে। তাহাদের কুপ্রবৃত্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি প্রমাণ হইতে পারে? কি ঘৃণাকর, কি ভয়ানক, কি পাপের চিত্র!

আমি শ্যামাপদের মুখে দেশাচার সম্বন্ধে এই ভয়ানক কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি নাই। শ্যাম আমাকে সন্ধ্যার সময় একটী অট্টালিকার (কেবল সেইটীই বড়) সম্মুখে লইয়া গেল। দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় সেই বাটী হইতে একটী যুবতী বধূ বাহির হইল। তাহার বয়স অন্যূন সপ্তদশ বৎসর হইবে, দেখিতেও সুন্দরী, গড়নও দোহারা, নাভিস্থল কিঞ্চিৎ স্ফীত,—আমাদের দেশে রমণী অন্তঃসত্ত্বা

হইলে যেমন হয়, ঠিক্ তেমন নয়—কিঞ্চিৎ নশ্বর, চলিবার সময় বোধ হইল মাংসপিণ্ড থল্ থল্ করিতেছে। শ্যাম আমাকে কহিল, 'জয়বাবু—ঐ স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া রাখ, উহার স্বামীকে দেখাইব—।' এমন সময় অকস্মাৎ আমাদের পশ্চাতে একটী বালক আসিয়া কহিল, 'শ্যাম বাবু এখানে কেন—ঠাকুরবাড়ীতে চলুন।' শ্যাম অপ্রতিভ ভাবে তাহাকে কহিল, 'এখন ঠাকুরবাড়ী যাইব না—অন্যত্রে যাইব।' সেখান হইতে বিদায় হইয়া আসিতে আসিতে কহিল, 'জয়বাবু—যে বালকটীকে দেখিলে সেই ঐ বধূর স্বামী।' আমি আবাক হইলাম। বালকের বয়স অনুমান করি ত্রয়োদশ বৎসর হইবে। কাছাকাছি দাঁড়াইলে বোধ করি সে তাহার স্ত্রীর কাঁধুড়ী পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে। শুনিলাম তাহার জননী মণ তিনেক মাংসপিণ্ড, বে-ডউল,—বসিলে উঠিতে পারে না, উঠিলে আবার বসিবার সময় কষ্ট পায়। তাহার পিতা কাহিল, সুপুরুষ, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবার ন্যায়। শ্যামাপদ কহিল, সেই বালকের মাতা পিতা একত্রে দাঁড়াইলে তাহাদের সম্বন্ধ কেহই স্থির করিতে পারে না। আর যাহা যাহা বলিল তাহা তোমায় আর কি বলিব—বুঝিতে পারিয়া থাকিবে।

একে বাল্যবিবাহ, তাহাতে অসমান (কখন কখন

অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত অল্প বয়স্ক) পাত্রে কন্যার বিবাহ, বা বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ এখানে বিলক্ষণ প্রচলিত।

এখানকার লোকেরা, (মাড়ওয়ারময় এইরূপ) অতি হীনবল, স্থূলকায়, আফিমপ্রিয়, সুতরাং পৌরুষ বিহীন। স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমী, প্রবলা ও সম্ভোগ-প্রিয়া, সুতরাং পাপাচার পরায়ণা। "বেটী কা বাপ" ইহাদের মধ্যে গালাগাল, কারণ নারী হইতে অনেক উৎপাৎ ঘটিয়া থাকে। ইহাদের আহার যৎ-সামান্য,—যব, বাজরা, জোনারের সামান্য রুটী ও শাক অভাবে চাটনি বা দধি আহারীয়। কেহ কেহ কখন ময়দার (আটার) রুটী খাইয়া থাকে। ইহাদের পরিধেয়, দুই দশজনের ব্যতীত, অত্যন্ত ময়লা—নয় কাঁচা রঙ্গে রং করা—তাহাও প্রাচীনকালের। স্ত্রীলো-কের বেশভুষা সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক হইলে কি হইবে? গায়ের ওড়না, বুকের কাঁচলি, ততোধিক ঘাগরা, উকুনে থুক থুক করিতে থাকে। জল অভাবে বস্ত্র ধোয়া প্রায়ই নাই। একটী ঘাগরা (ওজনে সের পাঁচেক হইবে) হয়ত বিবাহের সময় প্রস্তুত হইয়াছিল, আজ বিশ বৎসর হইয়াছে এখনও পরিত্যজ্য নহে—টুক্‌র টুক্‌র ঝুলরি হইয়াছে তাহাই তোলা আছে, কেহ মরিলে বা অশৌচ অবস্থায় তাহাই পরিধান করিয়া

স্নান করিয়া থাকে। মূত্র ত্যাগ করিয়া জল লওয়া নাই, পরিধেয় ঘাগরায় মুছিয়া রাখে ; গায়ের ময়লা, নাকের ময়লা, আর কি বলিব—ময়লা নামায় সর্ব্ব-মার্জ্জনী ঘাগরায় মুছিয়া রাখে। কখন পার্ব্বণ উপ-লক্ষে ঐ ঘাগরা ধৌত হইয়া থাকে। ওড়নাগুলি কাঁচা রং করা বলিয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার, কাঁচুলি (বক্ষবাস—তাহাও অর্দ্ধেক আচ্ছন্ন) ঘামে ও পথের ধূলমাটীতে চর্ম্মপ্রায় হইয়া যায়—তাহাও পরিত্যজ্য বা প্রক্ষালনীয় নহে।

অলঙ্কার পরিধান করা অত্যন্ত প্রচলিত। যাহার কিছুই নাই—তাহারও অঙ্গে দুই চারিখানা আছে। সাধারণত ধন হইলেই অগ্রে অলঙ্কার। যে সমুদায় রমণীকে জোয়ার বাজরার রুটী, শুধু লবণ ও কাঁচা মূলা শাক দিয়া খাইতে দেখিয়াছি তাহাদেরও অঙ্গে অন্যূন দুই তিন হাজার টাকার অলঙ্কার আছে। আমাদের দেশের ফেসানেবল মেয়েদের মত দায়মন (ডায়মন) কাটা ইহারা বোঝে না।

ইহারা নির্লজ্জ—অপরিষ্কার ত বলিয়াছি। এখানে দেবজানীর (দেবযানী) সরোবরে কখন কখন কেহ কেহ নিত্য স্নান করিতে যায়। সেই তোলা কাপড় পরিয়া যায়—তাহাতে দেবযানীর জলও অপরিষ্কার হইয়া উঠে। একটী একছটাকী লোটায় জল লইয়া হয়ত

একজনের অধিক লোকে জলশৌচ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আইসে, সে লোটা দেখিলে আমাদের ছোট ছোট মেয়েদের খেলাঘরের লোটা বোধ হয়। শুনিয়া অবাক হইবে, কেহ কেহ জলশৌচ করে না, মৃত্তিকা খণ্ডে মার্জ্জন করিয়া চলিয়া আইসে। ইহারা স্ত্রীপুরুষ অবিচারে পথে বসিয়া প্রস্রাব করে, কেহ কাহাকেও দেখিয়া কুণ্ঠিত নয়, বরঞ্চ পুরুষ রমণীকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জা করে, মান রক্ষা করে। যে পথে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে, সেই পথের উপর চারিটি বালি ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন, জ্ঞাতি ভোজন করায়, কাহারও তাহাতে দ্বিধা নাই। জ্ঞাতি বিরোধে স্ত্রীরাই কলহ-কারিণী ; পুরুষকে তাড়াইয়া দিয়া বা আড়াল করিয়া বা আগুয়ান হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়, সে রাবণের চুলি নির্ব্বাণ করে কার সাধ্য! ক্রমান্বয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা কলহ চলিয়াছে শুনিয়াছি।

এখানে যদি রাজপুত না থাকিত, ইহাদিগের দশা দেখিয়া রাজপুতানার প্রাচীন বলবীর্য্যের কথা আমি ত বিশ্বাস করিতাম না।

আমি এখান হইতে 'কোচাওন' গিয়াছিলাম, রাজপুত বংশে বীর আছে দেখিয়াছি। সেইখানের 'ঠাকুরের' (রাজার) একটী প্রপৌত্র, চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, তরবারি দিয়া ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিল। এক-

জন বিখ্যাত সাহেব বন্দুকে বাঘ মারিতে গিয়া ভয়ে থর থর কাঁপিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ঠাকুরও এক হাওদায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বাঘকে মারিয়া সাহেবের প্রাণ রক্ষা করেন।

এখানকার ধর্ম্ম বিবিধ—শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত ইত্যাদি, তৎব্যতিরেকে উলঙ্গ দেবের পূজা করা এক ধর্ম্ম প্রচলিত। বৌদ্ধমতে জৈন ধর্ম্ম অনেকেই যাজন করিয়া থাকে। এ ধর্ম্মে পুরোহিতদিগকে যতি কহে। যতিরা বিবাহ করে না। 'যতির' চরিত্র সম্বন্ধে পারিত পরে লিখিব, এখন এই মাত্র বলিয়া রাখি,—যতির যেমন আত্মা পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা আছে, শারীরিক ব্যাধি দূর করিবারও সেইরূপ শক্তি আছে; তাঁহার ঔষধির প্রতি সকলের দৃঢ় ভক্তি।

যাক, মন্দ কথা কহিয়া চিঠি শেষ করিব না। সাম্বরে গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম ছিল, তাঁহার কন্যা দেবযানী যে স্থলে প্রাণত্যাগ করেন সেই খানে তাঁহার নামে সরোবর রহিয়াছে। দেবযানীর দাসী, পরিণামে সপত্নী শর্ম্মিষ্ঠা রাক্ষসীর বিকাশ, কূপাকারে রক্ষিত আছে। হ্রদের পূর্ব্ব উত্তর কোণে একটী পাহাড়ের উপর যযাতি রাজার রাজধানী ছিল, ঐ পাহাড়ের নাম এখনকার লোকে 'জোমনের' কহে। এখনও সেই পাহাড়ে যযাতির প্রতিষ্ঠিত শক্তি দেবীর মন্দিরের

ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্বর তীর্থ ভূমি বিশেষতঃ যাঁহারা পুষ্কর দর্শনে আইসেন তাঁহাদের পক্ষে, শাকম্ভরী দর্শন, শুক্রাচার্য্য ও দেবযানীর আশ্রম দর্শন পুণ্য কার্য্য বলিতে হইবে।

পেঁচারামের এখনও কোন সংবাদ নাই। ত্বরায় জয়পুর যাইব, এবং হয়ত ঐ যাত্রায় মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিব।

ষষ্ঠ চিঠি।

জয়পুর

ভাই বামন!

পেঁচারাম আসিয়া পঁহুছিয়াছে। ওহে সে পেঁচারাম আর নাই। তাহার শরীরের বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চোখের কোণে কালী পড়িয়াছে, শরীর শীর্ণ হইয়াছে, বর্ণও আর তেমন উজ্জ্বল নাই। তাহাকে কখন চিন্তিত দেখিয়াছিলে কি? আর তাহার সদানন্দ ভাব নাই, সে এখন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, সময় সময় কি ভাবিতে থাকে, সময় সময় তাহার সহিত কথা কহিলে উত্তর দেয় না। ঈশ্বর জানেন, এই অল্প দিনের মধ্যে কেন তাহার চিত্তের ঈদৃশ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে! তাহার বর্ত্তমান দশা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে আমায় উত্তর করিল—বেনারসে

তাহার পীড়া হইয়াছিল, অথচ আমায় কোন সংবাদ দেয় নাই। যাহাই হউক, ভালয় ভালয় তাহাকে লইয়া দেশে পঁহুছিতে পারিলে বাঁচি।

তুমি জয়পুর দেখ নাই, সেবার দেখিয়া যাওয়াই উচিত ছিল। রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর একটী মহানগর। যে প্রণালীতে নগর প্রতিষ্ঠিত তাহাতেই মহারাজের সুরুচি ও বিচক্ষণতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয়, আমাদের যত পরিচিত সহর আছে তাহার মধ্যে এমন সুন্দর নগর আর কোনটিই নহে। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে দেখিলে বোধ হয় জয়পুর পাহাড়ের কোলে বসান রহিয়াছে—পাহাড়ের গা ফুঁড়িয়া যেন বাড়ী ঘর গুলি বাহির হইয়াছে—পাহাড়ের ঢালের সহিত উচু হইতে নিচু নামিয়া আসিতেছে। সুধু তাহাই কেন, সহরের প্রায় চতুর্দ্দিকে পাহাড় শ্রেণী। সহরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, মধ্যে মধ্যে গেট,—অতি বৃহৎ, অতি উচ্চ, কোথায় বা নক্সা করা; নিরূপিত সময়ে ঐ গেট গুলি রুদ্ধ ও খোলা হয়। গেট রুদ্ধ থাকিলে কেহই ভিতরে বা বাহিরে যাইতে পারে না; সহজে প্রাচীর বা সে গেট ভাঙ্গিয়া কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।

পূর্ব্ব দিকে "সঙ্গোনিয়ার গেট,"। "সঙ্গোনিয়ার" এটীক স্থানের নাম—সে স্থানটি জয়পুরের পূর্ব্ব দিকে,

সেই জন্য উহার নাম সঙ্গোনিয়ার গেট। এই প্রকারে দিল্লি, আগ্রা, আজমের ইত্যাদি গেটের নাম হইয়াছে। সঙ্গোনিয়ার গেট ডবল—অর্থাৎ একটা গেটের পর আর একটা। সঙ্গোনিয়ার দিয়া প্রবেশ করিবা মাত্র সম্মুখে একখানি চিত্র রহিয়াছে বোধ হইল। সেখান হইতে পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখিলে প্রকৃতই বোধ হয় যেন কোন সুসজ্জিত নগরের সুপ্রশস্থ রাজপথ-পার্শ্বস্থ অট্টালিকা শোভা সমেত চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। পথটী সুপ্রশস্থ, কলিকাতায় চৌরঙ্গি পথের মত পরিষ্কার, উহার দুই পার্শে ফুট পাথের উপরেই অট্টালিকা শ্রেণী। অট্টালিকা সমুদায় প্রায়ই এক প্রণালীতে নির্ম্মিত, উচ্চে প্রায় সমান, নানা রঙ্গে রং করা, নানা চিত্রে চিত্রিত, নিচু হইতে উচু পর্য্যন্ত সুন্দর ও পরিষ্কার,—দূর হইতে দর্শকের বোধ হইতে পারে যেন কেহ দেশ দেশান্তর হইতে সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ী গুলি আনিয়া পথের ধারে বসাইয়া দিয়াছে। পুষ্করিণীতে জল, জলে শতদল; উদ্যানে পল্লবাচ্ছাদিত তরু, তরু পল্লবে ফুল ফলের ভূষণ; দেখিলে মনোমধ্যে সৌন্দর্য্যের যে ভাব উদিত হয়, এই পথ ও পথের উপর দুই ধারে অট্টালিকার শোভা দেখিয়াও সেই ভাবের উদয় হয়। বিশেষতঃ উদিতমান পূর্ণ শশির কোমল কিরণ জালে ধৌত হইয়া যখন অট্টা-

লিকা গুলি হাসিতে থাকে, নিশিতে যখন তাহারা অস্তোন্মুখ শশধরের শুভ্র জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া নির্জ্জনে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহাদের পানে তাকাইয়া কাহার হৃদয়ে না আনন্দ উথলিয়া উঠে? সত্য বলিতেছি—যে শোভা এখানে দেখিয়াছি—অন্যত্র কখন তাহা দেখি নাই। জয়পুরের মহারাজা সুধু মহারাজা নহেন, সত্য বুঝিলাম, তিনি ভাগ্যবান, ঈশ্বরের কৃপাপাত্র।

ক্রমে আসিতে আসিতে দেখিলাম, ঐ পথ হইতে দুই দিকে কত শাখা পথ গিয়াছে, সে গুলি অত প্রশস্থ বা পরিস্কার না হউক, তাহার উপরে সেই প্রকার সুসজ্জিত অট্টালিকা শ্রেণী থাকায় তাহারাও সুন্দর।

মূল পথ দিয়া কিয়ৎ দূর পশ্চিম মুখে গিয়া দেখিলাম আর একটী মূল পথ উত্তর দক্ষিণে গিয়াছে। ঐ দুই পথের সঙ্গমের পশ্চিম দিকে একটী বৃহৎ ফাটক,—ঐ ফাটকের উত্তর দক্ষিণে সারি গাঁথা বাড়ী, বোধ হইল সে একটী বাড়ী। ঐ বাটী রাজবাটী, রাজবাটীর কথা এখন বলিব না—কেন না, বলিতে গেলে তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে, যে সকল বিষয় গুহ্য তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। উত্তর দক্ষিণে যে পথ গিয়াছে, সেই পথের উত্তর দিকে চাদনী চক, চাদনী চক চাদনী নিশায় অতি মনোহর

স্থান, এক দিকে একটী ফোয়ারা, অন্য দিকে দোকান শ্রেণী, মধ্য দিয়া আড়া আড়ি দুইটী পথ চলিয়া গিয়াছে। স্থানটী অতি প্রশস্থ, সুতরাং খোলা, হাওয়াদার, সন্ধ্যার সময় সেখানে বেড়াইতে আরাম আছে। মুল পথের ধারে স্থানে স্থানে মন্দির, মন্দিরে কালাওয়াতি গাহনা, সন্ধ্যার সময় আরতি হইয়া গেলে ভজন হইয়া থাকে, শুনিতে মধুর। আবার স্থানে স্থানে বামাকণ্ঠে সুললিত স্বরে টপ্পা ও খেয়াল শুনিতে পাওয়া যায়। সহরের বাহিরে পূর্ব্বদিকে রাজ-উদ্যান। রাজ-উদ্যানটি অতি বৃহৎ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নানা দেশ হইতে নূতন নূতন বৃক্ষ লতা আনিয়া স্থান বাছিয়া বাছিয়া বসান হইয়াছে, তাহাতে উদ্যানের বিশেষ সৌন্দর্য্য হইয়াছে। বাগানটি এখনও সম্পূর্ন হয় নাই। ইহাতে আবার চিড়িয়াখানা, জানওয়ারখানা আছে, শ্যামল দূর্ব্বাময় বৃহৎ বৃহৎ ক্রীড়া ভূমি আছে, সন্ধ্যার সময় সহর হইতে উদ্যানে আসিয়া বসিলে বোধ হয় স্বর্গে আসিয়াছি। একে বিস্তীর্ণ বহুদূর ব্যাপী স্থান, তাহাতে সুগন্ধ পুষ্পময় বৃক্ষ লতার শোভা, তাহার উপর সুমন্দ সমীরণ মৃদু মৃদু খেলিতেছে, সুরভি বহিয়া লইয়া আসিতেছে, চতুর্দ্দিক হইতে নানাবিধ বিহঙ্গের কূজনধ্বনি, তাহাতে আবার যখন চন্দ্রমা দূরস্থ পাহাড় অতিক্রম করিয়া উদিত হইয়া

জ্যোৎস্না ছড়াইতে থাকেন, তখন অন্যস্থানের কথা শ্রান্তজনের মনে আইসে না, সুষুপ্তি লাভে তৃপ্তি নিমগ্ন হইতে হয়। সত্য বলিতে কি, ঐ উদ্যানে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সমীরণ সেবন করিয়া আসিলে চিত্ত প্রফুল্ল ত হইবেই হইবে, আয়ু বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। সন্ধ্যার সময় সহরের অনেক লোকই সমীর সেবনের জন্য এই উদ্যানে একত্রিত হইয়া থাকে।

সহর হইতে আগ্রার পথে পাহাড়ের কোলে "গলতা" নামে একটি ঝরনা আছে। গলতা অতি মনোরম স্থান। চতুর্দ্দিকে পাহাড়, নির্জ্জন, নির্ম্মল জলধারা পাতে কুল কুল শব্দ ব্যতীত আর শব্দ নাই, আমোদ করিয়া অনেকে সেই ঝরনার জলে অবগাহন করিতে যায়। আমাদের দেশ হইলে বলিতাম গলতাই চড়ুইভাতি করিবার প্রকৃত স্থান, ইহা যোগ সাধনের স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সহরের পশ্চিম উত্তরে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে "আমের," পুরাতন জয়পুর, এখন জয়পুরের অর্থশালা। আমের পাহাড়ে পরিবেষ্টিত। আমেরে উপস্থিত হইলে চিত্তে ঔদাস্যের উদয় হয়। সেওয়ায় জয়সিংহ মহারাজ নূতন জয়পুর বসাইয়াছেন সত্য, আমেরের দৌলৎ আনিতে পারেন নাই। ধন সমুদয় সেই খানেই আছে। কত ধন আছে বা কোথায়

কোন্ স্থানে আছে এখানকার মহারাজ তাহা অবগত নহেন। ধনাগার দেখিবার সাধ হইলেই মহারাজ দেখিতে পান না। সেই ধনভাণ্ডার রক্ষার্থে একজন "মিনা" পূর্ব্বপুরুষ হইতে নিযুক্ত আছে। সেই ব্যক্তি মহারাজার চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া ধনাগারে লইয়া তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিয়া থাকে। মহারাজ ধনভাণ্ডার দেখিয়া আইসেন; চাহিলে ধন লইয়া আইসেন, কিন্তু পথ জানিতে পারেন না। ভাণ্ডার রক্ষক মিনার বংশাবলী চলিয়া আসিতেছে।

জয়পুরে অনেকগুলি বাঙ্গালী বাবু মহারাজের দরবারে কর্ম্মচারী;—উচ্চপদাভিষিক্ত, বহু বেতনভোগী। তাঁহাদের লোক-লৌকিকতা তাঁহাদেরই মত, আমাদের বড় ভাল লাগেনা,—লবাবি ও ঘৃণাকর। বাবুকে কাপড় পরাইয়া দিতে হয়, বাবুর কাপড় ছাড়াইয়া লইতে হয়, আর কি বলিব—অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী অলসতার যত-প্রকার আনুসঙ্গিক বাহ্যিক আরাম আছে, তাহার সেবায় ভৃত্যগণকে সততই নিয়োজিত রাখেন। কয়েকজন উদার লোক আছেন, তাহার মধ্যে একব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট—অমায়িক, সকলের প্রিয়, সদালাপী, পরোপকারী। ইঁহার দশজনকে অন্ন বিতরণ করা আছে, যে কেহ জয়পুর দেখিতে যান প্রায়ই এই বাবুর বাটীতে অবস্থিতি করেন, অবস্থিতি করিয়া সুখী

হয়েন। অন্যত্রের মত নাকতোলা, মুখশিট্‌কান, বাহ্যিক মুচ্‌কি হাসির প্রত্যাশায় ইঁহার এখানে বসিয়া থাকিতে হয় না। ইঁহার নাম বিচিত্র, সংসারে কে ধন্য।

এখানকার রাজা প্রজারঞ্জন। প্রজার মুখে মহারাজের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা শুনিলাম। ছোট বড় সকলেই শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সুখ্যাতি ও কীর্ত্তিবাদ করিল। বাস্তবিকই তিনি এক্ষণকার মহারাজদিগের অপেক্ষা সহৃদয়, দয়াবান, কীর্ত্তিমান, ধর্ম্মপ্রিয় ও প্রজাবৎসল। শুনিলে অবাক হইবে, তিনি কেবল মাত্র একজন ভৃত্য সঙ্গে করিয়া যেথায় সেথায় পাদচারণ করিয়া বেড়ান। দরবার অর্থাৎ রাজকার্য্য সম্বন্ধ বিনা তাঁহার আড়ম্বর কিছু মাত্র নাই। মনে অহঙ্কার নাই, ক্রোধ অতি অল্প, তাঁহার ক্রোধে কাহারও কখনও অপকার হয় নাই। কখন কখন রাজউদ্যানে বাবুদিগকে খেলিতে দেখিলে আপনি আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে খেলা করেন। একবার বাবুরা গলতায় চড়ইভাতী করিতে গিয়াছিলেন, মহারাজও সেইখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া বাবুদের আহারের উদ্যোগ দেখিয়া স্বহস্তে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করান। কোন্ রাজা,—কোন্ মহারাজা, কবে স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এরূপ সমভাবে সৎব্যবহার করিয়াছেন?

কর্ম্মচারীর প্রতি সুধু মুখের স্নেহ নয়, কার্য্যেও বিশেষ স্নেহ প্রকাশ আছে। সময় সময় দান যথোচিত। কর্ম্মচারীর পুত্র কন্যার বিবাহে, মাতা পিতার শ্রাদ্ধে, ও ঐরূপ কার্য্য উপলক্ষে রাজার দান আশাতীত।

দেশের উন্নতির প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন। বিদ্যার উন্নতি, দীনের উপকার, রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্য হেতু বিদ্যালয়, অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় সংস্থাপিত রহিয়াছে। সুধু সহরে নহে, জয়পুর রাজ্যের সর্ব্ব-স্থানে, সকল গ্রামে, সকল নগরে। ভারতবর্ষের কথা না বলি, রাজপুতানায় যত রাজা আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা ইনি আপন প্রজাদিগের সুখবর্দ্ধনে যত্নবান। স্বীয় রাজধানীকে স্বর্গপুরী করিতেছেন, জয়পুরে আসিলেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গ্যাসের আলো হইয়াছে, কলের জল হইবে তাহার তদ্‌বির হইতেছে। জয়পুরে যে শিল্প বিদ্যালয় (art school) সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার ছাত্রগণ বিবিধ শিল্প কার্য্য শিখিতেছে। ভারতবর্ষের প্রধান লাট ৺ লর্ড মেও সাহেবের সহিত উপস্থিত মহারাজের অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল, চিকিৎসালয়ের পাশে ৺ লর্ড মেওর স্মরণার্থ একটী প্রতিমূর্ত্তি (statue) ও বৃহৎ অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দেশের উন্নতি সম্বন্ধে মহারাজার যথোচিত প্রশংসা

করিয়াছি, দেশের এখনও উন্নতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় বাকি আছে। যেমন সুন্দর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, তাহাতে তৎপরিমাণে গবাক্ষ দ্বার রাখা হয় না। যে সকল জানালা আছে তাহাকে ঘুলঘুলী ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। বাড়ীগুলি গায় গায় বলিয়া অধিকাংশ বাড়ীতে বাতাস খেলে না, বহু-সঙ্খ্যক লোকের বাস বলিয়া উত্তাপ (animal heat) অত্যন্ত অধিক। একেত গ্রীষ্ম-প্রধান প্রদেশ, তাহাতে আবার চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, সুতরাং বসন্ত ওলাউঠা প্রভৃতি রোগ অত্যন্ত প্রবল, এক এক বৎসর রোগে বহুস-ঙ্খ্যক লোক মরিয়া যায়। এই সহরের প্রাচীর যদি আরও বহুদূর ব্যাপিয়া হইত, যদি প্রত্যেক বাটীর সহিত কতকটা করিয়া সাদা জমি বা বাগান থাকিত, সহরের মধ্যে যদি স্থানে স্থানে কতকটা করিয়া বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড পড়িয়া রহিত, যদি পথের দুই ধারে তরুশ্রেণী থাকিত, যদি স্থানে স্থানে দুই একটা দীর্ঘিকা করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে জয়পুরের (climate) জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইত। দুই এক জন জয়পুরীর মুখে যে লাবণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই লাবণ্য সকল সহরবাসীর মুখে দেখিতে পাওয়া যাইত।

দেশাচারের প্রতি মহারাজার বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে কি হইবে, উহার উপর তাঁহার আধিপত্য নাই। তাহা

না হইলে তিনি এতদিনে কদাচারীকে শাস্তি দিয়া কুৎসিৎ আচার সকল দূর করিতে পারিতেন। সামাজিক অবস্থা সাম্ভরের মত। খাওয়া পরা বিষয়ে জয়পুরীগণ খোস খোরাকী বলিতে পারিনা, তাহারা খোস পোষাকী বটে। কি জয়পুর, কি অন্যত্রে, রাজপুতানার মধ্যে সর্ব্বস্থানে—এমন কি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকার আজমের নগরেও, বাসেন্দারা ঘৃণাশূন্য। শয়নকক্ষে মৃৎপাত্রে রাত্রিবেলায় মূত্র ত্যাগ করিয়া দিবাভাগে পথে আনিয়া ঢালিয়া দেয়, সেই ময়লার স্রোত পথের উপর দিয়া বহিয়া যায়। স্নান, গাত্রমার্জ্জন বিষয়ে সাম্ভরবাসিদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানকার লোক সম্বন্ধে তাহাই বলিতে হয়। ব্যভিচার দোষ সকল দেশে, সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত, তবে এখানকার ব্যভিচার নূতন প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অকথিতব্য বিষয়ে তোমায় কোন কথাই বলিতাম না কিন্তু পেঁচারামের চরিত্র পরিবর্ত্তনের কথা বলিতে হইবে বলিয়া সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইল।

কাল সন্ধ্যার সময় পেঁচারাম ও আমি রাজপথে বেড়াইতেছিলাম, আমাদের পশ্চাতে একদল রমণী গান গাইতে গাইতে আসিতেছিল। নিকটস্থ হইয়াই তাহারা দুইদল হইয়া গেল। বয়স্থাগণ আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে, যুবতীবৃন্দ হাসিতে হাসিতে,

পরস্পরে গায়ে পড়িতে পড়িতে আমাদের গায়ে ধাক্কা মারিয়া অগ্রসর হইল। পথ প্রশস্ত, তাহারা অনায়াসেই পাশ দিয়া যাইতে পারিত—যাহা হউক আমি কিছু বলিলাম না। পেঁচারাম কিন্তু না থাকিতে পারিয়া কহিল ‘ দেখ্‌লে জয় বাবু, মাগীদের আক্কেল!’ এই কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে দুই জন পশ্চাৎ পানে তাকাইয়া হাসিল। তাহারা গতি শ্লথ করিয়া আবার আমাদের পশ্চাতে পড়িল, পেঁচারামের পাশাপাশি হইয়া কখন্ তাহাকে কি শঙ্কেত করিয়াছে বলিতে পারি না, পেঁচারাম তখনি মূত্র ত্যাগ ছলনায় সেই পথের ধারে আর একটী শাখা পথে প্রবেশ করিল। আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম, যে আশায় ধীরে চলিলাম সে আশা পূর্ণ হইল না। পেঁচারাম আর ফিরিল না, চৌমাথায় অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিলাম—পেঁচারাম ফিরিল না, আমি বিরক্ত হইয়া, আমি তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। আজ প্রাতে পেঁচারাম আসিয়াছে, সে অতি মন্দ স্বভাব হইয়াছে, অনুমান করি সেই জন্যই সে সতত বিমনা, ভাবনাযুক্ত। বাসায় আসিলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলাম। পেঁচারাম দ্বিরুক্তি করিল না—সত্য বলিতেছি—তাহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া আমার এমনি দুঃখ হইল, অনুতাপ হইল,

যে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখন তাহাকে তিরস্কার করিব না। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি—পেঁচারাম আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল ও কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল 'জয় বাবু, আমায় এত বকিলে, তার জন্য দুঃখিত নই, কিন্তু আমার দোষাদোষ বিবেচনা না করিয়া এত বকিলে কেন? আমি উহাদের কদাচারের দৌড় দেখিতে গিয়াছিলাম বই ত নয়?' আমি অবাক হইয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে অপ্রতিভ ভাবে কহিলাম, 'পেঁচারাম—তুমি মন্দ স্বভাব হইলে আমার বড় দুঃখ হইবে বলিয়াই এত বকিলাম,—তোমার দোষ না থাকে আমি অন্যায় করিয়াছি। তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?' সে বলিতে লাগিল, 'সেই রমণীদিগের তিন জন আমাকে এ পথ ও পথ দিয়া দক্ষিণ গেটের বাহিরে লইয়া গেল। গেটের বাহিরে কয় খানা সামান্য পর্ণ কুটীর। একখানি কুটীরে গিয়া উহাদের একজন 'মাউসি-মাউসি' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। অপর দুই জন পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল, আমিও একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কুটীর সমীপবর্ত্তিনী ডাকিল 'আ যাও বাবু সাহেব,' 'আয় রি কমলা'।—আমরা কুটীরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, কুটীর হইতে এক বৃদ্ধা বাহিরে চলিয়া গেল। আমরা গিয়া বসি-

লাম। অতি সামান্য কুটীর, গৃহ ভুষণের মধ্যে এক-খানি ভাঙ্গা 'চারি পায়া,' তাহার উপর যত ময়লা হইতে পারে তত ময়লা শয্যা, নীচে এক খানি চেটাই পাতা, একটা চরখা, একখানি কুলো, একটী আলনার উপর খান কত ময়লা কাপড়, গোটা কত ঘটী, বাটী, খান দুই থালা, একটা সিন্ধুক ও এক কোণে গোটা কতক বোতল, আর প্রদীপ জ্বলিতেছে; একটী বিড়াল বিছানায় শুইয়া আছে। আমরা চেটাইর উপর বসিলাম—দুর্গন্ধময় কুটীরে বসিয়া কত সুখ দেখিয়া লইলাম; কামিনীগণ অঞ্চলে বাতাস খাইতে লাগিল।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তার পর?' পেঁচারাম কহিল, 'তার পর বলিলে তুমি রাগ করিবে।' আমি কহিলাম, 'তবে যে পেঁচারাম বলিতেছিলে, তোমার কোন দোষ নাই?' পেঁচা কহিল, "দোষ নাই ত,—আমি কি করিয়াছি?'

পেঁচারামের এই কথা শুনিয়া আমার বড় রাগ হওয়াতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হেঁরে পেঁচারাম, তোমার দোষ নাই নাকি? একে বিদেশ, তাহাতে ভিন্নরাজ্য (Native State), তাহাতে রাত্রিবেলা গেটের বাহিরে, একটু ভয় করিল না?' পেঁচা উত্তর করিল। তাহার উত্তর শুনিলে রাগের উপর তুমিও হাসিয়া ফেলিতে।

পেঁচারাম কহিল, 'আমি তাদের হাত ছাড়াইয়া

চম্পট দিলাম। আমি ভাবিলাম, পথ চিনি না—বাসা চিনিব কি? ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি, ভগবান পথে পরিচিত লোকের সহিত দেখা করাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি কে তুমি চেন কি না বলিতে পারিনা, তাহার জ্যেষ্ঠের সহিত তোমার আলাপ আছে—খ্রীষ্টান। তাহাকে বাসার ঠিকানা বলিয়া পথ দেখা-ইয়া দিতে বলিলাম, অনেক দিন পরে দেখা বলিয়া ছাড়িয়া দিতে চাহিল না, পথ দেখাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, সে আবার কাহার বাসায় লইয়া গেল। সে বাড়ী কদাচারের আখড়া। সেখানে সমস্ত রাত্রি উপ-বাস করিয়া কাটাইলাম। প্রভাতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া দাঁড়াইয়াছি, দেখিলাম বাটীর অনতিদূরে ছাদের উপর পূর্ব্ব রাত্রির দুইটী কামিনী পায়চারী করিতেছে, হাসিতে হাসিতে কথা বার্ত্তা কহিতেছে। সে বাটী গৃহস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির। পূর্ব্বে নগরবাসিনীদের এইরূপ দুশ্চরিত্রের কথা শুনিয়াছিলাম, তাই দেখিতে গিয়া-ছিলাম, জয়বাবু আমি বইয়া যাই নাই।' পেঁচারাম বইয়া গিয়াছে কি না, তুমি বুঝিতে পারিবে।

এখান মথুরা হইতে যাইবার মানস আছে।

সপ্তম চিঠি।

ভায়া হে!

মথুরা বৃন্দাবন এবার আর দেখা হইল না। জয়-পুরে থাকিতে থাকিতে পেঁচারাম কাশী হইতে কাহার একখানি পত্র পাইল। পত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি ব্যাকুল ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হইয়াছে?' সে আমার কথায় উত্তর দিল না, অনেকক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল 'জয়বাবু! আপনি কি একান্তই মথুরা যাইবেন?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন? কি হইয়াছে বলনা।' সে বলিল, 'আমাকে এখনি কাশী যাইতে হইবে, যদি মথুরায় আপনার বিশেষ প্রয়োজন না থাকে, আমার সঙ্গে চলুন, জয়-বাবু, আমি ধনে প্রাণে যাই,'—বলিয়া পায়ে ধরিতে আসিল। আমি সকাতরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হইয়াছে?' সে সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল 'আমার আর কে আছে, বিদেশে, জয়বাবু, তুমি যদি সহায় না হবে তবে ত আমি একবারে যাই?' এই কথা বলিয়া সে আরও কাঁদিতে লাগিল।

সে না বলুক, বুঝিলাম তাহার বিপদ উপস্থিত।

মথুরায় না গিয়া তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিলাম। না বুঝিয়া কাজ করিয়াছিলাম তাহার শাস্তি পাইয়াছি। পেঁচারাম তোমার অত অনুগত না হ'লে, তাহার প্রতি আমার এত স্নেহ হইত না। তার এত গর্হিত কার্য্য! আমি তাহাকে বিনাদণ্ডে ছাড়িয়া দিতাম না। কি করি, কেমন তাহার প্রকৃতি, মুখ দেখিলেই রাগ পড়িয়া যায়।

পেঁচার কাণ্ডকারখানা শুন, বলিতেছি। কাশীতে পঁহুছিলাম, তখন রাত্রি হইয়াছে, বরাবর বাঙ্গাল টোলায় লইয়া গেল, একটী বাটীর মধ্য দিয়া আর একটী বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি পূর্ব্বে সে বাটী কখনও দেখি নাই। বাটীর দ্বারে আসিয়াই পেঁচারাম কাঁদ কাঁদ ও শঙ্কিত ভাবে ডাকিল 'শ্যামা—শ্যামা।' 'কে গা, বাবু এয়েছেন কি?' বলিয়া বাটীর মধ্য হইতে কে উত্তর দিল। পেঁচারাম কহিল 'হাঁ।' একজন আধবুড় স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পেঁচারাম জিজ্ঞাসা করিল, 'শ্যামা—আছে ত?' 'আর বাবু, কত করে বাঁচিয়েছি' বলিয়া শ্যামা আত্মশ্লাঘা করিল। পেঁচারাম কহিল, 'মাসী, তোর গুণ কখন ভুলব না।' পরে একটী কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। সে তখন এমনি হতবুদ্ধি হইয়াছিল, যে আমাকে অন্যত্র বসান, বা

আমার নিকট লুক্কিয়া গোপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ ছিল না। উন্মাদের মত ঘরে গিয়া, 'কামিনী' বলিয়া কাহাকে ডাকিল, আমি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলাম মাত্র, কেমন করিয়া জানিব সে কাহাকে সম্বোধন করিতেছে।

ঘরে, বামদিকে একখানি দড়ীর খাটের উপর এক জন স্ত্রীলোক রুগ্ন অবস্থায় শুইয়াছিল, 'আমার মরণ দেখিতে এসেছ বুঝি?' বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল। পেঁচারাম নিরুত্তর, আমি অবাক্। পেঁচারাম নীরবে গিয়া খাটের এক পাশে বসিল। কাশীতে পেঁচারামকে ঐ রূপ রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে তাহার এমন কে আছে ভাবিতে ছিলাম। জানই ত, কাশী হিন্দুদিগের মহাতীর্থ ভূমি, বিশেষতঃ বঙ্গবাসী বা বঙ্গবাসিনী বয়স্থা হইলেই (বিধবা হইলে ত কথাই নাই) কাশীতে আসিয়া শেষ দশা অতিবাহিত করেন। পেঁচারামের আত্মীয় কাশীতে আছেন অথচ পেঁচা আমায় কখন তাহার উল্লেখ করে নাই, তাই ভাবিতে ছিলাম, ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল পীড়িতা কামিনী বয়স্থা নহে—বিধবার মত নহে—তবে কে?

আমি পেঁচাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইনি কে, ইঁহার কি হইয়াছে?' পেঁচারাম অতি বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাহিল, আমি তাহার সঙ্গে গিয়াছি, সঙ্গে আছি,

যেন তাহা তাহার মনে নাই। আমার মুখপানে চাহিয়াই, মুখে হাত দিয়া আবার কাঁদিল, ও কিয়ৎক্ষণ পরে 'জয়বাবু' বলিয়া আমার হাত ধরিয়া বাহিরে আনিল। বাহিরে আসিয়া আমার দুটী পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'জয়বাবু, বল কাহাকেও বলিবে না—আমি একটী বড় গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।' পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার চক্ষে জল দেখিলে আমিও ব্যাকুল হই। আমি বলিলাম, 'কেন ইতস্ততঃ করিতেছ? বল, আমায় বলাতে তোমার বিপদ নাই। যদি প্রকাশ হইলে তোমার কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে প্রকাশ করিব কেন?' সে সংক্ষেপে বলিল। যাহা বলিল তাহা সংক্ষেপে তোমায় বলিতেছি। সে বলিল,—

"মধুপুরে হতভাগা ফটিক সেই যে একটী কামিনীকে সঙ্গে করিয়া নামিয়াছিল, যাহাকে আমি তাহার স্ত্রী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, সে তাহার স্ত্রী নয়। আমি সেই দিন যখন বিকালে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাই, তখন এ কথা জানিতে পারিলাম। তাহারাই জেদ করিয়া আমায় তোমার নিকট যাইতে দেয় নাই।

"কামিনী গৃহস্থ মহিলা—ফটিকের সঙ্গে দুশ্চরিত্রা হইয়াছে। দেশে থাকিলে সুবিধা হয় না বলিয়া ফটিক তীর্থ পর্য্যটনের নাম করিয়া তাহাকে কাশীতে লইয়া

আসিতেছিল। কাশীতে পঁহুছিয়া দিনকতক গত হইলে, কামিনী একদিন আমাকে আড়ালে ডাকিয়া তাহার পরিচয় দিল, পরিচয় দিয়া কহিল, সে অন্তঃসত্বা; অন্তঃসত্বা বলিয়া ফটিক তাহাকে কি ঔষধ খাও-য়াইয়াছে তাহাও বলিল। তখন আমার বড় ভয় হইল, ভাবনাও হইল। তাহাকে বুঝাইলাম, সে কুলত্যাগিনী হইয়াছে, তবে আর গর্ভশ্রাব করিয়া পাপের উপর পাপাচারের প্রয়োজন কি? সন্তান হইলে ফটিক লালন পালন না করে আমি করিব? সে আমার কথায় সায় দিল, কিন্তু একটু ক্ষুণ্ণ হইল। সন্তান পালন করিব সে পরের কথা, সংপ্রতি বিষম বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি কাশী পরিত্যাগ করি-লাম। আমি ওদিকে গিয়াছি, কামিনীর পীড়া হই-য়াছে, আর ফটিক পলায়ণ করিয়াছে। আর এখানে এই ব্যাপার।"

ব্যাপার—গর্ভশ্রাব! বড় সহজ ব্যাপার নহে! নরকে যাইবার প্রধান উপায় করা।

কাশী কি, বৃন্দাবন কি, অন্য তীর্থ কি, তীর্থে আসিয়া এইরূপ পাপ করিয়া যাওয়া এখন সহজ হই-য়াছে,—কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় মাত্র, রাতারাতি সকল কার্য্য হইয়া যায়! আবার এই তীর্থের এত গৌরব, সে গৌরব স্থধু পুণ্যাত্মার মুখে নহে, ঐরূপ পাপাচারীর

মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। ধিক্ হিন্দুকুলে! ধিক্ হিন্দুধর্ম্মবিনাশিনী কুলত্যাগিনীকে! ইহারা সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী ফল বিনষ্ট করিতে একটু মাত্র সঙ্কুচিত নহে! প্রসূতি হইয়া যদি সন্তান বিনাশ করিতে পারিল—সে স্ত্রীলোকের আর অসাধ্য কি রহিল? হায়! বঙ্গ কুলকামিনীর হৃদয় দয়া, মমতা, স্নেহের আধার; এরূপ কোমল হৃদয় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে রমণীর নাই বলিয়া গৌরব করি। হায়! সেই বঙ্গ কুলকামিনী দুষ্প্রবৃত্তির অনুসারিণী হইয়া, কুমতির পরামর্শে যৎপরোনাস্তি গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলে। কি দুঃখ! পূর্ণ যৌবনা বিধবা ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম, অথচ গোচর ভাবে অভিলাষ পূরণে অশক্ত বলিয়া অগত্যা গোপনে গোপনে কুকাজ করিয়া ফেলে। শেষে সেই কুকাজের ফল গোপন করিবার জন্য বিধাতার আদি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে। জানিয়া শুনিয়াও আমরা তাহার পরিণয় কার্য্যে প্রতিবন্ধক হই! আমাদের সভ্যতায় ধিক্—আমাদের দেশের উন্নতির মুখে ছাই। যদি কামিনীর আবার বিবাহ হইত, নিশ্চয়ই আজিকার দুর্ঘটনা তাহার অদৃষ্টে ঘটিত না।

গাড়ীতে কামিনীর সহিত কটিকের কুব্যবহার দেখিয়াছিলাম—তখনি বুঝিতে পারিয়াছিলাম—সেই

হতভাগাই কামিনীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। পরের কথায় থাকিব না ভাবিয়াই তখন কোন কথা বলি নাই। যখন সে কামিনীকে ঈদৃশ অবস্থায় ফেলিয়া পলাইয়াছে শুনিলাম, তখন যদি সে নরাধম আমার নিকট উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আমি স্বহস্তে তাহাকে বিলক্ষণ শাস্তি দিতাম।

পেঁচারামের কথা শেষ হইবামাত্র আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহার দুই গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুইটী চড় মারিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ দিই। সে বলুক আর নাই বলুক, সে কামিনীর আপনার জন হইয়াছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার সহিত কামিনীর সম্পর্ক হইয়াছে। কিন্তু অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইয়াও ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক সেখানে তিলার্দ্ধ না দাঁড়াইয়া একবারে ষ্টেসনের কাছে একখানি দোকানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। সেই দোকান হইতেই তোমাকে এই পত্র লিখিলাম।

আমার যাত্রার লক্ষণ বড় ভাল নহে। কোথায় তীর্থে আসিয়া দেব-দর্শন করিব, জাহ্নবীতটে বসিয়া ঈশ্বরের পূজা করিব, না কোথায় আমাকে কুলটার দুশ্চরিত্র সম্বন্ধে কাল কাটাইতে হইল। অদ্য রাত্রে মুঙ্গের যাইব স্থির করিয়াছি। ইতি কাশী।—

অষ্টম চিঠি।

ভায়া,

পেঁচারামের সেই পাপ মণ্ডপ হইতে আমি ষ্টেসনে আসিলাম, তখন গাড়ী আসিবার প্রায় দেড়ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছি, আর পেঁচারামের ও ফটিক বাবুর দুশ্চরিত্রের বিষয় ভাবিতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে গুটিকয়েক বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের অঙ্গে বহু অলঙ্কার, দেখিতে সুশ্রী, দেখিয়াই বোধ হইল তাহাদের লক্ষ্মী শ্রী আছে,—তাহারা কোন ধনীর পরিবার। তাহাদের সঙ্গে একজন দ্বারবান, আর একজন সরকারের মত। তাহাদের সঙ্গে অনেক লগেজ কলিকাতা যাইবে, তাহাদের কর্ত্তা বাবু পশ্চিম হইতে আসিতেছেন, মোগলসরায়ে তাহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া লইবেন।

দ্বারবান লগেজ বুক করিতে গেল, সরকার তাহার সঙ্গে টাকা দিবার জন্য গেল, রমণীগণ প্ল্যাটফর্ম্মের উপর বসিয়া কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিল। আমি, লগেজ ঘর ও রমণীগণ যেখানে বসিয়াছিল ইহারই মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলাম।

লগেজ বাবু অসিয়া লগেজপানে তাকাইয়া, উপর দিকে ভ্রূ তুলিয়া, 'উঃ এ কার লগেজ? আজ যাবেনা' বলিয়া চলিয়া যান: দ্বারবান কহিল, 'কেঁউ নেহি যায়েগা? ইয়ে হামারা বাবুকা হেয়।' লগেজ বাবু তাহার নিমক হালালি দেখিয়া সক্রোধে আপনার 'পাউয়ার' দেখাইবার জন্য উত্তর করিলেন, 'বস্, বস্ নেহি যায়েগা, আগে নেই লেয়ায়া কেঁউ?'

সেইখানে আর একটী বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দাড়ী আছে, একহারা, ঢেঙ্গা, শ্যামবর্ণ, গায়ে একটী পিরান, কানে একটী ষ্টিল পেন গোঁজা। তিনি তখন (Probationer) শিক্ষানবীশ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোন্ বাবু?' দ্বারবান সজোরে কহিল, 'হামরা বাবু।' 'তোমারা বাবু কোন্ হেয়?' দ্বারবান উচ্চৈস্বরে উত্তর করিল, 'পচানন্দ বাবু নেই জান্‌তে হো, আধা কলকাত্তা যিন্ কা?' লগেজ বাবু সাহেবদের লগেজ বুক করিতে বড় ব্যস্ত, অথচ দ্বারবানের কথায় তাঁহার বিলক্ষণ কান ছিল; একবার মুখ তুলিয়া সেই অপর বাবুকে ইশারায় কি কহিলেন, অপর বাবু দ্বারবানকে ডাকিয়া লইয়া স্থানান্তরে গেল।

রমণীগণের তখন জটলা হইতে ছিল। পথে কাহাকে গাড়ীতে চড়িয়া যাইতে দেখিয়া আসিয়াছে

তাহারই কথা চলিতেছিল। রমণীগণের মধ্যে এক-জনের বিচিত্র কায়া দর্শনে আমি অবাক হইয়া চাহিয়া ছিলাম। তাঁহার ক্ষীণ কটির পরিধি হাত তিন চারি হইবে, মুখখানি বিভীষণের ন্যায়, প্রায় ৪০ বৎসর বয়স হইয়াছে। রঙ্গটুকু ফিট গৌরবর্ণ বলিয়া বুঝি মিহি কালাপেড়ে পরিতে এত ভাল বাসেন। দেবী যথা-পরিমাণ ভূমি লইয়া বসিয়াছেন। চারি-দিকে আর তিন চারিজন রমণী বসিয়া আছে। ঐ রমণীগণের মধ্যে একটী রমণী এদিক ওদিক তাকাইতে ছিল, আমারও পানে তাকাইয়া ছিল। তাহার বয়ঃ-ক্রম সপ্তদশবর্ষ হইবে, দেখিতে পরিপাটী। আহা! তাহার কথা লিখিতে আমার বড় দুঃখ হইতেছে। বালিকা অত্যন্ত সরল প্রকৃতি, তাহার দৃষ্টিতে কেবল সরলতা মাখান ছিল, শুধু তাই নহে, যেন তাহার মনে কোন বিষম দুঃখ উপস্থিত হই-য়াছে, সেই কাতরতার লাঘব করিবার জন্য যেন সে সবাকার পানে চাহিয়া দেখিতেছে। অথবা সে যেন কাহারও জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিতেছে। আমার দিকে চাহিবামাত্র তাহার এক-জন সমভিব্যাহারিণী কহিয়া উঠিল, 'হে দেখ্ বউ—ভালহ'য়ে বস—মিন্সের রকম দেখ না, দাঁড়াবার আর ঠাই পান নাই।' বালিকার নয়ন হইতে টস

টস্ করিয়া জল পড়িল, সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। আমার লজ্জা হইল, দুঃখ হইল, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু কি করি অগত্যা একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম।

ইত্যবসরে দ্বারবান আসিয়া কহিল, 'রাণীজী লাগেজবাবু কুছ মাঙ্গ্তা হ্যেয়।' রাণীজী সেই স্থূল কায়া নাড়িয়া কহিলেন, 'ক্যেয়া—কহ কুছ নাহি মিলেগা, হামারা চিজ আলবৎ যায়েগা।' অপরাপরে কহিতে লাগিল, 'ওকে আবার কিছু দাও, যেন বাগানের গাছের ফল' ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল সেই অবগুণ্ঠনবতী মৌনভাবে বসিয়াছিল, কথা কহিল না। দ্বারবান ফিরিয়া গেল—তেরিয়া মেজাজে ফিরিয়া গেল। সরকার বৃদ্ধ, বুদ্ধিমান বটে, কর্ত্তার অবর্ত্তমানে কি করিয়া কাজ সমাধা করিতে হয় সে তাহা বুঝিত, আপনার গাঁট হইতে দুটী টাকা দিয়া লগেজ বুক করিয়া লইল।

ওদিকে সকল প্রস্তুত, কেবল গাড়ী আসিলে হয়। গাড়ীর ঘণ্টা হইল, গাড়ী দেখা গেল—তখনও বামাকুলের জটলা থামে নাই। তাহাদের রকম সকম দেখিতে অর্দ্ধেক পেসেঞ্জার আসে পাশে দাঁড়াইয়া আছে, সুধু আমিই দোষী হইয়াছিলাম।

গাড়ী আসিয়া লাগিল, সকলে গাড়ীর দিকে

তাকাইয়া দেখিল, কর্ত্তা বাবু কৈ? দ্বারবান কহিল, 'রাণীজী, মহারাজ ত নেহি আয়া, আপ কঁহেতে কাশীজী লউট যাঁয়।' রাণীজী তখন অঙ্গ সৌষ্ঠব ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কহিলেন 'তাইত, তবে কি হবে? অবগুণ্ঠনবতীর পানে তাকাইয়া কহিলেন, 'তোমার যেমন অদৃষ্ট মা, আমি করব কি, বৃন্দাবনেও হয়ত দেখা পান নাই, তাই আরো এগিয়ে গেছেন, এখন আমরা দেশে যাই চল।' অবগুণ্ঠনবতী একবার শিহরিয়া উঠিল, কিছুই বলিল না, সেইরূপ হেঁটমুখে বসিয়া রহিল। রাণী দ্বারবানকে হুকুম দিলেন, 'চিজ্ বস্তু সামালকে উঠাও, চল কলকত্তা যাঁয়।'

ভারি জিনিষ সকল ব্রেক ভেনে গিয়াছে; বাকি জিনিষ সকল তুলিয়া ফেলিল, গাড়ীতে উঠিবার ঘণ্টা হইল, যে যাহার স্থান বাছিয়া লইল, অবগুণ্ঠনবতীকে এক কোণে বসিতে হইল, আর দ্বারের গোড়ায় দ্বারবান ঠেস দিয়া বসিল।

তাহাদের গাড়ীর পাশে একটী কামরা খালি ছিল, তাহাতে আমি উঠিলাম, সরকার ও গাড়ী হইতে আমার কাছে আসিয়া বসিল।

সরকারকে চুপি চুপি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বৃদ্ধ আমায় তাহা বলিল। বুঝিলাম,

যে কামিনী অবগুণ্ঠনে রোদন করিতেছে, তাহার স্বামী দেশত্যাগী হইয়াছে, তাই তাহার অন্বেষণ করিতে তাঁহারা সপরিবারে বাহির হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, ও গাড়ীতে রাণীজী কহিতে লাগিলেন, 'ছোঁড়াকে এত করে মানুষ করলেম, সব বৃথায় হ'ল, কত খরচ পত্তর করে এমন সোণার লক্ষ্মীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েও সোদ্‌রাতে পারলেম না, ব'য়ের কপাল!' দ্বারবান কহিল, 'বড়া আপসোস রাণীজী! ফটিকবাবু না কালেজ আউট হুয়া? ফের্ এসে কেঁউ?'

'কালেজে পড়ার মুখে ছাই, কালেজ থেকেই আউঠ গুণ-ধর হয়ে বেরয়, আগে জান্‌লে কখনই ওকে কালেজে দিতুম না, যেমন পাড়াগেঁয়ে ছিল তেমনি রাখ্‌তুম।'

সরকারকে আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ফটিক কে?' সরকার বলিল, 'বাবুর ভাগ্নে, বাবু নিঃসন্তান'—'কোথায় এসেছে?' 'তা কি জানি মহাশয়, তাহলে আর ভাবনা কি, পালিয়ে এয়েছে।' 'দেখতে কেমন?' সরকার এক রকম ফটিক বাবুর চেহারা বুঝাইয়া দিল।

পেঁচারামের সেই ফটিক ত নয়? মনে মনে সন্দেহ জন্মিল। আমি নিস্তব্ধ হইলাম। ও গাড়ীতে ক্রমে ক্রমে

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিল, আমিও শয়ন করিলাম, সরকারও শয়ন করিল। আমার নিদ্রা হইল না, রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর তখন উঠিয়া দেখিলাম সরকার নিদ্রিত, ও গাড়ীতে দ্বারবান দ্বারে ঠেস দিয়া নিদ্রা যাইতেছে, রাণীজী বিস্তৃত দেহ রাশিকৃত করিয়া নিদ্রা যাই-তেছেন, চপলার ও অপরার নাক ডাকিতেছে, কেবল সেই দুঃখিনী গাড়ীর দ্বারে মুখ বাড়াইয়া নীরবে রোদন করিতেছে, অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জন করিতেছে, আবার কাঁদিতেছে, আবার নয়ন মুছিতেছে।

তাহাকে দেখিবামাত্র আমার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, সত্য বলিতে কি, ইচ্ছা হইল তাহাকে দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করি, আর তাহার দুঃখ মোচন করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করি। আর তাহার রোদন দেখিতে পারি না, আমার ক্রন্দন আসিল। সেই অনাচারী ফটিক তাহার স্বামী, কে যেন আমার অন্তঃ-করণে বলিয়া দিল, আকস্মাৎ আমার একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল। রমণী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া তাকা-ইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া শয়ন করিল। আমার দুঃখ হইল—বিষাদিনী নির্জ্জনে রোদন করিয়া হৃদয়শেলের লাঘব করিতেছিল, তাহাতেও আমি বাদ সাধিলাম—প্রতিবন্ধক দিলাম। কিন্তু তাই অনুপায়, সেই অনু-পায়ে আমার হৃদয় বেদনা বজ্রসম হৃদয়ে বিঁধিতে

লাগিল। হায়, তাহার দুঃখ আমা কর্ত্তৃক দুরীভূত হইবার নহে, ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন ফটিকের প্রতি আমার ঘৃণা গিয়া স্নেহের উদয় হইল, কেন না ফটিক তাহার স্বামী।

ভগবান কে ধন্য! আমি তাহার কিছু মাত্র উপকার করিতে পারিব এমন উপায় করিয়া দিলেন। একটী ছোট ষ্টেসনে গাড়ী আসিয়া লাগিল। কোম্পানীর একজন চাকর—কোট হেট পরা, টিকিট মারা, আধকাল মূর্ত্তি, হাতে একটা রেলওয়ে লাণ্ঠান—আসিয়া কামিনীদিগের দ্বার খুলিয়া, হস্ত নাড়িয়া কহিল, 'নিকুল, নিকুল, জল্‌দী কর, জল্‌দী কর,' বলিয়া গাড়ীর ভিতর সেই লাণ্ঠাণের তকু তকে আলো ছাড়িয়া দিল। দ্বারবান যে পড়িয়া যায় নাই এই ঢের। আকস্মাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে সে উজ্জ্বল আলোর দিকে কে তাকাইতে পারে? গোলমালে অনেকেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু সে অলোর দিকে চাহিয়া, না জানি কি হইয়াছে ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কেহই কিছু কহিল না। সাহেব আবার কহিল 'নিকুল, ইউ সুয়ার—'তখন দ্বারবান কহিল 'কেঁউ নিকুলে গা?' সাহেব দ্বারবানের গালে থাবড়া মারিয়া হাত ধরিয়া বাহিরে টানিয়া ফেলিল। রাণীজী কহিলেন, 'ওকি সাহেব, দেখ একবার, দেখ একবার—'ততক্ষণ সাহেব কতকগুলা বুচকী হাতে করিয়া

টানিয়া ফেলিয়াছে—আর থাকিতে পারিলাম না—নামিলাম—দেখিলাম সাহেবের পশ্চাতে। রক্ষ:কালীর একটী মাদী বাচ্চা—একটা ঘাগ্‌রাওয়ালী আয়া—দণ্ডায়মানা। সাহেব সেই মেম সাহেবের জন্য স্থান করিতেছেন। আর সহ্য হইল না। কম্পিত কণ্ঠে অথচ নম্রভাবে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন সে সেরূপ অত্যাচার করিতেছে।' সাহেবের মস্তিষ্কে তখন সাহেবানার গরমী চড়িয়াছে, আমার কথায় উত্তর দিল না। আরও জিনিষ বাহিরে ফেলিতে লাগিল। আমি তাহার হাত ধরিলাম—অপর হস্তে সে আমায় আঘাৎ করিতে উদ্যত হইল,—তখন তাহার সে হাতটীও ধরিলাম, একটু টিপনীও দিলাম। সে চীৎকার করিয়া উঠিল—'কনেষ্টবল কনেষ্টবল, খালাসী খালাসী—' মেম তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া প্ল্যাট-ফর্ম্ম কাঁপাইতে চেষ্টা পাইলেন। ওদিকে দেরি হইতেছে বলিয়া ড্রাইভার হুইসেল দিতেছে। গোল-মাল দেখিয়া কনেষ্টবল আসিল—ষ্টেসনমাষ্টর আসি-লেন—তিনি বাঙ্গালী। সাহেব কনেষ্টবলকে আমায় বাঁধিতে কহিল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হই-য়াছে?' আমি সমস্ত বলিলাম। ষ্টেসন মাষ্টার বাবু তখন সক্রোধে সাহেবকে কহিলেন 'Mr.—আমি তোমার নামে রিপোর্ট করিব—' বলিয়া তার-ঘরে

গিয়া তখনি ফিরিয়া আসিলেন। ইত্যবসরে সাহেব যত হাত ছাড়াইতে চেষ্টা পাইতেছিল, আমি ততই তাহার হাত টিপিয়া ধরিতেছিলাম—দ্বারবান বাহিরের জিনিষ গুলি গাড়িতে তুলিতেছিল—আর মেয়েরা 'আমি কে' পরস্পরে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল। বাবু আসিয়া কহিলেন, 'এই সাহেব এ গাড়ীতে গার্ড, সুতরাং আর এ গাড়ীতে আপনাদের যাওয়া উচিত নয়—পথে বিপদ ঘটিতে পারে, আপনারা নামুন—' এই বলিয়া স্বহস্তে জিনিষ নামাইতে আরম্ভ করিলেন। দ্বারবান রাণীজীর হুকুম পায় নাই; রাণীজীতে আর রাণীত্ব নাই—দ্বারবান জিজ্ঞাসা করাতে রাণী আমার দিকে দেখাইয়া কহিলেন, 'ও বাবু যা বলেন তা কর।' আমি বড় বিপদে পড়িলাম—গার্ডকে আমার ভয় কি? আমি সেই ট্রেনে কলিকাতা যাইতে পারি—কিন্তু গণ্ডগোল করিয়া সেই রমণীদিগকে কোথায় রাখিয়া যাইব, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম 'এই খানে নামাই উচিত।' তখন দ্বারবান ও সরকার সকল জিনিষ নামাইল, রমণীরা নামিলেন—আমি সাহেবের হাত ছাড়িয়া দিলাম—সে গজর গজর করিতে লাগিল, বাবুকে গালি দিতে লাগিল—বাবু স্থির বুদ্ধি, তাহা সহ্য করিলেন—অন্য একটী গাড়ী খুলিয়া সেই সাহেবের সমভিব্যাহারিণী প্রেতি-

নীকে তুলিয়া দিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল, গার্ড বাবুকে শাশাইয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর বাবু, স্ত্রীলোক দিগের জন্য বসিবার স্থান করিয়া দিয়া, আমাকে আপনার কাম্‌রায় লইয়া গেলেন। আমরা কে, কোথা হইতে আসিতে ছিলাম, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম না—রমণীগণের পরিচয় দিলাম, আর তাঁহারা কি কি উদ্দেশে আসিয়াছিলেন তাহাও বলিলাম। তাহা শুনিয়া বাবু কহিলেন, 'সে কি, ফটিক যে দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, বাড়ী যায় নাই কি? শ্বশুর বাড়ী যায় নাই ত?' আমি বলিলাম 'তাহার স্ত্রী যে ইহাঁদের সঙ্গে।' 'কে—স্বর্ণ! এঁদের সঙ্গে! দেখা করে আসিব না কি,' বলিয়া বাবু ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। আমি তখন ফটিকের স্ত্রীর নাম জানিতাম না, যাহা হউক, নীলকণ্ঠ বাবুকে সঙ্গে লইয়া দ্বারে গিয়া দ্বারবানকে কহিলাম, 'বাবু রাণীজীকে সাৎ মুলাকাৎ করনে মাংতা হ্যেয়।' নীলকণ্ঠ বাহির হইতেই ডাকিলেন 'স্বর্ণ!'

চপলা ভিতর হইতে কহিয়া উঠিল, 'ওমা! এখানে আবার বয়ের নাম করে কে?' রাণীজী কহিলেন 'কোর দ্বারবান?' দ্বারবান কহিল, 'ইষ্টেসন মাষ্টার বাবু!' রাণীজী দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ দিলেন,

স্বর্ণ নীলুকাকাকে দেখিয়া একটু প্রসন্ন হইল। রাণীজী তাঁহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন বলিয়াই হউক, অথবা তিনি ভাগ্নেবধুর 'নীলুকাকা' বলিয়াই হউক, বাবুকে আদরে বসাইলেন। আমি চলিয়া আসিলাম। বলিবে চপলার ভয়ে? তাহা নয়, স্বর্ণলতাকে আর সে অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা হইল না।

বাহিরে আসিয়া কত কি ভাবিতেছিলাম, বিশৃঙ্খলে কত ভাবনাই আসিয়া মনে উদিত হইয়া আবার লয় পাইতেছিল। নীলকণ্ঠ ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন 'আপনার মত ভদ্রব্যক্তি আর দেখি নাই, আপনি ইহাঁদের কেহই নন, তবু যে উপকার করিয়াছেন, আপনার লোকেও তেমন করে কি না সন্দেহ।' আবার আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আত্মশ্লাঘা বশতই বল আর সৌজন্য বশতই বল, আমি আমার পরিচয় দিয়া কহিয়া দিলাম যেন তিনি রমণীদিগের কাহাকেও সে পরিচয় না দেন। তাহার পর তাঁহার রাণীজীর সহিত কি কি কথা হইয়াছে তাহা তিনি বলিতে লাগিলেন।

তাঁহার মুখে শুনিলাম, রাণীজী তাঁহার নিকট অত্যন্ত বাধিত হইয়াছেন, বেহাই বেহাই বলিয়া তাঁহাকে দুই একটী তামাসাও করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন তিনি তাঁহাকে (নীলুকে) কলিকাতায় লইয়া গিয়া ভাল চাকরী

করিয়া দিবেন, আর অনুরোধ করিয়াছেন তিনি (নীলু) কলিকাতায় গেলে যেন অবশ্য অবশ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নীলকণ্ঠ বলিলেন, 'রুটিকের মামাত ভগ্নীও সঙ্গে।' নীলকণ্ঠ তাহার সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতে গিয়া চুপ করিলেন, আমি বুঝিলাম আমাদের সেই চপলার চপলতার কথা বলিতে চাহিতেছিলেন। যুবতী কন্যাকে শ্বশুরালয়ে না যাইতে দিয়া সর্ব্বদা বাটীতে রাখা দোষ, কে না বলিবে?

গোলেমালে বাকি রাত্রি টুকু কাটিয়া গেল। গাড়ী আসিবার সময় হইল, রাণীজী দ্বারবানকে দিয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা ঐ গাড়ীতে যাইতে চাহেন, তাহাতে আমার পরামর্শ কি? আমার সৎপরামর্শ চাহিয়াছেন, আমার একটু আহ্লাদ হইল, বলিলাম, 'আচ্ছা ত হ্যেয়, চিজবস্তু সামালো যাকে।' দ্বারবান ফিরিয়া গিয়া আবার আসিল ও কহিল, 'রাণীজী আপ্‌কো মিনতি করতে হ্যঁয়, আপ্‌ উন্‌কো সাৎ করকে লে যাঁওগে।' আমি কলিকাতায় যাইব সত্য, কিন্তু বড়লোকের পরিবার সঙ্গে লইয়া যাওয়া আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু খাতিরে পড়িয়া যদি কাশীতে কামিনীর বাটীতে যাইতে পারিয়া থাকি, তবে উহাঁ-দিগকে সঙ্গে করিয়া রেলে যাইব অসঙ্গত নহে, সুতরাং বলিলাম, 'আচ্ছা কহ যাকে হাম সাৎ যায়েঙ্গে।'

আবার ক্ষণেক পরে সরকার আসিয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল; নাম বলিলাম। কবে সরকারের খানিকটা জমী তদারক করিতে গিয়াছিলাম, সে আমায় চিনিতে পারিল।

গাড়ী ত আসিতেছে, তাঁহাদের সকল জিনিষ বাঁধা ছাঁদা হইয়াছে, রমণীগণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া বসিয়াছে, নীলকণ্ঠ তাঁহাদের কাছে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, আমি ভাবিতেছি, সঙ্গে যাইব বলিয়া কি গর্হিত কার্য্যই করিয়াছি। বিধাতা অনুকূল হইলেন, সেই গাড়ীতে সেকেন্‌ক্লাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া একটী বাবু দারবান্‌কে ডাকিল 'রামসীং হিঁয়া কেউ?' রমণীগণ দেখিলেন তাঁহাদের কর্ত্তা, রামসীং দেখিল তাহার রাজাবাবু; আমি দেখিলাম তিনি পঁচানন্দ বাবু, নীলকণ্ঠ [illegible] মামা; স্বর্ণলতা বদনে আর একটু কাপড় টানিয়া দিল। সরকারকে কহিলাম, 'ওঁদের বল, বাবু এয়েছেন, আমার আর সঙ্গে যাইবার আবশ্যক নাই, তাই আমি অন্যত্রে যাইতেছি।' আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া অন্যদিকে একখানি গাড়ীতে উঠিলাম, দেখিলাম তাঁহারা সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। *

---

* নীলকণ্ঠের ভদ্রতা ভাবিয়া দেখ, সেই এক হতভাগা বেনয়ারী লাল আর এই এক ভদ্র সন্তান নীলকণ্ঠ। রেলওয়ে আফিসে যে ভদ্র লোক নাই

দুই তিনটা ষ্টেসন পার হইয়াছে, দ্বারবান খুঁজিতে খুঁজিতে আমার নিকট আসিয়া কহিল, 'বাবু আপ্

কেমন করিয়া বলিব? তবে অধিকাংশই অভদ্র। যাহারা ভদ্র, রেলে কর্ম্ম করিতে আসিয়া হয়ত তারাও অভদ্র হইয়া উঠে। রেলওয়ে চুরি শিখিবার একটী উপযুক্ত স্থান, অল্প বেতনে রাত জাগরণ, সে কেন করিবে? যদি রাত জাগিবে তবে রাত্রে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার উপায় থাকিতে কেন না করিবে? প্রতিদিন নূতন নূতন মুখ দেখিতেছে, তাহার কি আর বহুদর্শিতা বাড়ে না? রেলে যাহা আসিবে যাইবে তাহাই তাহার প্রাপ্য, না দিলেই চুরি করিবে। আর সুযোগ পাইয়া যদি চুরি না করিবে তবে সময়ে সময়ে বিনা অপরাধে যখন কর্ম্ম যাইবে তখন খাইবে কি? ফিরিঙ্গির সঙ্গে না বনিলেই কর্ম্ম যাইবে? বিচার কে করিবে, সাবারই এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান। তুমি যদি আমার কথা না রাখ, আমি তোমার কথা রাখিব কেন? রেলে যত হিন্দুস্থানী (বাঙ্গালী ও পশ্চিমে) কাজ করে, সাহেবেরা তাহাদিগকে গোলাম ভাবিয়া লন সুতরাং যুক্তি-সিদ্ধ কাজ করিয়াও তাহারা তাহাদের (আপিসারদিগের) ক্রোধের কারণ হয়। তাই কথায় কথায় ডিসমিস্ তাহে আপিল নাই।

পেসেঞ্জার গাঁট হইতে কিছু দিয়া যদি পরিত্রাণ পাইত তাহা হইলেও এত দুঃখও ছিল না। জাতি কুল রাখা ভার। এক খানি ক্ষুদ্র বোবন ভাঙ্গা কোমরে বাধিয়া কাল কনেষ্টবল যে রূপ অত্যাচার করে, তাহাতে কাহারও জাতি কুল না থাকিবার সম্ভাবনা। আগ্রায় একজন জুডিসিয়েল লাইনের উচ্চতম পদাভিষিক্তকে এক জন সামান্য কনেষ্টবল জমাদার অপমান করিল, তখন সামান্য অল্প বুদ্ধি জনকে যে অপমান করিবে তাহার আর কি? অথবা দরিদ্র রমনীদিগের প্রতি কি অত্যাচার না হয়?

মনিব ভাল হইলেও ভাল হয়। রেলওয়ে কোম্পানি এলাহাবাদে সাধারণের জন্য যে পায়খানা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা প্রকৃত নরক, আর সাহেবদের জন্য যেটী, সেটী তাহার কাছে স্বর্গ। ভদ্র লোক সে নরকে যাইতে পারে না অথচ সাহেবদিগের পায়খানায় গেলে মেথর তাহাকে অপমান করিতে উদ্যত হয়। "Gentleman" "জেন্টাল্ মান" বলিয়া সেই দ্বারের উপর লিখিত আছে। Gentleman মানেত ভদ্রকে বুঝায়; রেলওয়েতে তাহার মানে "সাহেব", কে বুঝিবে? "Ladies" "লেডিস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক চড়িতে পাইবে না, আর "European" "ইউরোপিয়ান" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে কত ছুট ফিরিঙ্গি অনায়াসে ট্রাভেল করিতেছে। অন্য গাড়ীতে স্থানাভাব, অথচ "European" কামরায় সুধু একজন মাত্র ফিরিঙ্গি পুত্র বসিয়া শুইয়া যাইতেছে, সে গাড়ীতে

হুঁয়া বয়ঠেঁ হেঁ, রাজাবাবু আপ্‌কে মুলাকাৎ করনেকো আওঙ্গে।' আমি দেখিলাম সর্ব্বনাশ, যে ভয়ে আমি রমণীদিগকে দেখা না দিয়া সরিয়া পড়িলাম, সেই ভয়ই আনিয়া জুটিল। বড়লোককে দেখিতে পারিনা, তাহাদের চাল চোল আমার মত নহে, অতি অম্বুজের মত, তাই দেখিতে পারি না। যাহা হউক দ্বারবানকে আর কি বলিব, বলিলাম, 'কেয়া দরকার! বাবুকা তকলিফ্ হোগা, দেশমে যাকে ভেঁট হোগা।'

অপর ষ্টেসনে সে আমার গাড়ী হইতে নামিয়া

লোক তুলিবার যো নাই। যে কোম্পানীর এমন সকল নিয়ম তাহার কর্ম্মচারী ভদ্র হইবে কেন? ভদ্রতা করিবার তো জোই নাই। গ্রীষ্ম কালে দ্বিপ্রহরের তাপে তৃষ্ণায় পেসেঞ্জারের ছাতি শুখাইয়া যাইতেছে, জল ডাকিতেছে, জলওয়ালা দুই জন পাঁড়ে (কি জাতি জানি না) এক জন ষ্টেসন মাষ্টারের পুত্রকে লইয়া খেলাইতেছে, আর এক জন তাঁহার রসুই করিতেছে। কে জল আনিবে?

যে গাড়ীতে কোন একটী সুন্দরী বসিয়াছে সেই গাড়ীর কাছেই কর্ম্মচারীদিগের যত কাজ। একজন মেমকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য পাঁচ সাত মিনিট বিলম্ব সহিতে পারে, কিন্তু একজন অবগুণ্ঠিতা হিন্দু মহিলাকে ঘন্টা দিবার সময় গাড়ীতে উঠিতে দেখিলে হাত ধরিয়া নামিয়া দেওয়া হয়। হাওড়ার যে দুই চারিটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা এখনও ভুলিতে পারি নাই। সাহেব গাড়ীতে উঠিয়াছে, মেম পিছনে পড়িয়া রহিল, কে করে এমন ঘটনার কথা শুনিয়াছে কিন্তু বঙ্গবাসী নেটিভদিগের মধ্যে তো এরূপ আক্‌সার ঘটিতেছে। সে দিন শিয়ালদহ ষ্টেসনে দেখিলাম গাড়ীর সময় হইবার পূর্ব্বে ফিরিঙ্গির আসবাব তুলিতে দিতেছে, ভদ্র বঙ্গবাসীর জিনিস তুলিতে বিশেষ আপত্তি করিতেছে; কিছুতেই তুলিতে দিল না। ফিরিঙ্গিকে দেখিয়া কনেষ্টবল দ্বার খুলিয়া সরিয়া দাড়াইতেছে, ভদ্র বাঙ্গালীকে দেখিলেই সেই খোলা দ্বার বন্ধ করিয়া চাপিয়া দাড়ায়। দেশী ও বিদেশীর জন্য ভিতরে ভিতরে পৃথক নিয়ম থাকায় কর্ম্মচারীও সেই পার্থক্য রক্ষা করিয়া থাকে। রেলওয়ে সম্বন্ধে কত কথা বলিব; বলিলে ত শেষ হইবে না।

গেল, তাহার পরই একটী বড় ষ্টেসন। গাড়ী সেখানে প্রায় এক কোয়াটার থামে, রামসিংয়ের রাজা বাবু আসিয়া গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। রামসীং আমাকে দেখাইয়া দিল। 'ওঃ আপনি এখানে' বলিয়া দ্বার খুলিতে গেলেন, দ্বার খুলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইলাম, অনায়াসে বসিলেন। অহঙ্কার করিয়া, 'ইণ্টরমিডিয়েটে বসিব না ;' বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন না।

লোকটা দেখিতে সুপুরুষ, কিন্তু অতি স্থূলকায়, ফটিকের মামীর সমযোগ্য। ধন থাকিলেই আমাদের দেশের লোকের ভুঁড়ী হয়, তা হউক। কথায় বার্ত্তায় বেশ সুজন বলিয়া বোধ হইল। গাড়ীতে উঠিয়াই আমায় কহিলেন, 'আপনি না থাকিলে আমার ঘোর বিপদ হইত, আমি আপনার নিকট বড় বাধিত হইয়াছি, আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি, ঠগি বন্দবস্তে আপনার নাম অনেক দিন শুনিয়াছিলাম, কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।' আমি, কহিলাম 'আপনি ও কথা বলিবেন না, আমায় অপ্রতিভ করিবেন না, আমা-দ্বারা আপনার কি সামান্য উপকার হইয়াছে, তাহার আবার উল্লেখ!' তাহার পর অনেক কথা বার্ত্তা হইল, ক্রমে ফটিকের কথা উঠিল, ফটিক তাঁহার উত্তরাধিকারী, 'বহিয়া' যাইতেছে, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত

দুঃখিত, ইত্যাদি কত কথা হইল। শেষে গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল, তাঁহাকে যাইতে বলিলাম, তিনি আমায় তাঁহার বাটীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহার বাটীতে কখনও যাইব কি না, বলিতে পারি না। আজ জামালপুরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি, বড় ক্লান্ত, এখানকার কথা পরে লিখিব।

নবম চিঠি।

জামালপুরে এখন আর সে ধুমধাম নাই। ষষ্ঠীতে সুরা দেবীর বোধন বসে না, দশমীতে গাড়ী বোঝাই বোতলের মুঙ্গের গঙ্গায় আর বিসর্জ্জন হয় না। উপাসকেরা বিজয়া দুঃখে কুস্থানে পড়িয়া থাকে না। জামালপুরের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই শুভকরী পরিবর্ত্তন হেতু সেই মহৎমনুষ্যকে শত-বার ধন্যবাদ করি।

নূতন ধর্ম্ম যাজনে দেশীয়লোকের খিষ্টান হওয়ার মূলে সাঙ্ঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে। অথাদ্য খাই-বার জন্য, পেনামা-যোজকস্বরূপ ক্ষীণকটী প্রদর্শক

গাউন পরিহিতা কামিনীকে কোলে বসাইবার জন্য, কোন নির্ব্বোধই খ্রিষ্টান হয় না। দুকুল—পিতৃকুল মাতৃকুল, দেশীকুল বিদেশীকুল, হিন্দুকুল আর সাহেবী কুল নাহাক কেহ হারাইতে চায় না। খ্রিষ্টান হইলে হিন্দুরা ত লইয়া চলিবেই না, সাহেবেরাও বসিতে ঠাঁই দেবে না, সঙ্গে লইয়া খাওয়া দূরে থাক। পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্মকে আচার ভ্রষ্ট বলুক,—ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করে না, কিন্তু খ্রিষ্টান অস্পর্শীয় ভাবিয়া তাহার ছায়া মাড়ায় না।

কিন্তু এখানকার ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। চক্ষে দেখিয়া কেমন করিয়া তাহা অসঙ্গত বলিব? মানুষের পা পূজা ঘোর পৌত্ত-লিকতা। এ ব্রাহ্মদিগেরও মধ্যে তবে পা পূজা বিশ্বাস করিব কি? এই বিষয় লইয়া গোস্বামী বড় গোলমাল করিতেছেন।

একদিন দেখিলাম, গুরু আসিতেছেন, সেই অপেক্ষায় ইয়ংষ্টার ব্রাহ্মগণ দলে দলে আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইলেন। গুরুর গাড়ী যেখানে লাগিল সেই বরাবর একখানি লাল বনাত বিছাইয়া দিলেন। গুরুজী গাড়ী হইতে চর্ম্মপাদুকা পরিয়া সেই বনা-তের উপর দিয়া অভিবাদন কুড়াইতে কুড়াইতে গেলেন, তাঁহার পদ ধূলি (পদ ধূলি কোথায়) লই-

বার জন্য বনাত ধরিয়া টানাটানি পড়িয়া গেল, দুর্ভিক্ষে অন্ন দেখিলে কাঙ্গালেরা যেরূপ ব্যাকুল হয়, ব্রাহ্মগণ তেমনি ব্যাকুল হইলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ বনাতের একটী কোণ ছিড়িয়া গেল, যাহাদের ভাগ্যে যে অংশ ছিল তাহা ঝাড়িয়া বা তাহাতে হাত বুলাইয়া পদধূলি সংগ্রহ করত মাথায়, জিহ্বায়, সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ করিলেন। আবার তখনই বাহিরে আসিয়া, কাঁশর, ঘণ্টা, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, করতাল বাজাইতে বাজাইতে, বিচিত্র অজেয় পতাকা উড়াইতে উড়াইতে, গুরুর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে লইয়া গেলেন। কলিযুগে এ গুরুকে কোন্ অবতার বলিব, ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারি না।

ভূপাল সিং অডিট আপিসে চাকরি করিত, নূতন ধর্ম্ম টুকু এক গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মস্তিষ্কে (mania) ক্ষেপামী [illegible]ড়ল,—এক ব্যক্তি দুই মনিবের কাজ করিতে পারে না। সে একদিন আপিসে ইস্তফা পাঠাইয়া দিল, সাহেব তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন, তাহার ইস্তফা মঞ্জুর না করিয়া তাহাকে মাস কয়েকের বিদায় দিলেন ও তাহার বন্ধুগণকে বলিয়া দিলেন ভূপালের রীতিমত চিকিৎসা করান হয়। ভূপালের মনোবিকার দূর হওয়া দূরে থাকুক, আরো বৃদ্ধি পাইল। সে নব

প্রণালীতে আপনার বিধবা ভগিনীর বিবাহ দিল ও নিজেও একটী বিধবাকে বিবাহ করিল। পরিণামে অল্প বেতনে প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তাহার স্বার্থশূন্যতা দেখিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলী তাহাকে যার পর নাই মুখের আদর করিতে লাগিল, অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার সহিত তাহার আলাপ হইতে লাগিল।

উপরি নজরে বাঙ্গালীর ছেলেরা খারাপ হয়, সত্য কথা। সিংহ ক্রমে সংসার-ত্যাগী হইল, ক্রমে অন্না-ভাবে শীর্ণকায়, মলিন বদন, পরিধান অভাবে ভিখারীর মত হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ একদিন তাহার চৈতন্য হইল; সে ভাবিয়া দেখিল, সে কি ছিল কি হইয়াছে, দেখিল অপরাপর সকল ব্রাহ্মিকা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বেড়ায়, তাহার স্ত্রীর অঙ্গে একখানা অলঙ্কার নাই, পরিধানে পরিষ্কার একখানা কাপড় নাই। দেখিল কাল খাইবে তাহার মত ঘরে দ্রব্য নাই, হাতে অর্থ নাই। সে, ফণ্ডে টাকা প্রার্থনা করিল, মঞ্জুর হইল না, ধার চাহিল কাহারও নিকট পাইল না, তখন সে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের মাঠের এক-পার্শ্বে কতকগুলি প্রস্তর লইয়া বসিয়া রহিল। ভূপাল ক্ষেপিয়াছে,—যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে। আর ভূপালের সে আদর নাই, ভূপাল তত চটিতেছে।

ক্রমে সমাজ বসিবার সময় আচার্য্য আসিলেন—সস্ত্রীক আসিলেন।' তাঁহার স্ত্রীর অলঙ্কার দেখিয়া ভূপাল আর না থাকিতে পারিয়া যার পর নাই কটু গালি দিয়া পাথর ছুড়িতে আরম্ভ করিল। কে কোথায় পলাইবে! সে দিন সমাজ হইল না, ভূপালের পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়াছে।

কাল সন্ধ্যার প্রাক্কালে ব্রাহ্মসমাজের মাঠে বেড়াইতে ছিলাম। একখানি পালকি আসিতে ছিল, তাহার দ্বার খোলা। পালকী পাশাপাশি আসিতেই দেখিলাম, তাহার মধ্যে দুইটী যুবতী রমণী মুখমুখী হইয়া বসিয়া আসিতেছে। আমাদের ছয় চক্ষে চাওয়া চাহি হইল। আমার দুই চক্ষু বলিল, "একি! দ্বার খুলিয়া কেন?" তাহাদের দুই যোড়া চক্ষু পরস্পরে তাকাতাকি করিয়া উত্তর করিল, "খুব করেছি—কর্‌বে কি।" আবার তখনি মুচকি হাসিয়া একটী কামিনী একটা দ্বার একটু টানিয়া দিল, সে টুকু লোক দেখান টানা। পালকী চলিয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম তাঁহারা ব্রাহ্মিকা। শুনিলাম একটী—বাবুর স্ত্রী, অপরা—তাঁহার স্বামীর ভগ্নী, যাহাকে অশিক্ষিতা মেয়েরা "ননদ" বলে। তিনি বিধবা, কিন্তু বৈধব্য লক্ষণ তাঁহাতে কিছুই ছিল না। তিনি মুখ মুছিয়া পান খাইয়া ঠোঁট দুখানি রাঙ্গা করিয়াছিলেন;

পরিধানে সেই দিব্য লাল বাগানে মিহি সাড়ি ধূতি, গায়ে দুচার খানা অলঙ্কারও ছিল, আর মুচ্‌কি হাসি টুকুও ছিল। মাথায় সিন্দূর সধবারই থাকে না— বিধবার কেন থাকিবে?

শুনিলাম সন্ধ্যার সময় গঙ্গাতীরে অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সমবেত হন। তাহার মধ্যে একজন কপট ব্রাহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি রেলওয়ে (Military) কর্ম্মচারী—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন।

কামিনীর দুষ্টচরিত্র নাকি এখানে মার্জ্জনীয়! হইতেই পারে, কেন না মুঙ্গের ব্রাহ্মের পীঠস্থান।

সীতাকুণ্ডে চড়ুইভাতি উপলক্ষে অনেক বেলা হইয়া থাকে। সকল কথা লিখিতে গেলে সেই ব্রাহ্মগণের নিন্দা করা হয়, আর বলিতেও পারিনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মে কাহার অশ্রদ্ধা? ব্রাহ্মধর্ম্ম নীচ প্রবৃত্তি, অল্পবুদ্ধি লোকের ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি পবিত্র ধর্ম্ম, সার ধর্ম্ম, শেষ ধর্ম্ম। 'ছেলে ধরিতে পারেনা কেউটে ধরিতে যায়,' কি কথাই কথিত আছে? দেবতার ভয়ে, দেশাচার ভয়ে, জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে কুকার্য্য হইতে যাহারা বিরত হইতে পারে না, তাহারা নিরাকার ভগবানকে উদ্দেশে মনে করিয়া সৎপথ অবলম্বন করিতে কেন সক্ষম হইবে? এই কুলাঙ্গারদিগের

অপবাদে ধর্ম্মের দুর্নাম হইতেছে, ধার্ম্মিকেরও বদন অবনত হইতেছে। যেমন নেটিভ খ্রীষ্টান দলে, সেইরূপ ব্রাহ্মদলে, ছোট লোকেরা ভদ্র লোকের সমকক্ষ হইবার প্রত্যাশাপন্ন হয়। অমুকের সঙ্গে বসিতে পাইব, অমুকের সঙ্গে বসিয়া খাইতে পাইব, অমুকের দুহিতাকে বিবাহ করিতে পারিব এই আশায়ে নীচকুল পরিত্যাগ করিয়া মিশ্রকুলভুক্ত হয়, ধর্ম্মজন্য তাহারা কখনই একটু মাত্র ব্যাকুল নহে। এই সমুদায় লোক ঘোর পাপী, পাষণ্ড, পরিত্যজ্য।

চর্চ্চে বসিয়া দেখিয়াছি, যে মিস্ ভাল বাজাইতে পারে, যে মিস্ ভাল গাইতে পারে, যে দেখিতে সুন্দরী তাহারই দিকে শত শত কপট উপাসকের দৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজে 'লেডিরা' নাকি একসঙ্গে বসে না, দূরে বসে, আলাদা বসে, সেই জন্যই হউক বা চক্ষুলজ্জা বশতঃ হউক (অনেক লোকেই গুরুর দেখা দেখি, বলিয়া থাকে) ব্রাহ্মরা চসমা ধরিয়াছেন। ভগবান কেবল কানা লইয়া সমাজ পাতিবেন কেমন করিয়া বলি, যদি তাহারা প্রকৃত কানা হইত তাহা হইলে আমরাও দুঃখিত হইতাম। তাহারা ত সকলেই কানা নহে। অনতিদূরে, উচ্চে, নীচে, সর্ব্বদিকে, ব্রাহ্মিকার বেলওয়ারী চুড়ির মৃদু মৃদু টুনু নুনু শব্দ হইলেই তাহার যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়, কে কি

করিবে? তখনই সেই দিকে তাহার চক্ষু ছুটিতে থাকে, সে কি করিবে? পাছে অপরে দেখিতে পায় তাই চক্ষে আড়াল দিয়া রাখে; গুপ্ত চক্ষে দেখিতে থাকে! এ কৌশলটী উপাসনার অত্যন্ত অনুকূল। আর একটী কৌশল আছে—নাম লেখালেই দাড়ী রাখিতে হয়! তাহাদের কাহারও বাবার দাড়ী নহে, মা বাপ মরা দাড়ী নহে, তাহারা যে সকলেই 'কেশো রোগী' একথা কে বলিবে? যদি দাড়ী রাখিলেই সুশ্রী দেখাইত তাহা হইলে চিত্রকর কি আমাদের সুপুরুষ কার্ত্তিকের দাড়ী গজাইতে পারিত না!

ওহে, ভালকথা মনে পড়িয়াছে। ও সব কথা যাউক, ফটিকের সংবাদ দিই। ফটিককে পথে বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছি, সে কি বক্তৃতা করে জানিনা, তাহাকে দেখিয়াই আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া গেল, স্বর্ণলতার দুঃখের কথা বলিব মনে করিয়াও আর তাহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হইল না। আমি তাহার মাতুলকে তারে সংবাদ দিয়াছি।

শুনিতে পাইতেছি, ফটিক সীতাকুণ্ডে ব্রহ্মচারী বেশে ছিল, ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা তথায় ক্রীড়া কৌতুক করিতে গেলে অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকিবে, তাই তাহারা তাহাকে সৎলোক জ্ঞানে ব্রাহ্ম করিয়া লইয়াছে। ফটিকের বাহাদুরী আছে, কুপ্রবৃত্তি সাধনের

উপায় করিতে সম্যক রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছে। অনুমান করি সে কাশীতে কামিনীকে ফেলিয়া আসা অবধি এই ভণ্ডামী ধরিয়াছে। যাহা হউক, স্বর্ণের দুঃখ ভাবিতে গেলে ছোকরাকে শোধরাইতে ইচ্ছা হয়।

হতভাগা পেঁচারামের কথা কি লিখিব? সে যে পত্র লিখিয়াছে তাহার নকল পাঠাইতেছি, পাঠ করিয়া দেখিও। ভদ্রকুলে এমন মূর্খ জন্মে! ছি ছি ছি।

পেঁচারামের পত্র।

জয় বাবু!

তুমি আমার জ্যেষ্ঠ তুল্য, তুমি আমার দোষ মার্জ্জনা করিলে ভাল করিতে। আমাকে এখানে একাকী ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া গেলে! কেন গেলে তাহা বুঝিয়াছি, কামিনীর সহিত আমার কুসম্বন্ধ জানিতে পারিয়া রাগ করিয়াছ। ফেলিয়া গেছ বেশ, আমিও এ মুখ আর দেখাইব না। কামিনী দেশের চিঠি পাইয়াছে, ফটিকের সহিত তাহার কলঙ্ক রটিয়াছে, ফটিকের মাতুল সপরিবারে তাহার সন্ধান করিতে আসিয়াছে, কামিনী এখানে নাই যে তাহার দেখা পাইবে। সে কোথায় তাহা কেন বলিব? সে যেখানেই যাউক না, যেখানেই থাকুক না, তাহার সমস্ত বিষয়ে আমাকে উত্তরাধিকারী করিয়াছে। সে উইল আমার কাছে।

তাহাতে আমার স্বচ্ছন্দে চলিবে। আমার দেশে কেবা আছে যে তাহার জন্য দুঃখ করিব? বলিবে আমার স্ত্রী আছে; আছে তাই কি? সে পরিত্যক্তা, বিবাহের পর হইতে আর দেখা দিই নাই। বলিবে, সে ভরণ পোষণের জন্য নালিশ করিবে? তাহার বাপ পাড়াগেঁয়ে লোক, সে নালিশের কি জানে? পারত তুমিই তাহার তদ্বীর করিয়া দিও। আমি বরং তাহার নাম ও ঠিকানা বলিয়া দিতেছি। সেটার নাম স্দু, তার বাপের নাম জনরঞ্জন, নিশ্চিন্তপুরে আমার শ্বশুর বাড়ী।

তোমার সহিত আমার সেই দেখা, আর এই কাগজে কলমে শেষ। ইতি—

কাশী—

পেঁচার বিবাহ কালীন আমি দেশে ছিলাম না; সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু তোমার মনে থাকিতে পারে। সে যে ঠিকানা দিয়াছে তাহাই কি তাহার শ্বশুর বাড়ীর প্রকৃত ঠিকানা? মনে আছে আমি এক সৌদামিনীর বিপদের কথা লিখিয়াছিলাম, তাহারও পিতার নাম জনরঞ্জন, তাহারাও নিশ্চিন্তপুর নিবাসী। সেই সৌদামিনী ত পেঁচার সহধর্ম্মিণী নয়? কিন্তু আমি যে জনরঞ্জনের কথা লিখিলাম সে অতি নিঃস্ব ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে, সে কি সহরে তাহার কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ দিয়াছিল? যাহা হউক

তুমি আমায় শীঘ্র করিয়া সংবাদটী লিখিয়া পাঠাইবে। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম, পেঁচার পত্রের উত্তর দিলাম না। নিশ্চয় জানিও যদি সেই সৌদামিনী পেঁচার পত্নী হয় তাহা হইলে পেঁচাকে আমি বিশেষ জ্ঞান না দিয়া ছাড়িয়া দিব না।

জয়চাঁদের দশম চিঠি।

স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্রা হইলে তাহার বুদ্ধি, তাহার চাতুরি, তাহার কার্য্যকুশলতা, বুদ্ধিমান পুরুষের অপেক্ষা শতগুণ অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে হাসি মুখে মধুর ভাবে ক্রোধের তীব্রতাকে কোমল করিয়া ফেলে, চটুল নয়নের বিচিত্র কটাক্ষে ধর্ম্ম পরায়ণের চিত্তে ভাবান্তর উত্থিত করে, বিবেকীর বিবেককে টল বেটল করিয়া তুলে, যে তাহাকে ঘৃণা করিত তাহাকেও ভালবাসিতে, তাহার সহিত কথা কহিতে, লওয়াইয়া আনে। সরল অন্তঃকরণকে তাহার প্রণয় লালসায় অনায়াসে লোলুপ করিয়া তুলে। কাহার সাধ্য তার চিত্তের দ্বিভাব বুঝিতে পারে!

পেঁচারাম লিখিয়াছিল কামিনী কাশীতে নাই; অনুমান করি কামিনী পেঁচাকে লোভ দিয়া ফটিকের

অন্বেষণে বাহির হইয়া থাকিবে। পরশ্ব সন্ধ্যার সময় মুঙ্গের কোর্টের বাগানে বেড়াইতে ছিলাম। ফটিক তখন জনকয়েক পুরুষ ও রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মের বড়াই করিতেছিলেন, অব্রাহ্মদিগের নিন্দা করিতেছিলেন, কহিতেছিলেন, তাঁহাদের হিতাহিত বিবেচনা নাই, ধর্ম্ম বিষয়ে আনুরক্তি নাই, তাহারা ধর্ম্ম বুঝিতে পারে না, ধর্ম্ম রক্ষা করা অতি কঠিন, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে কত স্বার্থশূন্য হইতে হয়, ইত্যাদি; বেস মিষ্ট কথা গুলি বলিতেছিলেন, বুঝাইতে ছিলেন। একটী স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ফটিকের পানে তাকাইয়া ছিল, মাঝে মাঝে দাঁতে অধরোষ্ঠ দংশন করিতেছিল, আর আপনা আপনি কি বকিতেছিল। সহসা সে অগ্রসর হইয়া সেই শ্রোতৃবর্গের এক পাশে আসিয়া অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে দাঁড়াইল। কহিল, 'মহাশয় আমায় কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশ করুন।'

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এত অন্ধকার হয় নাই যে মনুষ্য চিনিতে পারা যায় না। ফটিক তাহার পানে চাহিলেন কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, সে রমণী তাঁহার পরিত্যক্তা কামিনী। চেষ্টা করিলে চিনিতে পারিতেন কিন্তু তখন তিনি বক্তৃতায় মত্ত, সেই মণ্ডলীস্থ যে ব্রাহ্মিকাকে ভাল বাসেন তাহার

মন রক্ষা হেতু হয়ত কামিনীর প্রতি ভাল করিয়া চাহিতে পারেন নাই। কামিনী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল, হৃদয়বেগ সম্বরণ করিয়া আবার কহিল "আমায় গুটিকতক ধর্ম্ম কথা বলুন না।" প্রথমে কামিনী যেরূপ কপট স্বরে কথা কহিয়াছিল, এবার সেরূপ পারিল না। তাহার দিকে ফটিক আবার ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই ভগ্নস্বর হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, "আমার বড় মাথা ধরিয়াছে, আজ এই খানে থাকুক, এখন বাটী যাইব।" তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মিকা তাঁহার মাথা ধরিয়াছে শুনিয়া ক্ষুণ্ণ মনে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন শ্রীকৃষ্ণ বাবু অকস্মাৎ মাথা ধরিল? আসুন আসুন আর বকিয়া কাজ নাই।" ফটিক পলাইতে পারিলেই বাঁচে! ব্রাহ্মিকা ফটিকের হাত ধরিয়া তুলিতেছেন—কামিনী দেখিয়া শুনিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, অবগুণ্ঠন তুলিয়া দ্রুত পদে ফটিকের কাছে গিয়া ব্রাহ্মিকাকে কহিল, "আপনি সরুন ও মাথা ধরা আমি আরাম করিব" বলিয়া ফটিকের হাত ধরিল। ফটিক তখন আর নাই! কামিনী কহিল, "তবে হে শ্রীকৃষ্ণ বাবু ভাল আছত? ফটিক গিয়া কৃষ্ণ হইয়াছে, সন্ধান ত পাইলাম, এখন কি উপায় করিবে?"

সকলের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, তাহারা কামি-

নীর কথা কিছুই জানে না। আমি একটু নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কামিনীকে চিনিবার যো নাই। সে ভ্রষ্টা হইয়াছে, সে ঘৃণাপাত্রী হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহার এককালে পরম সৌন্দর্য্য ছিল তাহাকে সে সৌন্দর্য্য-বিহীনা দেখিলে কে না দুঃখ করিয়া থাকে? আমার বড় দুঃখ হইল, তাহার প্রতি স্নেহ হইল, কিন্তু দুশ্চরিত্রা বলিয়া সেখানে সে স্নেহ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। আহা সে কামিনী আর সে কামিনী নাই!

কামিনী কাঁপিতে কাঁপিতে কাতর স্বরে কহিতে লাগিল, "আপনারা ভদ্রলোক হইয়া এমন নীচ প্রবৃত্তি পশুবৃত্তি নরাধমকে নিকটে বসিতে স্থান দেন? ইহার মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিয়া চিত্ত শুদ্ধির আশা করিতেছেন? ঘোর পাপাচারে অপনাদিগের যাজন কার্য্য কলঙ্কিত করিতেছেন, ইহার মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিলেও যে পাপ আছে!

"এই শঠ—প্রতারক—নরপিশাচ—উঃ হুহু—ইচ্ছা হয় নখে করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহাকে চিরিয়া ফেলি—হৃদয়কে চিরিয়া অন্তর্যাতনা হইতে এখনি মুক্ত হই।"

কামিনীর চক্ষে জল বহিল, স্বর ভগ্ন হইল, এক-হাতে অঞ্চল দিয়া অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "ফটিক, তুই আমায় কি করিলি! আমি

বিধবা ছিলাম, বেশ ছিলাম, সধবার সুখে ত আমার লালসা ছিলনা ; কেন তুই আমায় এ পথে লইয়া আসিলি ?

কয়েক জন লোক উঠিয়া গেল, ব্রাহ্মিকারা সরিয়া দাঁড়াইল, ফটিকের প্রিয় ব্রাহ্মিকা অবাক হইয়া ফটিকের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিতে আমার কৌতূহল দেখিয়া কামিনী আমার পানে তাকাইয়া কহিতে লাগিল, "মহাশয় ! আমি ধনীর ঘরের বিধবা, অভিভাবক হীনা বলিয়া ভগ্নীর বাটীতে অবস্থিতি করিতাম। এই ব্যক্তি আমার সহোদরার জামাতা, ইহার পত্নীকে—ওঃ স্বর্ণ—রে ! ইহার পত্নীকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম, সে একপ্রকার আমার হাতে মানুষ হইয়াছিল, সুতরাং এ ব্যক্তিও আমার অধিক স্নেহের পাত্র হইয়াছিল। ইহার কাল বয়সের উপর সন্দেহ না করিয়া আমি সর্ব্বদাই ইহার সেবায় অনুরত থাকিতাম। বিশেষতঃ আমার ভগ্নী ছাপোষা, জামাতার আদর অপেক্ষায় নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে পারিতেন না ; তিনি ইহার সেবা শুশ্রূষার ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

"তখন উহার স্ত্রীর বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ—ওঃ, অভাগী স্বর্ণ তখনও কিছুই বুঝেনা। আমি বসিয়া উহাকে জল

খাওয়াইতাম, আহার করাইতাম, এ ব্যক্তি আহার করিতে করিতে ইংরাজি নভেল হইতে গল্প শুনাইত, কখন বা ফিলজফি, কখন বা লজিক দ্বারা মনুষ্য স্বেচ্ছাধীন, পাপ পুণ্য কল্পনা মাত্র, স্বর্গ নরক নাই, বৈধব্য অরক্ষণীয় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা কহিত। আমি কিঞ্চিৎ ইংরাজি জানি, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইত। দুষ্ট হইবার ইচ্ছা ছিল না। এক দিন বুঝাইল "The world is in equillibrium," বৃন্দাবন, কাশী, প্রয়াগ, যত তীর্থ স্থান ঘোর পাপের স্থান, মুখ ফুটিয়া কহিল পাপ নাই, যদি পাপ থাকে সে পাপ ঈশ্বরের অনুমোদিত। আর এক দিন কহিল, যে মনুষ্য নারীকে আদর করে, আরাধনা ও পূজা করে সেই ধন্য। তাহার প্রতি ভগবান প্রসন্ন হয়েন। আমি কর্ত্তার কথা এক মনে ভাবিতেছিলাম, স্বর্ণ সেখানে ছিল না, শয্যা হইতে ফটিক উঠিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল,—"

কামিনী অত্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল, তাহার দুঃখ বেগ অসম্বরণীয় বলিয়া বোধ হইল। ফটিকের প্রতি আমার এমনি রাগ হইয়াছে যে কাটিয়া ফেলি, সে তখন অধোবদনে নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছে, যেন বাঁচিয়া নাই।

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল, "সেই অবধি স্বর্ণর সহিত ইহার যেন আলাপ নাই, আসিলেই

আমায় ডাকিত, আমারই জন্য আসিত, সেই অবধি স্বর্ণর প্রতি আমার স্নেহান্তর ঘটিল, দেখিলে ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া যাইতাম, কেন তাহা বলিতে পারি না। দু এক দিন ভগ্নী, স্বর্ণর আড়ালে আমায় ইসারায় দুকথা বলিয়া ফেলিলেন, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ক্রমে প্রতিবাসিনীরা ঠারে ঠোরে গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিল। ফটিক যাওয়া আসা বন্ধ করিল—স্বর্ণকে ফটিকের মামার বাড়ীতে পাঠান হইল,—কিন্তু এ ব্যক্তি তবু আমার প্রতি আনুরক্তি ত্যাগ করিল না, আমায় পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল, আমায় লওয়াইল, 'গঞ্জনা সহিয়া কাজ কি?' আমার নিকট ধন আছে, আমি কাশীতে গিয়া থাকিব, ভাবিয়া দিদিকে ইসারায় বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম। সময় নির্দ্দিস্ট ছিল, স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; ও আমায় সঙ্গে করিয়া গাড়ীতে উঠিল।”

তাহার পর গাড়ীর যাত্রা—সে ত বলিয়াছি। তাহার পর ফটিকের কাশী পরিত্যাগের কথা—পেঁচারামের সঙ্গে গিয়া যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাও বলিয়াছি।

“আমি শুনিলাম এ ব্যক্তি দেশে যায় নাই, জানি ইহার চরিত্র আর শীঘ্র শুদ্ধ হইবার নহে; খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া এই দেখা পাইয়াছি,

মহাশয় আমি ত আত্মঘাতিনী হইব, কিন্তু ইহাকে কিছু শিক্ষা না দিয়া যাইব না” বলিয়া ফটিকের হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া এক দিকে চলিয়া গেল। আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম, দেখিলাম কামিনী তাহাকে লইয়া একখানি সামান্য কুটীরে প্রবেশ করিল। আমি ফিরিয়া আসিলাম। চিত্ত চঞ্চলতা বশতঃ রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না, প্রাতে উঠিয়া সেই দিকে গেলাম ; তখন ফটিককে বুঝাইয়া, কামিনীকে বুঝাইয়া তাহাদের মধ্যে যথাবিধান করিয়া দিব ইচ্ছা হইয়াছিল। গিয়া দেখিলাম লোকে লোকারণ্য, একটা বিষম ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে, কেহই ঠিক্ কথা বলিতে পারে না। দেখিলাম ফটিক পুলিষ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া থানায় যাইতেছে। তাহারা যে ঘরে রাত্রিবাস করিয়াছিল তাহাতে সরকারী তালা পড়িয়াছে। কত কথা শুনিতে লাগিলাম, কেহ বলিতেছে, ফটিক তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে, বিষ খাওয়াইয়াছে, কেহ বলিতেছিল, ফটিক যখন সে লাশ লইয়া যায় তখন সে দেখিয়াছিল। বুঝিতে পারিলাম, কামিনী সম্বন্ধে গোল, হয় ত সত্য সত্যই কামিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছে। ফটিকের ঘোর বিপদ !

তখনই একজন দারোগা (Inspector) আসিয়া তালা খুলিল, ঘরে কেবল একটী কলসী, একটী ছুরী

একটা প্রদীপ, আর একটা সামান্য বিছানা বিছান ছিল। আর একটা ঝরকার উপরে একটা দোয়াত ও একটা কলম ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে বালিসের নীচু হইতে একখানি কাগজ বাহির করিল। কাগজে কি লেখা ছিল সে পড়িয়া 'জাল ভি কিয়া' বলিয়া পকেটে রাখিতে যায়, আমি তাহাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম। অনুগ্রহ করিয়া সে আমায় পত্র খানি দেখিতে দিল।

"প্রাণাধিকা স্বর্ণ!

"ফটিক আমার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে! যে রমণীর সতীত্ব নাই, জগতে সে সর্ব্বস্বান্ত নয় ত কি? তোমাকে আমি প্রতারণা করিয়াছি, তোমাকে দেখিয়া জ্বলিয়া মরিয়াছি, তুমি তাহা জান না। যখন কৃত পাপের জন্য বিরলে বসিয়া কাঁদিতাম, তুমি দেখিতে, জিজ্ঞাসা করিতে, কিন্তু আমি ফুটিতে পারি নাই। ফটিককে সাবধান করিয়া দিতে তোমাকে আর শিখাইতে পারি নাই। তাহার প্রতিফল যথেষ্ট পাইয়াছি।

'মা, আমি তোমায় সপত্নী চক্ষে দেখিয়াছি, তুমি কেমন করিয়া জানিবে, এখনও তাহা তুমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে! তুমি যে আমার হাতে মানুষ করা। যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে—আমি তোমারও সুখের পথে কাঁটা বিছাইয়া চলিলাম—কিন্তু ফটিককে

অনুরোধ করিয়া বলিয়া চলিলাম, আমার প্রায়শ্চিত্ত হেতু সে যেন আজ অবধি অপরা রমণীর প্রতি অনুরক্ত না হয়। তাহাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছি। যদি সে তোমাতে আশক্ত হইয়া সংসার ধর্ম্ম করে, মা কৃপা করিয়া এই অভাগীকে ক্ষমা করিও।

"আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে দান করিয়া গেলাম, সে ধনে আর কেহই অধিকারী নহে। কাশীতে বাঙ্গালী টোলায় ৺রাসময়ীর বাটীতে যে পেঁচারাম আমার সেবা করিয়াছিল তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ পাঁচশত টাকা দিও।

কামিনী।"

কামিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছে তার সন্দেহ কি? এখন পত্রখানি তাহারই স্বাক্ষরিত স্থির হইলেই ফটিকের পরিত্রাণ হয়। ফটিকের মাতুল আসিলে যাহা হয় করা যাইতে পারে, ইতি চিন্তায় ও কামিনীর পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনে পত্র খানি পকেটে ফেলিতে-ছিলাম, Inspector চাহিয়া লইল। তাহাকে বলিলাম "কয়েদীর কোন অপরাধ নাই—যাহা হউক তোমাকে বলিয়া যাইতেছি যেন মকর্দ্দমা গড়িয়া ঠিক করিও না। যাহাকে গেরেপ্তার করিয়াছ সে কলিকাতার একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সন্তান, আর আমিও ত পত্রের মর্ম্ম দেখিলাম।" Inspector মুচকি হাসিয়া 'আমরা

কি অভদ্র, মহাশয়!' বলিয়া চলিয়া গেল। আমিও ফিরিলাম।

কামিনীর যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, ফটিকের অমঙ্গলে এখন স্বর্ণলতার অমঙ্গল। ফটিককে কোন প্রকারে তাদৃশ কদাচার হইতে একবার বিরত করিতে পারিলে হয় ত তাহার আর কুমতি হইবে না। কি প্রকারে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে? তাহার মাতুলের তিরস্কারে কতকটা হইবে, আমি বুঝাইলে কি কিছু হইবে না! এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিয়া পঁহুছিলাম।

দ্বারে একজন ভৃত্য কহিয়া দিল, 'কলিকাতা হইতে জনকতক বাবু আসিয়াছেন।' আমি বুঝিলাম ফটিকের মাতুল আসিয়াছেন। ত্রস্তে গিয়া দেখিলাম তিনি নূতন স্থানে বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন। দূর হইতেই বলিলাম, 'আসিয়াছেন, বেস করিয়াছেন।'

"কি খবর বলুন দেখি, আপনি আর জন্মে আমার কে ছিলেন বলিতে পারি না।"

আর দুটী লোক তাঁহার সঙ্গে বসিয়াছিল, তাই ফটিকের দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ না করিয়া বলিলাম,—

'মঙ্গল, এখন মুখে হাতে জল দিন।'

'না, আগে একবার সেটার সঙ্গে দেখা করা চাই, মনটা বড় উতলা হইয়াছে, বিশেষতঃ বাড়ী যাওয়া

অবধি বউমা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন, দুঃখের উপর অবার দুঃখ।' আমি নীরব হইলাম।

'ও কি, আপনি বিষণ্ন হলেন কেন? বলি, আছে ত।'

আমি তাঁহার হাত ধরিয়া সেখান হইতে উঠিলাম। বাহিরে আসিয়া সবিশেষ বলিলাম। পঞ্চানন্দ বাবুর চক্ষে জল বহিল 'এ ঘোর অবমাননা সহ্য করিতে হইবে, পুলিসে যাইতে হইবে। জয় বাবু, দেশে আমাদের আর মুখ দেখাইবার জো রহিলনা! আপনি শুনিয়া থাকিবেন দেশে দশজনে আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, সংবাদ পাঠাইলে ইন্‌স্পেক্টর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, হায় হায়, ছোঁড়াটার জন্য আমার মুখ হেঁট হইয়া গেল, আর ত উপায় নাই; অনুগ্রহ করিয়া চলুন, ছোঁড়াকে ত আন্‌তে হবে! হয়েছে কুলাঙ্গার তা আর করিব কি! আমার যেমন অদৃষ্ট।'

তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া থানায় চলিলাম, পথে যাইতে যাইতে শোকের ভরে তাঁহার সংসারের আর আর দুঃখের কথা কহিয়া ফেলিলেন, তাহা আর বলিব না। সারটুকু বলিয়া রাখি, 'সতী রমণী জগতে নাই' তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

থানায় ফটিক বিষণ্ন বদনে বসিয়া ছিল, মাতুলকে

দেখিয়া ঘাড় হেঁট করিল। পাঞ্চনন্দ বাবু দূর হইতে যাহা ইচ্ছা তাই বলিয়া ভৎ'সনা করিতে করিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন—থানাদারকে কহিলেন 'কই, কামিনীর সে পত্র কই!' থানাদার আমার মুখের দিকে তাকাইল, আমি ইসারায় কহিলাম 'দাও'। পত্রে কামিনীর স্বাক্ষর দেখিয়া পঞ্চানন্দ কহিয়া উঠিলেন 'এই বটে ত? বাপু, উহার অপরাধ কি, উহাকে ছাড়িয়া দাও।' থানাদার কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইল, আমি তাহার মনোগত কথা বুঝিতে পারিয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। সে পঞ্চানন্দ বাবুর নিকট কিঞ্চিৎ জলখাবার লইল, পঞ্চানন্দ নিজে তাহা স্বীকার পাইয়া ছিলেন। তাহার পর সানন্দে কহিল 'আপনারা বসুন, আমি পত্রের নকল করিয়া দিতেছি, আর আবেতামত মহাশয়দের মুখের দুটা কথা লিখিয়া লইতেছি।—'আমি ঐ কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম আমাদের কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তখনি ফিরিয়া আসিলাম। যাহা যাহা লিখিলে আমাদের ঁারে কোন বিপদ না ঘটে অথচ ভবিষ্যতে তোমাদেরও কোন ক্লেশ না হয় তাহাই লিখিতে বলিয়া দিলাম। সে লিখিতে লাগিল। কামিনী পঞ্চানন্দের অন্য সুবাদে ভাইঝি প্রকাশ পাইল। ভাইঝি বলিয়া কখন কখন কামিনী শ্বশুরালয়ে থাকিতে পঞ্চানন্দকে পত্র লিখিত, তিনি তাই তাহার স্বাক্ষর চিনিতেন। লেখা পড়া শেষ

হইলে ফটিককে লইয়া থানা হইতে চলিয়া আসিলাম। পঞ্চানন্দ বাবু পথে ফটিককে যেরূপ সস্নেহ বচনে বুঝাইতে লাগিলেন তাহাতে বোধ হইল, তিনি বড়মানুষ হইলেও সন্তানের প্রতি তাঁহার কতকটা প্রকৃত যত্ন আছে। তাঁহার এ বিচিত্র গুণ বলিতে হইবে।

গতরাত্রে তাঁহারা সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন; ভগবান করুন, ফটিকের কুমতি দূর হউক।

একজনের কথা কহিতে ত সমস্ত সময়টুকু অতিবাহিত হইল। আরও অনেক কথা লিখিবার ছিল এবার লিখিতে পারিব না। সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া রাখি। তোমার পত্র পাইয়াছি, পেঁচারামের প্রকৃত নাম সদানন্দ, তবে সেই সৌদামিনীই পেঁচারামের সহধর্ম্মিণী! এখন আমি পেঁচারামের পত্রের উত্তর লিখিব। সে যে অগাধ বিষয় সম্পত্তির জোর দেখাইয়াছে তাহা ত মোটে পাঁচশত টাকা? তাহও আবার সে না পাইলে না পাইতে পারে। আমি মানা করিলে বোধ হয় পঞ্চানন্দ বাবু কখনই দিবেন না। তাই বলিয়া তাহার ক্ষতি করিব না, দিন কতক উহা দিতে দিব না। সে কামিনীর ভরসায় কাশীতে বসিয়া আছে থাকুক, কামিনীর কি পরিণাম হইয়াছে সে মূর্খ তাহা জানে না।

জয়চাঁদের একাদশ চিঠি।

আমি নিশ্চিন্তপুরে আসিয়াছিলাম, আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সৌদামিনীর পতি-অনুরাগ দেখিবার জন্য আসিয়াছিলাম।

গত কল্য সন্ধ্যার সময় বড় মাঠ পার হইয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম; গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একখানি মুদিখানার দোকানে জনরঞ্জনের বাটীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল 'কর্ত্তার বাড়ী আপনি চিনিতে পারিবেন না। চলুন, দেখাইয়া দিয়া আসি।' সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

তখন একটু অন্ধকার হইয়াছে, দিকে দিকে গোশালার ধোঁয়া, রসুই শালার ধোঁয়া, আর পাশের 'ফেরি কণ্ডের' রাস্তার রাঙ্গা ধুলা উড়িয়া সেই আঁধার-কে ঘোর করিয়া তুলিয়াছে। আমাকে সে যে সোজা পথে লইয়া যাইতেছিল—সেটি সোজা নয়, আঁকা বাঁকা, ঘরের কানাচ দিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে পথটী মেটে, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তায় উচুনিচু; মাঝে মাঝে দুই একটী ঘরের দ্বার বা ঝরকা দিয়া প্রদীপের, নয় আগুনের আলো আসিয়া পথে পড়িয়াছে, সেই আলো আঁধারে দেখিতে ছিলাম, প্রায় সকল গুলিই মাটীর ঘর, চৌচালা, দাওয়াদার;

দেখিতেছিলাম কোথাও পথের উপর অশ্বত্থগাছ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ডাল ছাটিয়া দিয়া পথ করিয়া লইয়াছে; কোথাও ঘরের পাশে পথের ধারে খানা কাটা, তাহাতে বিবিধ বস্তুর পরিত্যক্তাবশেষ পড়িয়া দুর্গন্ধ উঠিতেছে, তাই আমি নাকে কাপড় দিতেছিলাম; দেখিতেছিলাম কোথাও দেওয়াল উঠিয়াছে চালা উঠে নাই, মাথার চালগুলি সহস্রাংশে খসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; দেখিতে-ছিলাম ঘরে ঘরে দুইচারিটা গাছ গাছড়া আছে, মাচা আছে, কোন কোন বাড়ীতে ধানের মরাই রহিয়াছে, একটা বাড়ীতে বুঝি ক্রিয়া হইয়া থাকিবে, এখনও 'মেরাপ' বাঁধা রহিয়াছে; এখানে ওখানে ছোট মন্দির—আর খান দুই মদের দোকান রহিয়াছে। অন্ধকারে এক রকম পোকা উড়িয়া চখে পড়িতেছিল, একটা ধরিয়া সে হাত শুকিয়াছিলাম, কি দুর্গন্ধ, কি তেত গন্ধ, তাই আমার গা বমি বমি করিতে-ছিল, চারিদিকে তাকাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। শুনিতেছিলাম গোশালার 'হেট হেট,' 'হো ছাবলী' 'হো রাংড়ী,' 'মর কালিন্দী,' গোসেবকের ইত্যাদি সম্ভাষণ। এক স্থানে সেই অন্ধকারে দাওয়ার উপর জনকয়েক লোক বসিয়া ভড়াক্ ভড়াক্ তামাক খাইতেছে, ফশলের খাজনার, ছেলে মেয়ের বিবাহের

দুই এক কথা বা মেলেরিয়ার বিষয় কহিতেছে। কোথাও বা 'আবাগীদের' আনুড়া চুরির ঝগড়া বাধিয়াছে, আঙ্গুল মটকাইয়া, হাততালি দিয়া, কর্কশ ভাবে গায়ের ঝাল ঝাড়িতেছে। কোথাও কাচছেলে কাঁদিতেছে, ছোট ছোট ছেলেরা নামতা মুখস্থ করিতেছে নয় চানক্য আওড়াইতেছে, মদের দোকানে জনকয়েক লোক বসিয়া 'আহ্লাদ অমোদ' করিতেছে, ঠাকুর মন্দিরে ঘণ্টার ক্ষণিক শব্দ হইতেছে, আর বোধ হইতেছিল অনেক দূরে মাঝে মাঝে যেন তবলার চাটী পড়িতেছে, সেই আওয়াজ আসিয়া লাগিতেছে।

গ্রামটী নিতান্ত ছোট নহে, আসিতে আসিতে দোকানদার আমার এক প্রকার সাপ্টা পরিচয় লইয়া ফেলিল। আমি কে, কি করি, কোথায় থাকি, কেন আসিয়াছি ইত্যাদি সকল কথা জানিয়া ফেলিল। তাহার পর কলিকাতার গ্যাসের আলো, কলের জল, লাটসাহেব কি কাজ করেন, তারে কেমন করিয়া খবর পায়, কলের গাড়ি কেমন করিয়া আগে পাছে সমান চলে, ইত্যাদি সামান্য সামান্য বিষয় গুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহার পর আকাশে ঝাঁটা উঠিয়াছিল বড় মড়ক হইবে, 'মা' ঘোড়ায় আসিয়াছিলেন দোলায় যাইবেন, তাহার পুরুত ঠাকুরের বড় ব্যাম, ইত্যাদি কত কথাই কহিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা বড় রাস্তায় আসিয়া উঠিলাম, বড় রাস্তাটী সোজা, পাঁচ ছয় হাত প্রসস্ত, খোয়া দিয়া বাঁধান, দুই ধারে মাঝে মাঝে কোঠা ঘর আছে, দোকান আছে, আর সারিবন্দি চারা গাছ বসান হইয়াছে, এ পথেও আলো নাই। খানিকটা আসিয়া দোকানদার পথের গায়ে একটী কোঠাঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল 'ও ঠাকুরদা ঘরে আছ গা? এই বাবু এয়েছেন।'

'কেরে রামকানাই?' বলিয়া এক বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল, এবং আমাকে দেখিয়া আদরে বাটীর ভিতরে লইয়া গেল। সম্মুখে একখানা চণ্ডীমণ্ডপ; চণ্ডীমণ্ডপে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, দেওয়ালের গায়ে একখানি শোলার 'মঙ্গল' মালা টাঙ্গান, সেখানে দেবীপূজা হইয়া গিয়াছে তাই সেই মালা; একপাশে একখানি তক্তপোষ পাতা, তাহার উপরে একখানি মাদুর বিছান, তাহার উপর কাশীদাসী মহাভারতের মত একখানি বই পড়িয়া আছে। আমাকে সাদরে সেই তক্ত-পোষের উপর বসিতে কহিল।

বৃদ্ধ আমাকে চিনিতে পারে নাই, আমিও তাহাকে চিনিতে পারি নাই। পশ্চিম হইতে সেই ফিরিয়া আসার পর তাহার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছিল। রাম-কানাই তাহার কানে কানে কি কহিল, বৃদ্ধ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, পরিচয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল,

'বাবা তুমি আমার সুদকে বাঁচাইয়া ছিলে' বলিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, ও তখনই রামকানাইকে তামাক সাজিতে বলিয়া বাটীর ভিতরে গেল ও অনতিবিলম্বেই একঘটী জল আনিয়া দাওয়ায় রাখিয়া দিয়া কহিল 'বাবা, মুখে হাতে জল দাও।' রামকানাইয়ের হাত হইতে শোলা ও চকমকি লইয়া 'রঘুকে একবার ডেকে দেও' বলিয়া তাহাকে কোথায় পাঠাইয়া দিল। চকমকি ঠুকিতে ঠুকিতে, আমি তাহার পর কোথায় গিয়াছিলাম, কি কি দেখিয়াছি, কবে আসিয়াছি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি মুখ হাত ধুইয়া বসিয়াছি, বৃদ্ধের কথায় উত্তর দিতেছি, ও দিকে বাড়ীর ভিতর ধূম পড়িয়াছে, কত প্রতিবাসিনী 'যিনি সুদকে বাঁচিয়েছেন' তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তাহার কিছুই জানি না। আমরা কথা কহিতেছি, একটী যোড়শী বা সপ্তদশবর্ষীয়া কামিনী সামান্য বসনা সুন্দরী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আসিয়া একটু স্থান মার্জ্জনা পূর্ব্বক একখানি আসন বিছাইল, তাহার পর একটী চুমকী ঘটীতে জল ও একটী পানের ডিবে আনিয়া রাখিয়া সরিয়া গেল। সেই রমণী সৌদামিনী, চিনিতে পারিলাম, তাহার প্রকৃতি ও অবস্থা দর্শনে আমার প্রাণে শেল বাজিল। পেঁচারাম দুর্ভাগ্য ভাবিয়া স্থির করিলাম। তাহার পরই আর

একটী অবগুণ্ঠনবতী বয়স্থা রমণী একখানি থালে করিয়া খাবার আনিয়া রাখিয়া দিয়া দ্বারের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। সেইখান হইতে 'হেঁ মামী, উনিই তিনি' এই কয়টী কথা বিনিঃসৃত হইল। বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, 'বাবা, মা উনিই তিনি, ইনিই আমার সুদকে বাঁচিয়ে ছিলেন।' বৃদ্ধ আমাকে জল খাইতে বলিল, জল খাইতে বসিলাম, আমার মনে কত আনন্দ! কত বিষাদ! বৃদ্ধ আমাকে খাওয়াইবার জন্য কাছে আসিয়া বসিল। সাঁক আলু, বেলের পানা, নেয়াপাতি নারিকেল, খানকতক পেঁপে, গুটীকত ফুলুরি, একখানি চন্দ্রপুলি, দুইখানি ক্ষিরের ছাঁচ, দুটী রসকরা, পুরু পুরু খানিক সর, আর একটু পাটালি গুড়। বলিলে হাসিও না, আমার মুখে সকল গুলিই অমৃত লাগিল, বোধ হইল যেন তেমন ফুলুরি ও চন্দ্রপুলি আর কখন খাই নাই। পাত্রে কিছু অবশিষ্ট ফেলিতেছিলাম, ভাল নয় বলিয়া নয়, আর খাইব না বলিয়া, বৃদ্ধ কহিল তাহা সৌদামিনীর প্রস্তুত, আমার আবার খাইতে ইচ্ছা হইল, সমস্তগুলিই খাইলাম।

ওদিকে অন্তরালে সেইরূপ গোল হইতেছিল, সেই দ্বারের পাশ হইতে ফুস ফুস শব্দে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল 'রাত্রে কি খাবেন, জিজ্ঞাসা কর না'। আমি কহিলাম 'আর কিছু খাইব না' কেহ তাহা শুনিল না,

বৃদ্ধ কহিল 'রঘু আস্থক।' তখনই রঘু আসিয়া উপস্থিত হইল, 'রঘু, এসেছ বাবা, যাওত, ছোট পুকুর থেকে একটা মাছ ধরে নিয়ে এসত।' রঘু অমনি ছুটিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধার দিকে মুখ তুলিয়া কহিল 'বাবু যা খান তা তোমরা ত তৈয়ার করিতে পারিবে না, স্থদকে খিচুড়ী রাঁধিতে বল।' সেখানকার কোলাহল সরিয়া গেল। আমি আবার বলিলাম 'না না' কেহ তাহা কানে ঠাঁই দিল না।

যথা সময়ে আহার করিতে বসিলাম, সৌদামিনী সেই তক্তাপোষের উপর আমার জন্য বিছানা বিছাইতেছিল, মশারী টাঙ্গাইতেছিল, তাহার মুখে এপর্য্যন্ত একটী কথা শুনি নাই, মুখখানি বিকসিত অথচ ম্লান, আমোদ যেন বিষাদে চাপিয়া রাখিয়াছে। আমি ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আহারীয় 'ভাল হয় নাই' বলিয়া সৌদামিনীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, আমি বারংবার 'ভাল হইয়াছে, উৎকৃষ্ট হইয়াছে, ক্ষুধা নাই তাই খাইতে পারিতেছি না' বলিতে লাগিলাম, তথাপি নিরপরাধিনী সৌদামিনীর তিরস্কার খাওয়া রদ করিতে পারিলাম না। হায়, আমার বড় দুঃখ হইল, আমার জন্য সে তিরস্কার খাইল। শয্যা প্রস্তুত করিয়া লজ্জিত ভাবে সৌদামিনী সরিয়া গেল।

যথা সময়ে শয়ন করিলাম। কত কি ভাবিতে লাগিলাম, ভাবিতে লাগিলাম, সকল গৃহস্থে সৌদামিনীর ন্যায় গুণবতী কন্যা জন্মে না কেন? সাধারণ গৃহস্থ কুলকামিনীর ন্যায় সৌদামিনী পতিভাগ্য পায় না কেন? কেন তাহার পেঁচার সহিত বিবাহ হইয়াছিল? পেঁচা তাহাকে কেন পরিত্যাগ করিয়া আছে? পেঁচার উপর বড় রাগ হইল, সে মূর্খ, সে নির্ব্বোধ, সে নিষ্ঠুর, ভাবিয়া সে ক্রোধ সম্বরণ করিলাম। ইচ্ছা হইল সৌদামিনীকে ডাকিয়া প্রবোধ দিই, তাহার স্বামীকে সৎস্বভাব ও তাহার অনুগত করিব বলিয়া সান্ত্বনা করি; ইচ্ছা হইল, তখনি কাশী হইতে পেঁচাকে লইয়া আসিয়া সৌদামিনীকে দেখাই, দেখাইয়া বলিয়া দিই তাহার সহধর্ম্মিণীর মত কয়জনের সহধর্ম্মিণী আছে? ভাই, তোমার প্রতিও একটু রাগ হইল, তুমি এতদিন হইল খোঁজ খবর লও নাই, পেঁচা তোমা কর্ত্তৃক পালিত, তাহাকে কেন সৎপরামর্শ দিয়া এ সৎগুণান্বিতা রমণীর অনুরত কর নাই? আমার রাত্রে নিদ্রা হইল না।

প্রাতে বৃদ্ধের সহিত বাগানে গেলাম, বাটী হইতে বাহির হইয়া যে দিক দিয়া যাইতেছিলাম, সেইদিকে যত ভূমি কি ধানের ক্ষেত, কি আকের ক্ষেত, কি আঁববাগান, কি দিঘী, কি পুষ্করিণী, এটা এতটাকার

জমা, ওটা অত টাকার জমা, ওটা খাসে আছে, বৃদ্ধ দেখাইয়া দিতে লাগিল, বৃদ্ধ একটী ক্ষুদ্র জমীদার বিশেষ। অবশেষে একটী বাগানে গিয়া উঠিলাম, বাগানটী ছোট খাট বোটানিক্যাল গার্ডেন বলিলেই হয়। তাহাতে নানা প্রকার গাছ আছে, কত প্রকার ভাল ভাল ফুলগাছ আছে, ডেলিয়া, মণ্টিক্রীষ্টো, নেপোলিয়ান নাই বটে কিন্তু বিবিধ প্রকার ঔষধের গাছ আছে, আমাদের ও অঞ্চলে সেরূপ কাহারও বাগান নাই। বৃদ্ধ এক একটী করিয়া তাহাদের গুণ বলিয়া দিতে লাগিল। তৎব্যতীত শাক শব্জি, ফলের গাছ অনেক আছে। বাগানে তিনটী পুকুর, দিব্য বাঁধা ঘাট, বেস জল, একটীতে নামিয়া মুখে জল দিলাম, সেই পুষ্করিণীতে স্নান করিলাম, শরীর শীতল হইল। বাগান দেখিয়া আমরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

ভিতর বাটীতে আহারের জন্য ঠাই হইয়াছিল, বৃদ্ধ আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। ভিতর বাটী চক-মিলান, প্রাঙ্গনটী প্রসস্থ, প্রাঙ্গনের এক পাশে গো শালা, বাটীর ভিতরে গোশালা রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধ কহিল 'বাটীতে আর পুরুষ নাই, যখন তখন মেয়েরা গরুর সেবা করিতে পারে।' গোশালায় পাঁচটী গরু, নিত্য প্রায় আধ মণ দুধ হয়।

অকস্মাৎ একটী ঘরের দিকে আমার দৃষ্টি পতিত

হইল, একটী অদ্ভুত সৌন্দর্য্য পূর্ণ জীবন্ত প্রতিমা দেখিতে পাইলাম।

মনে কর, কোন তরুণ বয়স্ক রূপবতী রমণী, এক-খানি সামান্য মলিন বসন বেড় দিয়া পরিধান করিয়াছে, সেই সাড়ির নিতম্বাভরণাংশে হরিদ্রার ঈষৎ ছোপ লাগিয়াছে, রমণীর সিঁথি অবধি অবগুণ্ঠন, সিঁথিতে সিন্দুরের প্রসস্থ রেখা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, রমণী বামহস্তে দক্ষিণ হাতের কুনুই ধরিয়া, দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, দক্ষিণ পদে ভর দিয়া পদ ঈষৎ উত্তোলন করত, ঈষৎ বক্র কটীতে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দুটী বড় বড় ও উজ্জ্বল চক্ষু অধঃদৃষ্টে চাহিয়া আছে, এ ভাবে চাহিয়া আছে যেন সে যাহার পানে তাকাইয়া আছে তাহা দেখিতেছে না, মুখখানি এমনি চিন্তামর, মনে কর তুমি তাহার চিন্তার কারণ অবগত আছ, তাহার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছ, তাহার জীবন বৃত্তান্তে সমূহ দুর্ভাগ্যের পরিচয় পাইয়াছ, তুমি তাহার দুঃখে কখন না কখন রোদন করিয়াছ, অকস্মাৎ যদি সেই রমণীকে তাদৃশ অবস্থায় দেখিতে পাইতে, বল দেখি তোমার হৃদয় কিসের জন্য না উদ্বেলিত হইত, তাহার সৌন্দর্য্য তোমার নেত্রপথে অনুপম আদর্শ চিত্রলেখা স্বরূপ প্রতিফলিত হইত কি না, তাহার বিষাদ গ্রস্ত অপ্রস্ফুটিত বদন কমল দর্শনে তোমার হৃদয় দগ্ধ হইত

কি না, তাহার চিন্তাঙ্কিত মুখখানি দেখিয়া তুমি তখনি চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতে কি না!

সৌদামিনী আমাদের জন্য আহারীয় রাখিয়া দিয়া, আমাদের প্রতীক্ষায় সেই ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, সৌদামিনীকে দেখিয়া আমার প্রাণ ক্লিষ্ট হইল, হৃদয় বেদনা হৃদয়ে চাপিতে পারিলাম না, যাহা হউক, সকলের অজ্ঞাতসারে রুমালে অশ্রু মুছিলাম, আহার করিতে বসিলাম। সৌদামিনী আমাকে দেখিবামাত্রেই সরিয়া গিয়াছিল।

আহার করিতে আর ভাল লাগিলনা। একদিকে সৌদামিনীর অতুল রূপরাশি, সৎপ্রকৃতি, গার্হস্থ কার্য্যদক্ষতা, অপর দিকে পেঁচারামের দুর্ব্বুদ্ধি, দুরাচার, অমনুষ্যত্ব ভাবিতে লাগিলাম, তাহার মধ্যে বৃদ্ধ একবার কহিয়া উঠিল "বাবা, এত বিষয় আমার, সন্তানের মধ্যে এক সৌদামিনী, তাহাকে বিধাতা অভাগী করিলেন।" সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, অনতিদূরে বৃদ্ধা অঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন, সৌদামিনী সেখান হইতে সরিয়া গেল।

আহারান্তে খিড়কী ঘাটে গেলাম, খিড়কী পুষ্করিণীটী অতি পরিস্কার, সুআয়ত, তাহাতে কতকগুলি রক্তকমল ফুটিয়া আছে, তাহার পাড়ে অনেক রকম গাছ আছে, গুটীকয়েক গরু চরিতেছে, সে গরু কয়টী বৃদ্ধের।

বহির্ব্বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করত হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'কই, সৌদামিনীত আমার সহিত কথা কহিল না।' বৃদ্ধ একটু হাসিল, কহিল, 'সে কি, বাবা, তোমার সহিত সে অবশ্য কথা কহিবে, তুমি তাহার জ্যেষ্ঠ, তবে কি জান বাবা, তাহার ত মনে সুখ নাই' বলিয়া বাটীর ভিতরে গেল ও সৌদামিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিল। সৌদামিনী হেঁট বদনে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার আপাদ মস্তক তাকাইয়া দেখিলাম। সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সৌদামিনী আমায় চিনিতে পার?' সে হেট বদনে ঘাড় নাড়িয়া ইসারায় কহিল সে আমায় চিনিতে পারে। তাহার সেই নম্র ও নীরব প্রণালীতে উত্তর দেওয়া যে আমার চক্ষে কত মধুর বোধ হইল তাহা আর কি কলিব! আমি কহিলাম 'বোস।' সৌদামিনী সলাজে জড়সড় হইয়া মাটীর উপর বসিল। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'সৌদামিনা কি লেখাপড়া শিখিয়াছে?' বৃদ্ধ কহিল 'ভাল শিখে নাই বুঝি, কি বল মা? (সৌদামিনী আরও অপ্রতিভ হইল,) এখানে ত ও প্রথা নাই, তবে ওর মামার বাড়ীতে যা কিছু শিখিয়াছিল।" আমি মমতাশূন্য হইয়া নির্দ্দিয় পেঁচারামের পত্রের সেই গরল পরিপূর্ণ শেষাংশ পাঠ করিতে দিলাম। উহা পাঠ করিতে

করিতে সৌদামিনীর চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে 'নিন' বলিয়া পত্র-খানি আমার হাতে ফিরাইয়া দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার সে চক্ষের জলে বুঝিলাম, সৌদামিনীর পতি-অনুরাগ-সিন্ধু হৃদয় ব্যাপিয়া প্রশান্তভাবে বিরাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ নিরাশ বাত্যাঘাতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে পতিবিচ্ছেদে যতদূর ক্লেশ পায় নাই, ঐ দারুণ পত্রের নিদারুণ মর্ম্মে তাহার শতগুণ প্রপীড়িত হইয়াছে, যেন পেঁচারামের প্রত্যেক কথা প্রজ্বলিত অগ্নিশেল স্বরূপ তাহার পঞ্জরে পঞ্জরে বিঁধিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্তা হইয়াও রমণীর যদি পতি প্রতি এত অনুরাগ থাকে, তবে সে রমণীকে দেবী-প্রকৃতি বলিব না ত কি বলিব? তাহার চক্ষে জল দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, দুঃখাবেগ সম্বরণ করত অশ্রুমার্জ্জন করিয়া কহিলাম, 'ভগিনি, পত্রখানি তোমার কাছে থাকুক, যখন পেঁচারাম অনুতাপ-দগ্ধ হইয়া তোমার অনুগত হইবে, সেই সময় একদিন রহস্যচ্ছলে উহাকে ইহা পড়িতে দিও,' এই বলিয়া পত্রের অপরাংশ ছিঁড়িয়া লইলাম। সৌদামিনী চাপিয়া চাপিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। উহার মানে অনুমান করি 'সে স্বামী কি আমার,—তাহাতে কখন অনুরক্ত হইবে?' আমি

কহিলাম 'নির্ব্বোধ পুরুষের কুচরিত্র উত্তমা রমণী কর্ত্তৃকই সংশোধনীয়, তুমি উত্তমা, তোমার নিকটই সে যথেষ্ট মমতা শিক্ষা করিবে, তোমার নিকটেই সে তোমাকে ভালবাসিতে শিখিবে, আমি তাহাকে তোমার কাছে পাঠাইব, এই আমার প্রতিজ্ঞা রহিল। তুমি দুঃখ সম্বরণ কর, পত্র পাঠ করিতে দিয়া তোমার এমন সরল হৃদয়ে যাতনা দিতাম না, তাহার প্রতি তোমার অনুরাগ দেখিবার জন্যই এমন নির্দ্দয়ের কার্য্য করিয়াছি।'

টস্ টস্ করিয়া সৌদামিনীর নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইল, হায় পেঁচারাম, তুমি কি নিষ্ঠুর!

সৌদামিনীর পিতা অবাক হইয়া আমাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, আমার প্রতিজ্ঞা বাক্য শুনিয়া পুলকিত চিত্তে কহিলেন, 'জয়বাবু, যদি তাহা পরিতে পার, চিরদিনের মত তোমার ঐ অভাগিনী ভগিনীর কিনারা করিয়া দিবে, বাবা, আমরা আর কি করিব, তোমায় আশীর্ব্বাদ করিব।' আমি বৃদ্ধের কথার উপর কথা পাড়িয়া কহিলাম, 'আপনাদের রোদন দেখা আমার পক্ষে বড় ক্লেশকর, সৌদামিনীর চক্ষে আরও প্রবল ধারে অশ্রু বহিল, সে অধর কাঁপাইতে কাঁপাইতে চলিয়া গেল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি পেঁচারামের চরিত্র সংশোধন করাইব। হঠাৎ আমার মুখ দিয়া একটী শপথ বাহির হইয়া পড়িল। সেই অবধি

আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, তুমি পেঁচাকে যদি দেখিতে পাও বা তাহার সন্ধান পাও, অবশ্য অবশ্য তাহাকে বাটীতে রাখিবে। আমি তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইলে সে আর সেখানে থাকিতে পারিবে না।

আজকার প্রাতে এখান হইতে যাত্রা করিব, স্থির করিয়াছি। অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এক্ষণে আর লিখিবার সময় নাই; সাক্ষাতে, যাহা বলিবার বাকি রহিল, বলিব।

জয়চাঁদের দ্বাদশ চিঠি।

আমি নিশ্চিন্তপুর হইতে কলিকাতায় আসিলাম ও তুমিও কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড [illegible]লিলে। তোমার সেখানকার পাঠাবস্থায় এখান হইতে আমার এরূপ পত্র লেখা অবিশেষ বিবেচনায় বন্দ করিলাম। তিনবৎসর পরে এখানে প্রত্যাগমন করিলে তুমি যে আবার সেই কথা শুনিতে চাহিবে—মনে করি নাই, বিশেষতঃ আমার ভ্রম ছিল যে বিলাত ফেরত বাঙ্গালী কখনই বাঙ্গালীর কথায় থাকেন না, তাঁহার উন্নত মনে দেশীয় বিষয় স্থান পায় না, বিদেশীয় উন্নতি

তাঁহার মস্তিষ্কে সতত্তই গোলমাল করিয়া না এদিক না ওদিক দেখিতে দেয়।

যাহা হউক, তখনকার কথা এখন মনে করিয়া লিখিতে হইবে, যত দূর স্মরণ আছে লিখিব; পরে পরে ঘটনা গুলি সুশৃঙ্খলিত হইবে কিনা ঠিক বলিতে পারি না, কেন না, তাহার পর যাহা দেখিয়াছিলাম সে সমুদায় 'নভেলের' উপকরণ। নভেল লিখিতে হইলে বড় ভাবিতে হয়,—আর ভাবিতে পারি না; এত বিষয় হৃদয়ের মর্ম্মে গাঁথা রহিয়াছে যে, আর ভাবিব কি, লিখিয়া ফুরাইতে পারি না। তোমার অনুরোধে চিঠি গুলি প্রবাহের স্রোতে ভাসাইয়া দিতে হইবে বলিয়া, স্মৃতি মন্থনে প্রবৃত্ত হইলাম।

তাহার পর এক দিন সন্ধ্যার সময় আমি ইডন্ গার্ডেনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ইডন্ গার্ডেন বিলাস কানন, বিলাসীর সম্ভোগ স্থল; উদারচেতা ব্যতীত অন্য কেহই ইডন্ গার্ডেনে আগমন করেন না! সে রজনীতে কাননটির যথোচিত শোভা হইয়াছিল। দেখিতে ছিলাম, উজ্জ্বল শত শত দীপপুঞ্জে কানন উজ্জ্বলিত, মন্দ মন্দ মধুময় সমীর হিল্লোলে কুঞ্জ নিকুঞ্জ আন্দোলিত ও সুগন্ধীভূত, নির্জ্জনে অদৃশ্য স্থলে থাকিয়া সুরভি কুসুম সমীরকে সে গন্ধ উপহার দিতে ছিল। রণক্ষেত্রে রণবাদ্য হইয়া থাকে, প্রমোদকাননে বিলাস

উদ্দীপক বাদ্য হইতে ছিল। রণক্ষেত্রে গোচর ভাবে বাহুযুদ্ধ হইয়া থাকে, সেখানে গুহ্যভাবে অন্তরে অন্তরে মানসিক লড়াই হইতে ছিল। রণক্ষেত্রে পতিত ব্যক্তির মৃত্যু পরিণাম, সে কাননে, সে প্রমোদ উদ্যানে অগ্রাহ্য, অনাদৃত ব্যক্তির অন্তর্দাহ, মৃত্যু অপেক্ষা শত গুণ যন্ত্রণাদায়ক, লক্ষ্য করিতেছিলাম।

দেখিতে ছিলাম, চৌদিকে কুমুদ ফুটিয়াছে, বিচিত্র পরিচ্ছদের উপর পূর্ণ বিকশিত হইয়া শশাঙ্ক ভ্রান্তে দীপাবলীর দিকে ধাবমানা হইতেছে, পূর্ণ মনোরথ না হওয়াতে আবার ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, বসিতেছে, উঠিতেছে, ও পরিণামে পিপুষ পিপাসী অলি সহ নির্জ্জনে বসিয়া মরমের কথা কহিতেছে। বলিতে অযথা তুলনা প্রয়োগ করিতে হয়,—দেখিতেছিলাম, আরও একপ্রকার জীবন্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। রজনীতে কমল ফুটিতে দেখি নাই, তাই বলিতে ছিলাম অযথা তুলনা! দেখিতেছিলাম, যেন শত শত ভ্রমর পদ্ম অন্বেষণে ব্যাকুল চিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, বিচক্ষণ নেত্রে পদ্মে পদ্মে তাকাইয়া যাইতেছে, কখনও বা কাহাকেও স্বীয় পদ্ম অপেক্ষা পদ্মিনী দেখিয়া ভ্রমর তাহার আগে পাছে গুণ গুণ করিয়া বেড়াইতেছে! তোবামোদে কি না হয়? তাই দেখিয়া কোন কোন ভ্রমর জ্বালায় জ্বলিয়া

মরিতেছে, ফুটিতে পারিতেছে না, ফুটিবার যো নাই!

কুমুদ ফুটিয়াছে, পদ্ম ফুটিয়াছে; কুমুদে কুমুদে, পদ্মে পদ্মে সুরভি, সেই সুরভিতে কানন আমোদিত, অলিদল বিমোহিত, ভ্রমর বুদ্ধিহত, আগন্তুক-দর্শক বিবেচনা শূন্য হইয়া সে আনন্দপ্রদ উন্মত্ততায় এক-বার মাতিয়া লইতে বাসনা করিতেছে।

দেখিতেছিলাম, দেবলোক হইতে মহাপুরুষগণ অপ্সরা-গণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন,—সে হাস্য, সে কৌতুক, সে আমোদ, চিন্তাশূন্য; পার্থিব ত নয়ই, স্বর্গীয়, বিষয়-চিন্তা-বিবর্জ্জিত। তাহাদের কটাক্ষে কেবল তাহারাই স্খলিত, তাহাদের বাহুযুগলে কেবল তাহারাই পরিবেষ্টিত, তাহাদের কথায় কেবল তাহা-রাই উন্মত্ত, তাহাদের ভাবে কেবল তাহারাই বিমোহিত। আমি দেখিতেছিলাম আর ভাবিতে ছিলাম, আমার পানে কাহারও দৃষ্টি নাই, আমি রহিয়াছি বলিয়া কেহই কুণ্ঠিত বা সলজ্জ নয়, মনে মনে বেস জানে আমি তুচ্ছ নর—তায় নেটিভ, আমাকে ভয় কি! আমাকে ভাগ দিতে হইবে না, তাই মন সাধে মনের সাধ মিটাইতেছে। আমার মনে বড় ঘৃণা হইল, আমি সেই উদ্যান হইতে বাহির হইয়া আমাদের আজন্ম কলুষনাশিনী প্রবাহিণী

বেশ্যাদ্বয় গাড়ীতে উঠিয়া বিদায় হইল। ভাঙ্গা-গাড়ী মেরামত হইতেছে, পথের একপাশে দাঁড়াইয়া পেঁচারাম ও ফটিক কথা কহিতে লাগিল।

পেঁচা। 'তুমি বাড়ীতে না থাকিলে বিষয় ত পাইবে না।'

ফটি। 'আমি সে ধনের প্রত্যাশা করি না, থাকু সে ধন নিয়ে, টাকার জন্য ত আর তার কাছে দাঁড়াব না, হাতে টাকা না থাকুবে এখানে না থাকব!'

পেঁচা। 'তবে Deputy Magistracy নিলে না কেন।

ফটি। 'বিলক্ষণ, যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দেবে, যেতে হবে ত? যে কটা দিন বেঁচে আছি, ভবের সুখ ত করে নিই, তার পর যা হয় হবে।' (গাড়োওয়ানের প্রতি) 'কি রে, —হলো, না অন্য গাড়ী দেখব?' গাড়োওয়ান দড়ি বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, আসেন না মশায়, হয়েচ ত।' তাহারা গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, আমি অমনি দ্রুতপদে পেঁচার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতি বিস্মিতভাবে কহিলাম, 'কেহে, পাঁচকড়ি বাবু নাকি, কবে এসেছ? তোমার সহিত আমার যে ঢের কথা আছে।' পেঁচারাম ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে উত্তর কবিল, 'আমার সহিত আপনার কিসের কথা? যা ছিল তাত এক রকম

ফুরায়ে গেছে।' পেঁচারাম একটু বিমর্ষ হইল, যেন অভিমান। আমি সাদরে তাহার বাহু ধরিয়া কহিলাম, 'কি, তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ নাকি? সে কি হে?' 'আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেন, আমি একটু রাগ করিতে পারি না', এই বলিয়া পেঁচা কাঁদ কাঁদ হইল। আমি বলিলাম, 'তোমার অনিষ্ট ইচ্ছা আমার নয়, ছি ছি ছি ও কথা মুখে আনিও না, এস আমাদের বাসায় এস,' বলিয়া হাত ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলাম।

পেঁচারাম কি প্রকার লোক তাহা ত জানই, সে আমার সহিত 'সাদা' লোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে কপটতা নাই, একটু নির্ব্বুদ্ধিতা আছে, সাধারণ লোকে তাহার মত লোককে 'হাবা' বলিয়া থাকে। আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক সে ত সকল কার্য্য করিতে চায় না, কেহ না লওয়াইলে কোন কার্য্যেই তাহার উদ্যম জন্মে না। আমার কথার উত্তরে সে কহিল, 'তা চলুন যাচ্ছি, আমারও ঢের কথা আছে।' তাহার সমভিব্যাহারী তখন গিয়া গাড়ীর পায়দানে একটী পা তুলিয়াছেন। তাহাকে কহিল, 'ওহে, তবে তুমি একলা যাও।' সে বিজাতীয়-বেশী ক্রুদ্ধ ভাবে গাড়ীতে উঠিয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিল, 'But who is he?' পেঁচা তাহার গা টিপিল। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবুটী কে?' পেঁচারাম তাড়াতাড়ি কহিল, 'আপনি চেনেন না।' আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। আমার চিত্তে স্ফূর্ত্তি জন্মিল,—পেঁচাকে ফটিকের সঙ্গ হইতে পৃথক্ করিতে পারিলাম। ভবিষ্যতে আমার ইচ্ছা হয় ত পূর্ণ হইতে পারিবে। তখন ফটিকের সহিত পেঁচার একান্ত বিচ্ছেদ সংঘটন করাই আমার উদ্দেশ্য হইল।

গাড়ী একটু সরিয়া গেলেই কহিলাম, 'পেঁচারাম, আমি ও বাবুকে চিনি না? বেশ চিনি, উনিই তোমার ফটিক বাবু, মুঙ্গেরে যখন পুলিষ উহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আমিই উহার মাতুলকে সঙ্গে করিয়া গিয়া রেহাই করাইয়া আনি, তুমি তাহার কি জানিবে!' পেঁচারাম বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'মুঙ্গেরে বন্দী! কই ও ত তার কিছুই বলে নাই।' পথ চলিতে চলিতে আমার মুখে সে সমুদায় কথা পেঁচারাম যত শুনিতে লাগিল, তত আরও বিস্মিত হইতে লাগিল, আর ততই আমার প্রতি তাহার রাগ ও অভিমান হ্রাস হইয়া উত্তর উত্তর তাহার আনুগত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাধে পেঁচাকে স্নেহ করিতে ইচ্ছা যায়! পেঁচারাম ক্ষণেক পরে ক্রোধ ও অভিমান ভুলিয়া গিয়া আমাকে পূর্ব্বমত সুহৃদ্ সম্বোধনে কহিল, 'জয় বাবু,

তবে ও কটিক এখনও তেমনই শঠ রহিয়াছে, আমাকে প্রতারণা করিয়াছে। বলিয়াছে, কামিনী বর্দ্ধমানে উহারই আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়াছে, আগামী সপ্তাহে আমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইবে।' আমি কহিলাম, 'কামিনী বর্দ্ধমানে।' পেঁচারাম দুঃখিত ভাবে বলিল 'ওঃ ভাগ্যক্রমে ত!' জয় বাবু, ভাগ্যক্রমে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু দেখুন জয় বাবু, আপনাকে একটী কথা বলি, তাহার উপর আপনার নির্দ্দয় ব্যবহার করা ভাল কাজ হয় নাই; আপনি বেশ জানিবেন, আমি আপনাদের অনুগত, জ্যেষ্ঠ বলুন, আর পিতা বলুন, বামন বাবুই আমার সব, আপনাতে তাঁহাতে ভিন্ন ভাব কিছুমাত্র নাই আপনার সঙ্গে কনিষ্ঠের ন্যায় তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলাম, আপনি আমাকে ধরিয়া দু ঘা মারিলেন না কেন, না বলিয়া চলিয়া আসিলেন কেন? (পেঁচা কাঁদিয়া ফেলিল) আবার আমার স্ত্রীকে,—আমি তাহাকে ভাল বাসি আর নাই ভালবাসি,—তাহাকে পরিত্যাগ করি আর নাই পরিত্যাগ করি,—সে বিষয়ে আমাকে দোষী করিয়া যার তার কাছে নিন্দা করা আপনার ন্যায় বুদ্ধিমানের কি কর্ত্তব্য কাজ হইয়াছে?—বামন বাবু শুনিয়া যা ইচ্ছা তাই বলিয়াছেন।' সে তোমার পত্রের উল্লেখ করিল, বলিল, সৌদামিনী তাহার নামে সত্য সত্যই হয় নালিশ করি-

য়াছে নয় শীঘ্র করিবে।. তাহার অশ্রুপ্রবাহ বেগে বহিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল, 'বামন বাবুও আমার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন, সুতরাং আর এ মুখ দেখাইতে ইচ্ছা নাই, তাই আমি এখানে আসিয়া কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করি নাই।'

আমরা বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সান্ত্বনা হেতু তোমার পত্রগুলি দেখাইলাম, তাহার পর কামিনীর উইলের নকল দেখাইলাম। উইল দেখিয়া তখনই পেঁচারাম একটু শিহরিয়া উঠিল ও একটা দীর্ঘ-শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, 'তবে সত্য সত্যই সে মরিয়াছে! বলিতে কি জয় বাবু, সে ব্যভিচারিণী বটে কিন্তু তাহার হৃদয়ে দয়া মায়া ছিল!' সে কথা চাপা দিয়া ফটিকের স্ত্রীর দুর্দ্দশার কথা কহিলাম, তাহা শুনিয়া পেঁচাও দুঃখ করিল। তখন বুঝিলাম, পেঁচা-রামের হৃদয়ের মলা দূর হইয়াছে। সুলক্ষণ বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলাম, 'সদানন্দ, তোমার মত সাদা মানুষ দেখি নাই, তোমার সে রাগ সে অভিমান এখন কোথায়?' সদানন্দ একটু হাসিল। আমি বলিলাম, 'আচ্ছা সদানন্দ, তুমি স্বর্ণের দুঃখে দুঃখ করিলে, একবার সৌদামিনীর দুঃখের কথা,'—আমার কথা শেষ না হইতেই কহিয়া উঠিল, 'জয় বাবু, সেটার

কথা উল্লেখ করিও না ; স্বামীর উপর নালিশ করে—' আমি বলিলাম, 'মিথ্যা কথা, সে নালিশ করিবে কেন, তোমায় ভয় দেখাইবার জন্য আমরা ঐ কথা লিখিয়াছিলাম।' 'তা যাই হউক তার কথা বলিবেন না, তাহাকে আমি স্ত্রীলোক বিবেচনা করি না,' বলিয়া সদানন্দ একটু বিমর্ষ হইল। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'সে স্ত্রীলোক সামান্য নয়, দুর্ভাগ্য বশতই তুমি তাহার সহবাসে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছ।'

'পাড়া গেঁও পেত্নী!'

'প্রেত্নী নয় রমণী মণ্ডলীর গরিমা।'

'বস্ বস।'

সৌদামিনী, পিতার পত্র মধ্যে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, সেইখানি বাহির করিয়া সদানন্দের হাতে দিয়া কহিলাম, 'দেখ দিখি, এ স্ত্রী কি তোমার যোগ্য নয়?'

(সৌদামিনীর পত্র।

শ্রদ্ধাভাজন—

আপনাকে পত্র লিখিতে পিতা আমাকে আদেশ করিলেন। কিন্তু আমি কি লিখিব? আপনাকে লিখিবার আমার কি আছে?

আপনি আমার বিপদে রক্ষা করিয়া ছিলেন, সর্ব্বদা আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, আমি ভাল

আছি শুনিলে সুখী হইবেন ভাবিয়া লিখিতেছি, আমি ভাল আছি। কিন্তু

(তাহার পর কি লিখিয়া অঙ্গুলি দ্বারা মুছিয়া দিয়াছিল) আপনি আমার কাছে যে পত্রাংশ রাখিয়া গিয়াছেন, সেখানি কবে আবার গ্রহণ করিবেন? কত দিন তাহা কাছে রাখিয়া আশ্রিত ফণির বিষদংশনে আমাকে জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে?

প্রগলভতা হেতু অবোধ অনুগত ভগিনীকে ক্ষমা করিবেন ইতি—

সৌদামিনী।

সদানন্দ পত্রখানি পাঠ করিল, সৌদামিনী লিখিতে পড়িতে পারে, সে তাহার খবর রাখে নাই, শুনিতে পাওয়া যায় দুই একবার সৌদামিনী তাহাকে পত্র লিখিয়াছিল, সদানন্দ তাহা গ্রাহ্য করে নাই, ভাবে নাই সে লেখা সৌদামিনীর। এ পত্রে স্বাক্ষর চিনিতে পারিল না। বিশ্বাস করিয়া কহিল, 'জয় বাবু, তোমাদের সকলই জাল—'

আমি তাহাকে আমার নিশ্চিন্তপুর যাত্রার কথা আদ্যোপান্ত বলিলাম, শুনিয়া সদানন্দ মৌন রহিল। কহিলাম 'সদানন্দ, বল তুমি আজ হইতে সৌদামিনীতে অনুরক্ত হইবে, বল তুমি আজ হইতে ফটিকের কুসংবাস পরিত্যাগ করিবে, বামন দেবের

নিকট তুমি ঋণী আছ, বল তুমি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহার বাক্য রক্ষা করিবে, দেখ সৌদামিনীকে ভগিনী বলিয়াছি, সৌদামিনী আমার সহোদরা তুল্য স্নেহের পাত্রী, তাহার হিত কামনায় ঈশ্বর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া তোমার মনের ভাবান্তর করিয়াছেন, মতির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, চিত্তশুদ্ধির উপায় করিয়াছেন, বল তুমি আজ হইতে সৌদামিনীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিলে, বল তুমি কালই গিয়া তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, বল বল—মৌন রহিলে কেন?

সদানন্দ অতি নম্র ভাবে হেঁট বদনে বলিল, 'আমি সংসারের কিছুই জানিতাম না, জানিতাম না যে, আপনারা আমার মঙ্গলের জন্য এত ব্যাকুল, জানিতাম না আপনারা আমাকে স্নেহ ভাবেই সময় সময় এত তিরস্কার করিতেন, আমি অজ্ঞাত অবস্থায় আপনাদিগকে কটু ভাষা প্রয়োগ করিয়াছি, ক্ষমা করুন,' বলিয়া আমার পায়ে পড়িতে আসিল। তাহার হাত ধরিয়া কহিলাম, 'তোমার কটু ভাষায় আমরা কিঞ্চিৎমাত্র বিরক্ত হই নাই, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, বল তুমি কালই নিশ্চিন্তপুর যাত্রা করিবে।'

সদানন্দ সরল ভাবে বলিল 'কালই যাইব।' আমি

বলিলাম 'সৌদামিনীকে স্ত্রীর মত ভাল বাসিবে?' ঘাড় নাড়িয়া সদানন্দ কহিল 'হাঁ।'

'আর ফটিকের অনুগামী হইবে না?'

'না।'

তখন সদানন্দের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল।

জয়চাঁদের ত্রয়োদশ চিঠি।

সদানন্দ সত্য সত্যই শ্বশুরালয়ে গমন করিল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, পর দিন ফিরিয়া আসিবে। সপ্তাহ অতীত হইল, না সে ফিরিয়া আসিল, না তাহার কোন সংবাদ পাইলাম। ভাল কথা, তাহার এই প্রথম শ্বশুর বাটী যাওয়া, সুখে থাকে, দিন কয়েক সেই খানে থাকুক, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আহারান্তে ইজি চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছি: এত দিনে সৌদামিনীর সহিত তাহার বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়া থাকিবে, আহা তাহাই হউক, কেননা সৌদামিনী বড় দুঃখিনী, এতদিন স্বামী-সুখে বঞ্চিত রহিয়াছিল! কে ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিলাম তাহা বলি, মধ্যের ঘরে, ব্লাইণ্ড লেনের উপর যে ঘর সেই ঘরে, সেইটী আমার ঘর, আমার ঘরের বাঁ দিকের ঘরে মেয়েরা থাকে আমার ঘরের সম্মুখেই পথের ওধারে সেই তেতালা

বাড়ী মনে আছে ত? আমার ঘরের জানালায় ঝিলিমিলি গুলি খোলা ছিল, ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ সেই তেতালা বাড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়িল, সে বাড়ীর একটী ঘরের জানালা খোলা ছিল, নিচেকার ঝিলিমিলিও খোলা ছিল, এমন ভাবে খোলা ছিল যে সে ঘরে যে থাকুক না, আমি বেস দেখিতে পাই। দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র দেখিতে পাইলাম, উদাসিনী বেশে একটী রমণী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া রোদন করিতেছে, রমণীর কেশগুলি আলুলায়িত, কেশগুলি দেখিয়া বোধ হইল যেন বহুদিন তৈলাক্ত হয় নাই, মাথায় কাপড় নাই, মুখখানি অবসাদময় এমনি মলিন, সজল চক্ষু দুটী নিম্নদিকে তাকাইয়া স্থির রহিয়াছে, গণ্ড বহিয়া অশ্রু প্রবাহ গড়িয়া পড়িতেছে, গাত্রের বসন বিশৃঙ্খলে বিভ্রস্থ রহিয়াছে, কলেবর শীর্ণ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রক্তশূন্য হইলে যেরূপ দেখায় তাহার লাবণ্যও সেইরূপ বিবর্ণ হইয়াছে, দেখিয়াই মনে হইল যেন পূর্ব্বপরিচিত স্বর্ণকে দেখিলাম। সদানন্দের ভাবনা ঘুরিয়া গিয়া এই নূতন চিন্তা উপস্থিত হইল, রমণী কে? স্বর্ণ সেখানে আসিবে কেন? আর সেই স্বর্ণ কি এমন হইয়াছে?

তোমাকে বলা হয় নাই, ইতিমধ্যে আজমীর হইতে লাবণ্য আসিয়া আমার বাড়িতে অবস্থিতি করিতেছে।

আমি সেই রমণীর পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া ভাবিতেছি, আমার পাশের ঘর হইতে লাবণ্য কাহাকে ডাকিয়া কহিল 'কি ভাই কি কর্ ছ?' রোরুদ্যমানা রমণী তাড়াতাড়ি অশ্রু মোচন করিয়া জানালার কাছে আসিয়া উত্তর করিল 'কিছু করিনি দিদি, বসে আছি, একবার খানি এদনা ভাই!' লাবণ্য কহিল 'যাব—তা যাই।'

আমি যখন পশ্চিম গিয়াছিলাম তখন নিমাই বাবু ঐ বাড়ীতে আসিয়া বাসা লইয়া ছিলেন। নিমাই বাবুর সহিত আমার তত সৌহৃদ্য না হউক, ও বাটীর ও এ বাটীর মেয়েদের এমনি আলাপ ও আত্মীয়তা যে যখন তখন মেয়েরা আনাগোনা করিয়া থাকে; একে ব্লাইণ্ড লেন, তাহাতে ভদ্র পল্লী, আর দুই প্রহরের সময় পুরুষেরা কর্ম্ম কাজে চলিয়া যান, মেয়েরা তাই দুপা চলিয়া বেড়ায়। উদাসিনীর পানে সেইরূপে চাহিয়া রহিলাম, দেখিলাম লাবণ্য গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইল।

লেনের উত্তর ধারে বাড়ী বলিয়া তাহাদের ঘরে মধ্যাহ্নের সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিয়া ঘরটী কেমন আলোকিত করিয়াছিল, আমার ঘরে সূর্য্য কিরণ নাই, তাহে জানালা বন্ধ, সুধু ঝিলিমিলি খোলা, তাই আমি তাহাদিগকে বেস দেখিতে পাইতেছি, আমাকে তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।

লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই রমণীর পরিচয় পাইব ভাবিয়া তৎকালীন ঔৎসুক্য নিবারণ করিলাম, কিন্তু চিন্তা দূর হইল না। শুনিলাম লাবণ্য কহিতেছে 'আজ আবার কাঁদছিলে ভাই? না?' রমণী উত্তরে, ঘাড় নাড়িয়া কহিল 'না।'

লা। 'ঐ যে চোখে জল রয়েছে।'

রম। (অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) 'হা দিদি,— সংসার ছাড়া কি ঠাঁই নাই? আমায় সেখানে কেউ নে যায় এখনি যাই।'

লা। 'কষ্ট হলে এমনি ইচ্ছা করে বটে বোন!'

রম। 'আর আমার কিসের কষ্ট'—

'আশা সনে ফুরায়েছে ভালবাসা তার
নিরাশে করেছি ছেদ, প্রীতি গ্রন্থিগুলি'

লা। 'এমন নিষ্ঠুর কেন তিনি!'

রম। বাবা সর্ব্বদা বল্‌তেন্ 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র—'

লা। তুমি তাঁকে ভাল করে একখানি পত্র লেখনা কেন?'

রম।' হৃদিশূন্য জনে কাতর বিনয়!
পাষাণে যাচিঞা—কোমল পরশ!
পাব কেন দিদি?' (চক্ষু বহিয়া অশ্রু পড়লি)

না। 'আমায় তাঁর ঠিকানা বলে দিতে পারিস্ ভাই, আমি একবার কাকাকে বলে দেখি।'

রমণী লাবণ্যের পানে সজল নয়নে চাহিয়া একটু নীরব থাকিয়া আবার বদন নামাইয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল 'ঠিকানা নাই।'

আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, আর থাকিতে পারিলাম না, বিবেচনা শূন্য হইয়া জানালা খুলিয়া ডাকিলাম 'লাবণ্য!'

লাবণ্য জানালার নিকটে আসিয়া দেখিল আমি ডাকিতেছি, ত্রস্তে সেখান হইতে বাহির হইল, রমণী একবার আমার পানে তাকাইল, সেই চাহনিতে মনে পড়িল ঠিক যেন মোগল সরাইয়ে স্বর্ণের সেই সজল নয়ন দৃষ্টি দেখিলাম, আমার বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, জ্বলিয়া উঠিল, স্থির নিশ্চয় হইলাম, রমণী সেই স্বর্ণ, হতভাগা ফটিকের হতভাগিনী সহধর্ম্মিণী।

'কাকা, আমায় ডাকছিলে' বলিয়া লাবণ্য আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও আমি সেই ভাবে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম, রমণী মাথায় কাপড় দিয়া সরিয়া গিয়াছে, তবু যেন তাহার পানে তাকাইয়া ভাবিতে ছিলাম, আমার মনের এমনি অবস্থা! আমাকে ডাকিবা মাত্র আমার যেন অচৈতন্য দূর

হইল, তখন পূর্ব্ববং ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম 'লাবণ্য, তুমি ও কাহার কাছে গিয়াছিলে?' লাবণ্য অপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল 'তুমি ত কাকা স্বর্ণকে অনেক বার দেখেছিলে, চিন্‌তে পারনি কি?'

'স্বর্ণ! কি পঞ্চানন বাবুর ভাগ্নেবধূ, ফটিকের স্ত্রী!'

'হেঁ—'

'এখানে কেন? নিমাই বাবু ওর কে হন?'

'মামা।'

'ফটিক এখন কোথায়?'

'তা জানেনা।'

'পঞ্চানন বাবুর বাড়ী হতে এখানে আসিল কেন?'

'সেখানেও ত মনের সুখ নেই, এখানে বরং মামা, মামী, মামাত বোনেরা আছে।'

'ফটিকের সঙ্গে কত দিন সাক্ষাৎ নাই?'

'ফটিক বাবু একরাত্র বই ত বাড়ীতে থাকেন নি, সে রাত্রেও তিনি স্বর্ণর সঙ্গে ভাল করে কথাও কন্‌নি।'

'বটে' বলিয়া আমি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম, লাবণ্য তাহা বুঝিতে পারিল, কহিতে লাগিল, আগে

তুমি দেখেছিলে, এখন যেন স্বর্ণ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, হাতে, পায়ে, কণ্ঠায় নীল নীল শীর বেরিয়ে পড়েছে. মুখ চোখ যেন কেমন কেমন হয়ে গেছে, বস্‌লে উঠ্‌তে চায় না, প্রায় শুয়েই থাকে, কাছে কাকেও আস্‌তে দেয় না, বুঝি মনটা অত্যন্ত খারাপ হ'লে আমায় ডাকে, নয় আপনিই আসে। হেঁ কাকা! ফটিক বাবুর সঙ্গে কি তোমার দেখা হয় না গা?'

কেমন করিয়া বলিব 'দেখা হয় না;' দিন কয়েক আগেই ত দেখা হইয়াছিল, সে দেখার কথা ত আর লাবণ্যকে বলিতে পারিনা, সুতরাং মৌন রহিলাম। আর কোন কথা না কহিয়া, স্বর্ণর দুঃখাবস্থা ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে আসিলাম।

তখন সদানন্দ নিকটে থাকিলে সেই দিনই ফটিকের সন্ধান করিতে যাইতাম, সদানন্দ না আসিলে সন্ধান করায় কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই ভাবিয়া আসিবার জন্য তাহাকে পত্র লিখিলাম, আর প্রত্যহ সদানন্দের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। মন বড় ক্লিষ্ট রহিল।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিনের দিন, সদানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত চিন্তা স্থগিত করিয়া তাহাকে সৌদামিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আর সে কথা বলিতে পারেনা, বড়ই অপ্রতিভ,

অথচ প্রফুল্লচিত্ত, হাসিয়া আমার সকল কথা উড়াইয়া দিল। ভাবে বিলক্ষণ বোধ হইল, সৌদামিনীর অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, মনে আনন্দ হইল, আহা ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলাম, তাহারা সুখী হউক।

কথায় কথায় সদানন্দ বলিয়া ফেলিল, বিষয় আশায় যাহা কিছু আছে তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবে, সৌদামিনীকে লইয়া আসিবে, অল্প দিনের মধ্যেত একটী বাড়ীর প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৌদামিনীতে সদানন্দ অনুরক্ত দেখিব বড় সাধ; উপায় হইয়াছে, আমি বলিলাম। 'সদানন্দ! বাড়ী আবার কেন? সৌদামিনী আসিয়া আমার বাড়ী থাকিবে।'

সদানন্দ সম্মতি দানে কুণ্ঠিত হইল, আমি আবার বলিলাম, 'আমার কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয়ের জন্য কুণ্ঠিত হইতেছ—না? সৌদামিনীর নিকট তোমার জন্য যে বিষম পণে প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাহা হইতে সহজে নিষ্কৃতি দিয়া তুমি আমায় যার পর নাই ঋণী করিয়াছ, সামান্য অর্থব্যয় তাহার কাছে আমার কিছুই নহে, সদানন্দ, কুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর,—সৌদামিনীকে এই-খানে লইয়া আইস, দেখিয়া সুখী হইব?' সদানন্দ নম্রভাবে উত্তর করিল, 'ঋণী আমরা, তাহাকে যে বিপদে রক্ষা করিয়াছিলে, জয়বাবু, আর আমায় যে

নরক হতে উদ্ধার করেছ আপনার কেহই তাহা করে না। সে যাহা হউক, সৌদামিনী আপনার পরিবারে একটু স্থান পাবে, এ তাহার সৌভাগ্য, আমার সৌভাগ্য, বামন বাবু আর তুমি পূর্ব্ব জন্মে আমার কে ছিল বলিতে পারি না।'

কথা স্থির হইয়া গেল, সৌদামিনী ত্বরায় আসিবে, আমার বাড়ীতে অবস্থিতি করিবে। আমার কত আনন্দ!

কিন্তু প্রাণের ভিতর স্বর্ণর ভাবনা জাগিতেছে, স্বর্ণর উদ্ধার করিতে পারি তবে আনন্দ—তবেই সুখ, তখন সুধু এই মনে হইতেছে। অবসর ক্রমে স্বর্ণর কথা সদানন্দকে সমস্ত বলিলাম; সদানন্দও যার পর নাই দুঃখিত হইল, বিশেষতঃ সে তখন বুঝিয়াছে পতি-বিরহে বা পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে রমণী কি ঘোর দুঃখে কালযাপন করে, দুঃখে সেও আমার মত কোমর বাঁধিল। কি করিলাম, তাহা বলিতেছি। হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া কার্য্য করিয়াছিলাম, যাহাদের সঙ্গে ভদ্রলোকে কখন কথা কহে না তাহাদিগকে কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম, কত কুস্থানে গিয়াছিলাম, কুসংসর্গে অনেকটা সময় নষ্ট করিয়াছিলাম. উভয়েরই প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, ফটিকের সন্ধান করিবই করিব।

দুই চারি দিন নিষ্ফলে গেল। পরে এক দিন, রাত্রি তখন দশটা চিৎপুর রোডের পূর্ব্বদিকে একটা দোতালা বাড়ীর একটা ঘরে গাহনা বাজনা চলিতে-ছিল, সদানন্দ আস্তে আস্তে উপরে গিয়া দেখিয়া আসিল, আসিয়াই আমার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেল। বেশ্যালয়ের চিত্র দিতে বাসনা নাই, তবে ফটিক ও বারাঙ্গনা বসিয়া মদ খাইতেছিল, ফটিক বাজাইতে-ছিল, আর সেই বেশ্যা গান করিতেছিল একথা না বলিয়া থাকিতে পারিনা। সদানন্দকে দেখিয়া ফটিক আহ্লাদে আটখানা, পুরাতন ইয়ারকে পাইয়াছে, হই-তেই পারে, তখনই এক গেলাস বাড়াইয়া দিল। সদানন্দ লজ্জিত ভাবে আমার পানে চাহিল, আমি ইসারায় বলিলাম 'খাও।' সদানন্দ তখনও একটু আদটু মদ খাইত সত্য, কিন্তু সে কেবল ডাক্তারের আদেশ অনুসারে, সক করিয়া সে আর মদ খাইত না। সে সে গেলাস পান করিয়াই ফটিকের কানে কানে কি বলিল, 'all right' বলিয়া তখনই ফটিক উঠিল। আমরাও উঠিলাম, বেশ্যা ফটিককে ধরিয়া রাখিতে চাহিল, পারিল না। 'প্রাণের বন্ধু এয়েছে, যেতে মানা করিস্, কি আস্পর্দ্ধা।' বলিতে বলিতে ফটিক বাটীর বাহির হইল, বারাণ্ডায় আসিয়া বেশ্যা দেখিতে লাগিল।

আমরা তিন জনে একবারে বিডনস্কয়ারে (Beadon square) বাগানে গিয়া বসিলাম। কথার ছলে সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, 'কত খরচ পড়্‌ছে।'

ফটিক উত্তর করিল, 'যত টাকা পড়ুক না কেন, তবু সুখে আছি ত—'

স। 'বাড়ী যাও নাই কতদিন?'

ফ। 'এ প্রাণ থাকতে আর যাব না—'

স। 'স্ত্রীর উপর কি রাগ করতে আছে, তার অপরাধ?'

ফ। এক শ বার, সেইত অনিষ্টের গোড়া, মামা বেটারও দোষ আছে, আর সেই এক বেটা তাকে তুমি চেননা!'

স। 'কে হে? আমি চিনিনে?'

ফ। 'সে এক বেটা আছে, আমায় মুঙ্গেরের থানা থেকে খালাস করেছিল বলে আমার মাথা কিনেছে। (আমি সদানন্দের গা টিপিলাম) 'সব বেটাকে দেখ্‌ব, এসা দিন নেহি রহেগা বাবা!'

স। 'প্রতি রাত্রে ত এখানে থাক, আজ চলনা কেন? তোমার স্ত্রীর দুঃখ টা একবার মনে হয় না!'

ফ। 'আমায় জ্ঞান দিতে এয়েছ? ওরে আমার গুরুরে, যাও বাবা চরে খাওগে, আমার কাছে কেন? The mind in its own place স্বর্গও গড়্‌তে

পারে, নরকও গড়তে পারে, আর লেকচার দিতে হবে না, এখন তুমি কোথায় থাক বল দেখি।

স। আমি এই খানেই থাকি, পরিবার আন্‌ব মনে করেছি।

ফ। পরিবার, কার বাবা? তোমার? কে বিয়ে করেছিল?

স। না ফটিক বাবু, তামাসা রাখ, আজ আমাদের সঙ্গে এস, তোমার মামাশ্বশুরের বড়ীতে নিয়ে যাই।

ফ। No no, my good friend—আমি বল্‌ছি তুমি যাও—আমার Substitute হয়ে যাও, I have no objection—To be charitable is divine; নয় এস হরির বাড়ীতে থাকিগে এস।

ফটিক উঠিল, সদানন্দ হাত ধরিয়া বসাইবার চেষ্টা পাইল, মদের ঝোঁকে হরিকে মনে পড়িয়াছে, আর কার সাধ্য ধরিয়া রাখে—'Hari, Oh Hari!' বলিতে বলিতে দ্রুত পদে চলিতে চলিতে বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

নিরাশ হইয়া আমরা প্রত্যাগমন করিলাম।

জয়চাঁদের চতুর্দ্দশ চিঠি।

অল্প দিনের মধ্যেই হাউসে সদানন্দের কর্ম্ম হইল, সে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল, সৌদামিনীকে লইয়া আসিল। সৌদামিনী আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া আমায় যে প্রণাম করিয়াছিল আজিও তাহা যেন চক্ষের উপর রহিয়াছে। প্রফুল্ল চিত্তে ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'সৌদামিনী ভাল আছ ?' 'দাদা আপনারই কৃপায়' বলিয়া অধোবদনে সৌদামিনী এই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন কৃতজ্ঞতা তাহার হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া নির্ব্বাক বদনে ভাসমান হইয়াছে। আহা ! তাহার সেই নম্র অথচ ভাব-পরিপূর্ণ বদনখানি জন্মে ভুলিব না।

সৌদামিনী একদিন রহস্য করিতে করিতে আমার সেই গচ্ছিত পত্রাংশ সদানন্দকে পাঠ করিতে দিয়াছিল, সদানন্দ তাহা পাঠান্তে অনুতাপ বশতঃ রোদন করিয়াছিল, বলিয়াছিল 'এখন এই ভাবনা হয়, জয়চাঁদবাবু না থাকিলে আমাদের এ সদ্ভাব হইত না, হ ত তুমি আমার জন্য চিরদুঃখিনী হইয়া ক্লেশকর পরমায়ু টুকু ক্ষয় করিতে, আমি তোমার সদ্গুণে অন্ধ থাকিয়া কোন দুষ্টের প্রণয় আকাঙ্ক্ষায় প্রতারিত হইতাম, আর কায়ক্লেশে, যন্ত্রণায়, পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষা

করিয়া প্রাণ ধারণ করিতাম। কি বলিব! আমি তাঁহার কাছে ঋণী, তুমিও তাঁহার কাছে ঋণী, ঈশ্বর আমাদের এমন দিন দেন যে আমরা ওঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি কার্য্যে প্রকাশ করিতে পাই। প্রিয়ে সৌদামিনি! বাঁচি আর নাই বাঁচি, আমার কর্ত্তব্য তোমায় বলিয়া রাখিতেছি, ঈশ্বর না করুন, উহাঁর অবস্থান্তরে যেন আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রকৃতরূপে প্রত্যুপকৃত হইতে পারেন। অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্য বশতঃ উনি মনক্ষুণ্ণ না হন!' আমার ঘর হইতে কতক কতক শুনা যাইতেছিল, আরও কত কি বলিত বলিতে পারিনা, আমি তাহাদের কথায় বাধা দিয়া সদানন্দকে ডাকিলাম, তাহাকে মৃদু ভৎর্সনা করিলাম।

দেখ সদানন্দের কি উদার স্বভাব? জগতে পরের উপকার করাই কার্য্য, উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য! যে ব্যক্তি তাহা না করে, সে নরাধম। আমি প্রতি উপকৃত হইতে চাহি না, কিন্তু সে যে আমার প্রতি উপকার করিতে সচেষ্টিত ইহাই আহ্লাদের বিষয়! আমি সদানন্দকে আজীবন সহোদর কনিষ্ঠবং আপনার নিকটে রাখিব, সেই দিন হইতেই বাসনা করিয়াছিলাম।

সৌদামিনী কি আমার সহোদরা নয়! সময়

সময় এইরূপ চিন্তা মনে উদয় হইত। সে যেরূপ স্নেহের সহিত, ভক্তির সহিত আমার সেবা করিত, মনে হইত না যে সে আমার সহোদরা নয়। ভায়া, যাই ভাগ্যক্রমে তুমি সদানন্দকে বলিয়া কহিয়া আমার সঙ্গে পশ্চিম পাঠাইয়াছিলে; পশ্চিম যাত্রাই তাহার মঙ্গলের উপায় হইল। তাহার কর্কশ ও কটু ভাষা পরিপূর্ণ পত্র খানিই সৌদামিনীর অদৃষ্ট প্রসন্নতার কারণ হইয়া উঠিল।

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিলাম দম্পতি-যুগল সুখে সংসার করুন। ঈশ্বর ভালই করিয়াছেন, উত্তর উত্তর তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

কিন্তু মনে মনে সতত আক্ষেপ করিতাম, স্বর্ণর কোন উপকার করিতে পারিলাম না। স্বর্ণ তখন উন্মাদিনী—রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া কাঁদিত, হাঁসিত, কত কি বকিত; সেই বকুনিতে কেবল মর্ম্মের জ্বালা হ্রাস করিতে চেষ্টা পাইত। দেখিতাম, বুঝিতাম, ভাবিতাম, কেন তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় না! স্বর্ণ, 'আমার বিয়েহয়েছে' বলিয়া হাসিত, 'সংসার আমার!' বলিয়া হাসিত, 'কেউ নাইরে!' বলিয়া কাঁদিত, 'অদৃষ্টের দেখা' পায় না বলিয়া বকিত। চিকিৎসক তাহার কি করিবে? যে স্বর্ণকে রূপবতী—পূর্ণ যৌবনা—মোহিনী ভাবিয়া মোগল সরাই ষ্টেসনে যাত্রীগণ

চাহিয়া দেখিতেছিল, সে স্বর্ণ আজ যেন অর্দ্ধদগ্ধ লোষ্ট্রবৎ শোক বিদগ্ধা, শীর্ণ, বিবর্ণ, কঙ্কাল সার তেজ ও স্ফূর্ত্তি শূন্য কায়া ধারণ করিয়া আছে।

এক দিবস দ্বিপ্রহরের সময় জানালায় বসিয়া স্বর্ণ আপন মনে বকিতেছিল, পথে একটী মলিন বসনা স্ত্রীলোক ভিকারিণীর মত কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা বাসনায় যেন তাহার পানে তাকাইয়া ছিল। আস্তে আস্তে কহিতেছিল, 'মা মা দেখনা মা, চেয়ে দেখ্ না মা।' আমি তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই।

অকস্মাৎ স্বর্ণর দৃষ্টি নিম্নদিকে পতিত হইল, বকুনি ভুলিয়া গিয়া ক্ষণেককাল চাহিয়া রহিল, চাহিয়া থাকিয়া 'মাসীমা এয়েছ !—তা আমি যাব—দেখ্‌ব, কেমন করে তুমি অদৃষ্ট গড়—যদি না দেখাবে—ও হরি, বেলা গেল—আমি মরেছি, আমি মরেছি, আমি মরেছি,' এবম্প্রকার বকিতে লাগিল। ভিখারিণী 'মাসী মা এয়েছ,' বলাতেই একবার কাতর নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, অনুমান করি কাঁদিয়া থাকিবে তাই অশ্রু মুছিল, শিরে করাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। স্বর্ণর মাসী কেন পথে তেমন সময় তেমন বেশে আসিয়া দাঁড়াইবে ? কামিনী ! সে বরং কুলত্যাগিনী বলিয়া পথে দাঁড়া-

হতে পারিত, কিন্তু সে ত বাঁচিয়া নাই! যাহাই হউক অবসর পাইলেই সেই পথ পানে তাকাইয়া থাকা আমার নিত্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। আর সে রমণীকেও দেখিতে পাই না; ফটিকেরও কোন উদ্দেশ করিতে পারি না। সে আর হরির বাটীতে নাই। স্বর্ণর অবস্থা উত্তর উত্তর মন্দ হইতে লাগিল। লাবণ্য স্বর্ণকে দেখিতে যায়, কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসে। এক দিন আসিয়া কহিল 'স্বর্ণের নামে যে সমুদায় বিষয় আছে তাহা কাশীতে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠায় দেওয়া হইবে; উইলে তাহার স্বাক্ষরের জন্য স্থধু স্থগিত রহিয়াছে।' আর কহিল 'স্বর্ণ বাঁচিবে না কাকা।' ইতিমধ্যে একদিন একখানি পত্র পাইলাম, পত্র খুলিয়া পাঠ করিলাম;—

'আমি অভাগিনী এখনও বাঁচিয়া আছি। স্বর্ণকে দেখিতে আমার বড় সাধ যায়। উহার বাড়ীতে ও কথা বলিতে পারি না; ভিক্ষা করিবার অছিলায় যাই দেখিতে পাই না যে ইসারা করিয়া ডাকি। আপনি মহৎজন, আপনার বাটী হইতে উহাকে বেস দেখা যায়, উহার সঙ্গে কথা কওয়া যায়, অনুগ্রহ করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আমায় আপনার বাটীতে তিষ্ঠিতে দিবেন? আমার স্পর্শে আপনার বাটী কলঙ্কিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ভিক্ষা না রক্ষা করিলে স্ত্রীহত্যা পাতকে আপনাকে পাতকী হইতে হইবে।

অনুগ্রহ করিয়া আদেশ দিয়া দুঃখিনীর একটী মাত্র সাধ পূর্ণ করিবেন। ইতি—

কামিনী দাসী

নং——বাটী——ষ্ট্রীট।'

তখন মনে হইল যে, যে রমণী ভিখারিণী বেশে আসিয়াছিল, সে সত্যই স্বর্ণের মাসী, তবে কামিনী।—কামিনী আত্মঘাতিনী হয় নাই। যে ভাবে সে স্বর্ণের পানে তাকাইয়া ছিল, যে ভাবে সে তাহাকে সম্বোধন করিতেছিল, তাহা সমুদায়ই স্নেহব্যঞ্জক। তাহার পর তাহার চক্ষে অশ্রুপাত! সে স্বর্ণকে এখনও আন্তরিক ভাল বাসে তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি তাহা দ্বারা স্বর্ণের কোন উপকার দর্শে, ফটিকের সন্ধান হয়—তাহাকে বাটীতে আনায় দোষ নাই ভাবিয়া সদানন্দকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার সময় উক্ত নম্বরের বাটীতে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া সে, সে বাটী হইতে বিদায় লইয়া বাহির হইল। কহিল আমার সঙ্গে আসুন, আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।' আমরা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া আমরা একটী গলির ভিতর প্রবেশ করিলাম, গলি দিয়া আর একটী গলিতে গেলাম, তাহার পাশে একখানি খোলার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বার খোলা ছিল, দাওয়ার উপর

উজ্জ্বল আলোক ছিল, সম্মুখেই ফটিক চন্দ্র সেই দাওয়ার উপর লাঠি ধরিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন। 'ওকি ওকি! পড়ে যাবে যে' বলিয়া কামিনী ত্রস্তে তখনই তাহাকে ধরিল ও আবার শুয়াইয়া দিল।

ফটিক পীড়িত, তাহার বাত রোগ হইয়াছে. উঠিতে বসিতে পারে না। শরীর এমনি জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে যে, উঠিতে গেলেও মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। সদানন্দকে দেখিয়া ফটিক কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিল, 'একবার খবরটা কি নিতে নেই, দাদা? কামিনীকে আমি যথেষ্ট দুঃখ দিয়াছিলাম বটে, অন্য মেয়ে মানুষ হইলে আমায় আজ গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিত, কিন্তু এ বিপদে ঐ কেবল আপনার—আপনার মা মাসীর ন্যায় সেবা করিতেছে। আমার অদৃষ্টে এমন ঘটিবে কে জানিত!'

কামিনীর মুখে শুনিলাম, হরিমতির বাটীতেই ফটিকের পীড়া হইয়াছিল। ফটিকের নিকট ঘড়ি চ্যেন, টাকা কড়ি যাহা কিছু ছিল তাহাত লইয়াই থাকিবে, তাহার পর হাণ্ডনোট কাটিয়া টাকা ধার করিতে বাধ্য করিয়াছিল, ক্রমে হাণ্ডনোটে টাকা না পাওয়া যাওয়াতে গালি দিয়া অযত্ন করিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়। ফটিক আবার পশ্চিম যাইবার ইচ্ছায় কায়ক্লেশে হাবড়া ষ্টেসনে গিয়া বসিয়াছিল। সেই সময় কামিনী তাহার

প্রভুদিগের কাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল ; সে ফটিককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আপনার কুটীরে রাখিয়াছিল। কামিনী অনেক দিন হইতে কলিকাতায় আসিয়া চাকরি করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য স্বর্ণকে দেখিতে পায়, প্রকারান্তর তাহাকে স্নেহ করিতে পারে, যথাসাধ্য তাহার মঙ্গল সাধন করে।

ফটিক দুরবস্থায় পড়িয়া কামিনীকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। কামিনীর হাতে একটী পয়সা নাই, যাহা পায় তাহাতেও উভয়ের খাওয়া পরা চলে না, রোগের চিকিৎসা করাইবে কি ? তাই কামিনী স্বর্ণর কাছে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিলনা কোন পরিচয় দেয়, কিন্তু স্বর্ণ উন্মাদিনী হইয়া যে দিব্য চক্ষু পাইবে, তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিবে, কামিনী তাহা মনে করে নাই। এমন কি—আমি ও সদানন্দ দেখিবা মাত্র তাহাকে চিনিতে পারি নাই। বলা বাহুল্য, মুঙ্গেরে তাহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, কামিনী এখন তাহা অপেক্ষাও বিশ্রী হইয়াছিল, দাসী বলিয়া পরিচয় দিলে, অন্য কেহ বলিয়া কেহই ঠাওরাইতে পারিত না।

একে স্বর্ণর সেই দশা তাহাতে ফটিকের যার পর নাই দুরবস্থা দেখিয়া, আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ফটিকের উপর যে রাগ ছিল পড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল

ফটিককে তখনই সুস্থ করিয়া স্বর্ণর কাছে লইয়া যাই। কামিনীকে আড়ালে কহিলাম, সে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফল সহ্য করিয়াছে; আর দুঃখ করিয়া কি করিবে, এখন তাহাকে আর দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে না, খরচ পত্তরের বন্দবস্ত করিয়া দিতেছি, সর্ব্বদা সেবা শুশ্রূষা করিয়া ত্বরায় সে ফটিককে সুস্থ করিয়া তুলুক। আরও বলিলাম ফটিক ভাল হইয়া স্বর্ণর কাছে না গেলে হয়ত স্বর্ণর আরোগ্য লাভের আশা নাই!

আমরা চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিলাম, ডাক্তার বাবুর প্রীসক্রীপ্সন অনুযায়ী ফটিক ঔষধ সেবন করিতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় কামিনী আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখে শুনিলাম ফটিক একটু ভাল আছে। লাবণ্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম, স্বর্ণর কাছে কামিনীকে লইয়া যায়। লাবণ্য ও কামিনী চলিয়া গেল।

সদানন্দের সঙ্গে বসিয়া এই বিষয়ের কথা কহিতেছি, দুই জনে বসিয়া স্বর্ণর প্রতিকার ভাবিতেছি, ফটিককে দেখিতে যাইব মনে করিতেছি। প্রায় আধঘণ্টা পরে লাবণ্য ও কামিনী ফিরিয়া আসিল। লাবণ্য আমায় বাটীর ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গেল, ভিতরে গিয়া দেখি কামিনা কাঁদিতেছে, আমি যাইব

মাত্র আমার পায়ে পড়িতে আসিল, বলিতে লাগিল, 'আপনি আমার স্বর্ণকে ভাল করে দিন, যেমন করে পারেন, ভাল করে দিন, ওর যে ভালর গতিক নয় বাবু! আপনার পায়ে পড়ি ভাল ডাক্তার এনে দেখান, আমার কালামুখ পুড়িয়ে ফেলেছি, দাদা এখানে নেই, আপনি দিদিকে খবর দিন। স্বর্ণর যে শরীরে কিছুই নেই, আহা হা, হা; হতভাগা কি সর্ব্বনাশ করলি রে! সাধের স্বর্ণ, আমার পেটের ছেলে, হায় হায় হায় আমি কি করিলাম' বলিতে বলিতে যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িল। বুঝিতে পারিলাম, কামিনীর হৃদয়ের অনুতাপ প্রজ্বলিত হইয়াছে। তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিলাম, সদানন্দকে ভাল ডাক্তার আনিতে পাঠাইলাম ও স্বর্ণর জননীকে সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। জানি, তিনি অনেকগুলি বালক বালিকা ছাড়িয়া অথবা সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিবেন না, তবু পত্র লিখিলাম, সুধু কামিনীর অনুরোধ নহে, লাবণ্য ও স্বর্ণর মামীরও অনুরোধ।

কামিনী চলিয়া গেলে লাবণ্যকে স্বর্ণর সহিত কামিনীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সকল কথা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। লাবণ্য বলিল, 'কামিনীকে দেখিয়াই স্বর্ণ

কিয়ংক্ষণ একদৃষ্টে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পরই কোন কথা না কহিয়াই চক্ষু দুটী উপর পানে তুলিয়া তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়া গেল।' লাবণ্য যে ভঙ্গিমা দেখাইল তাহাতে বোধ হইল যেন স্বর্ণ প্রণাম করিবার জন্য কামিনীর পায়ে পড়িতে যাইতেছিল। হায় হায়, স্বর্ণ কি সরল উদার স্বভাবা বালিকা! অপরাধিনী মাসীকেও তাহার এত ভক্তি! এখনও প্রণাম করিতে যাইতেছিল। তাহার পর চেতনাশূন্য হইল, অনেকক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া কেবল এই কয়টী কথা কহিয়াছিল, 'মাসি আমি যাই, কিছু মনে করোনা,' তাই কামিনীর এত কাতরতা, এত হতাশ, এত শোক!'

সুদক্ষ চিকিৎসক (ডাক্তার) বাবুকে লইয়া সদানন্দ ফিরিয়া আসিল, তাঁহাকে রোগীর অবস্থা বলিলাম, রোগের প্রধান কারণও বলিলাম, সঙ্গে লই‍[illegible] দেখাইয়া আনিলাম। তিনি ঔষধ দিলেন, [illegible]শা দিলেন না, বলিয়া গেলেন 'Too late'। মন অত্যন্ত খারাপ হইল, আবার অন্য ডাক্তার আনান হইল, এক জনের স্থানে দুই তিন জন আনান হইল, চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই সাহস পুরিয়া বলিতে পারিলেন না, স্বর্ণ বাঁচিবে।'

ইতিমধ্যে একদিন স্বর্ণর জননী দুহিতাকে দেখিতে

আসিলেন, কাঁদিয়া কাটিয়া, মাথা খুঁড়িয়া সারা হইলেন। স্বর্ণকে লইয়া যাইতে চাহিলেন, সেখানে তেমন চিকিৎসক নাই, আর স্বর্ণকে স্থানান্তর করিবার আর সময়ও নাই, সুতরাং স্বর্ণর যাওয়া হইল না। বাড়ী ছাড়িয়া তাহার জননীর অনেক দিন থাকিবার যো নাই, সেখানে কাচ্চা বাচ্চা অনেকগুলি, তাহাদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছেন, শীঘ্রই যাইতে হইল, যাইবার সময় লাবণ্যর হাতে ধরিয়া অনেক করিয়া বলিয়া গেলেন, স্বর্ণ আমারই 'মেয়ে।'

বিধাতার নির্ব্বন্ধ! সেখানে ফটিক দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল, এদিকে স্বর্ণ দিন দিন মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল। কামিনী প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসিয়া দেখিয়া যায়, তথাপি বাটীর অপর কাহাকেও পরিচয় দেয় নাই। দেখিয়া আসিয়া আমার নিকট রোদন করে, কিন্তু আমি কি করিব? তাহার রোদনে আমারও কান্না পায়।

ক্রমে স্বর্ণ ঘোর বিকার প্রাপ্ত হইল, আর লোক চিনিতে পারে না, ঔষধ সেবন করে না, মুখে কোন পেয় সামগ্রী প্রদান করিলে গিলিতে পারে ন লাবণ্য ও সৌদামিনী সর্ব্বদা তাহারই নিকট রহিল, কামিনীও ফটিককে একা রাখিয়া অনেক ক্ষণ স্বর্ণর সেবায় ক্ষেপণ করিতে লাগিল, কি ফল দর্শিবে?

করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেছে, তাহার মামী শোকে অসাড়বৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, ফটিক হাকুলি বিকুলি করিতেছে, পরিবারবর্গ কাঁদিতেছে। তবু স্বর্ণ কাহারও পানে চাহিয়া দেখিল না। কামিনী বুকে লইল, ফটিক জড়াইয়া ধরিল—সে স্পর্শেও স্বর্ণ আর জাগিল না। লাবণ্য করতলে স্বর্ণর কর রাখিয়া অন্য হাতে চাপিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু স্বর্ণ আর জাগিয়া উত্তর দিল না। জননী শেষ দেখা দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়াও জীয়ন্ত রহিল না—তাহার জননীকে আবার আনিতে পাঠান হইল সত্য, কিন্তু দেখিতে দেখিতে স্বর্ণর মুখের উপর একটী অসামান্য জ্যোতিঃ বিকাশ পাইয়াই তখনই কোথায় বিলীন হইল। একবার চক্ষু দুটী উন্মীলিত হইল, তাহাদের তারকা দুটী ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধেই স্থির হইয়া আসিল, অধর দুখানি বার দুই তিন ঈষৎ কম্পিত হইল। হায়, কেমন করিয়া বলিব, এত আদরের এত যত্নের স্বর্ণকলিকা সম স্বর্ণলতা, স্বামী-সুখে বঞ্চিত হইয়া অকালে ক্লেশময় ইহলোক হইতে অপসৃত হইল! স্বর্ণলতার প্রাণ অলক্ষিত ভাবে শূন্যে মিশিয়া গেল। হতভাগ্য ফটিক আছাড়িয়া বিকট চীৎকার করত ভার্য্যার প্রাণশূন্য কলেবরে নিপতিত হইল, কিন্তু তরুর মূল ছেদন করিয়া শিরে জল ঢালিলে কি হইবে? চতুর্দ্দিকে এক

স্বরে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। 'যা, সকলই ফুরাইল—রাম রাম' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি স্থানান্তর হইলাম, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর! যে স্বর্ণর উপকার করিতে সাধ ছিল, হায়, আজি আমায় তাহার সৎকার করিতে হইল! সে দুঃখ আজও প্রাণে বিঁধিয়া রহিয়াছে।

সম্পূর্ণ